উদয়ের মা

[ধাত্রী পান্না]

[ঐতিহাসিক নাটক]

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

জনতা অপেরা ও নিউ আর্য্য অপেরায় অভিনীত

স্বত্ব সংরক্ষিত]

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

রাজদ্রোহী

জনতা অপেরার বিজয় কেতন। ঐতিহাসিক নাটক। সম্রাট আলমগীরের কুশাসনের বলি মথুরার দুরন্ত ছেলে গোকুলের বিস্ময়কর কাহিনী। জিজিয়াকরের জ্বালাময় অভিশাপ। পিতার পরিত্যক্ত কুলাঙ্গার গোকুলের হাতে নারী নির্য্যাতনকারী ফৌজদার আবদুলনবীর শোচনীয় মৃত্যুর খবর দিল্লীর প্রাসাদকূটে বাদশার চোখের ঘুম কেড়ে নিলে। বিপুল সেনা নিয়ে ছুটে এল বাদশার দৌহিত্র নাদির খাঁ আর জবরদস্ত্ সেনানী ওয়াজির খাঁ। মথুরার পথে প্রান্তরে রক্তের প্লাবন বয়ে গেল। আর্ত্তনাদে ভরে গেল মথুরার আকাশ-বায়ু। অসম যুদ্ধের পরিণাম চিরদিন যা হয়, তাই হল। গোকুল হল বন্দী, সঙ্গী সাথীর দল কে কোথায় হারিয়ে ছড়িয়ে গেল। মথুরেশ্বরের মন্দিরে আর বাতি জ্বলল না। কোথায় গেল গোকুলের পিতা-মাতা-পত্নী? কোন জল্লাদ এক একটা করে গোকুলের অঙ্গচ্ছেদ করলে? কোন্ বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে গেল নাদির খাঁ? দাম ৩·००

ময়ূর সিংহাসন

অপরাজেয় নাট্যকার শ্রীব্রজেন দের' অপরাজেয় নাট্য নিবেদন। নট্ট কোম্পানীর বিজয়স্তম্ভ। দিল্লীর সম্রাট সাজাহানের জীবনসন্ধ্যার শোক-গাথা, ঔরংজেবের সাম্রাজ্যলিপ্সার বলি, উদার চেতা দারাশিকোর শোচনীয় পরিণাম অশ্রুর আখরে লেখা। জাতির কল্যাণে রাজৈরের রাজকন্যা মহৎ উর্ম্মিলার আত্মবলি, সম্রাট-দুহিতা জাহানারার নিষ্ফল আর্ত্তনাদ, সরলপ্রাণ শাহাজাদা মোরাদের জীবনে মেঘরৌদ্রের খেলা, দাদারের রাজপথে নাদিরা বেগমের মর্ম্মস্পর্শী মৃত্যু, সিপারের কান্নাভরা গান, মেহের আলির অপূর্ব্ব আলেখ্য। ময়ূর সিংহাসন যাত্রা জগতের বিস্ময়কর তাজমহল। দাম ৩·०० টাকা।

—প্রকাশক—

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

৩৬৮নং, (পুরাতন ১০৫) রবীন্দ্র সরণী

কলিকাতা—৬

সন ১৩৫৬ সাল

—প্রচ্ছদ—

রঞ্জিত দত্ত

মুদ্রাকর—শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ

ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস

১১।এ।এইচ২, গোয়াবাগান ষ্ট্রিট

কলিকাতা-৬

পরমস্নেহাস্পদ

শ্রীমান্ হীরণ মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে—

গ্রন্থকার।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

নরহন্তা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত। লোমহর্ষক ঐতিহাসিক নাটক। কার হিংস্র আক্রোশে বাংলার বুকে বয়ে গেল রক্তস্রোত? সুদূর কর্ণাট হতে কে এল এই অনাহূত আগন্তুক? কি অভিপ্রায়ে তার এই রক্তপাত? রাজ্যহারা সম্রাট কার মশালের আগুনে দগ্ধ হল? কার চক্রান্তে রাণী হলেন নিরাশ্রয়? কে এই বিদগ্ধ প্রহরী? মলয় না ভ্রমর? আদিত্য বর্ম্মার বর্ম্ম ভেদ করে ক ফোঁটা রক্ত পড়েছিল পুষ্কর্ণীর বুকে? পুত্রশোকাতুর পিতা কি ফিরে পেয়েছিল তার পুত্রকে? সেকি শুনেছিল তার মুখে পিতৃ-সম্ভাষণ, না বেদনার দগ্ধবুকে বিঁধেছিল আততায়ীর তীক্ষ অস্ত্র? কে এই নরহন্তা? মূল্য ৩'০০ টাকা।

বাদশা বা রাজবিদ্রোহী—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক নাটক। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন-কালের একটি সংঘর্ষমূলক অধ্যায়ের নাট্যরূপ। ভারতের সম্রাট ফেরোকসিয়ারের দেশব্যাপী অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন শাহাজাদা আক্-উ-সিয়র্। দেশের সর্ব্বস্তরে তখন যে অবিচার, নির্য্যাতন, শোষণ ও কুশাসনের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তার প্রতিরোধে বিদ্রোহী-[illegible] বিরোধের বন্যা ডেকে আনলেন। সম্রাটের সশস্ত্র বাহিনী বিদ্রোহ-দমনে প্রেরি[illegible] হল, হিন্দুস্থানের ইতিহাস আর একবার রক্তে রঞ্জিত হল—উভয় পক্ষের আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জ্জনে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। এই ঝড়ের দাপট ছিন্নভিন্ন করল ফাল্গুনী ও বিশ্বের পরিণয় রজনীর মিলন-সঙ্গীত—বরসাদ আলির আবির্ভাবে বিবাহ মণ্ডপ পরিণত হোল রক্তের সমুদ্রে। কালোমানিকের অর্থলিপ্সা নিশ্চিহ্ন হল, বুলবুল চিরদিনের জন্য নিদ্রার অন্ধকারে হারিয়ে গেল। মূল্য ৩'০০ টাকা।

অশ্রুভনদীর তীরে—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। তরুণ অপেরায় অভিনীত। যুগান্তকারী ঐতিহাসিক নাটক। অবাধ মেলামেশার ফলে লোকেশের মিলনে বাগদত্তা রাজকন্যা সাবিত্রী হল সন্তানসম্ভবা। থেমে গেল বিবা[illegible] নহবৎ। লোকেশ করলে অস্বীকার। গর্জ্জন করে উঠল জগদীশরায়ের হাতের পিস্তল। নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করল লোকেশ। রাজকন্যা সাবিত্রী হল নিরাশ্রয়। তারপর? ভিখারিণী রাজকন্যার কোলে এল বিজয়। লোকেশের চক্রান্তে রাজা হল রাজ্যহারা। ভিখারী রাজা রাজকন্যাকে দিলেন আশ্রয়। দস্যু তালাদ রহিম মানুষের ধর্ম্ম ফিরে পেল। বিজয়ের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে নবাব মীরজুমলা দিলেন রাজসনদ। অভিষেককালে ছুটে এল ধ্বংসের বজ্র—রক্তস্রোতে ভেসে গেল রাজসিংহাসন। বিজয়ের বাঞ্ছিত হাসির হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল? কোন স্রোতে ভেসে গেল সাবিত্রীর সৌভাগ্য। মূল্য ৩'০০ টাকা।

ভূমিকা

দুর্দ্ধর্ষ বাহাদুর শার আক্রমণে চিতোর যখন বিধ্বস্ত, এবং রাণা বিক্রমজিৎ পলায়িত, রাণার বিমাতা কর্ণাবতী তখন বাদশা হুমায়ুনের সাহায্য ভিক্ষা করেন। বাদশা সসৈন্যে বাহাদুর শা'র সম্মুখীন হবার আগেই কর্ণাবতী হতাশ হয়ে পুর মহিলাদের নিয়ে জহরব্রতে প্রাণ-বিসর্জ্জন দেন। মরার আগে তিনি তাঁর শিশু পুত্র উদয়কে পান্না ধাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে যান। স্বর্গত রাণা সঙ্গের ভাই পৃথ্বীসিংহের দাসীপুত্র বনবীর ছিল তখন মেবারের শক্তিমান রাজপুরুষ। এই বনবীরের দ্বৈত সত্তা ও উদয়ের শোকাবহ কাহিনীই এই নাটকের উপাদান।

কাব্যে নাটকে ইতিহাসে ধাত্রী পান্নার অভাবনীয় ত্যাগের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। পান্নার মহত্ত্ব, উদয়ের দুর্ভাগ্য, "অস্পৃশ্য" কাড়ু-দারের প্রভুভক্তি সবারই চোখে অশ্রুর বন্যা বহিয়ে দেয়। কিন্তু যার নামে মানুষ শিউরে ওঠে, সেই রাজবংশধর দুর্দ্ধর্ষ বীর জ্ঞানে গুণে গরীয়ান বনবীরের মধ্যে যে একটা সত্যিকার মানুষ ঘুমিয়েছিল, তার কথা কেউ দরদ দিয়ে বিচার করে নি। জন্মের অভিশাপ তার শুভ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছিল। তার জীবনের এই নিরুপায় বেদনাই এই নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু। ভালমন্দ বিচারের ভার নাট্যরসিকদের।

জনতা অপেরা ও নিউ আর্য্য অপেরার কুশলী শিল্পীরা এই নাটকের অভিনয়ে যে আয়াস স্বীকার করেছেন, সে জন্যে তাদের ধন্যবাদ জানাই।

ইতি—

গ্রন্থকার।

[illegible] রচিত

ভাঙাগড়ার খেলা

॥ [illegible] ॥ একটি স্ত্রী চরিত্র ॥

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক

কাজলদীঘির মেয়ে—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। কাল্পনিক নাটক। এ্যামেচার পার্টির জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত। রজনীর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গর্জ্জে উঠল বন্দুক। রক্তে লাল হলো কাজলদীঘির মাটি। রাজা রাজশেখরের লালসার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল দরিদ্রের পর্ণকুটীর। ধর্ষিতা বাল্য বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা ছায়া পণ্যরূপে বিক্রীত হল কাশীর বিখ্যাত বাঈজী রুক্মিণী-বাঈয়ের কাছে। ভাগের অভিশাপে ছায়া হোল সোনালীবাঈ। বিধবার কোলে এল চাঁদের মত শিশু। প্রতিশোধ নেবার আশায় শিশু রজত পালিত হোল সঙ্গীতসুধাকর কালিকিঙ্করের কাছে। সোনালী বাঈয়ের নূপুরনিক্কণে মুখর হয়ে গেল বাঙলা তথা ভারতের রাজা জমিদার ও শ্রেষ্ঠির রঙমহল। তারপর? কালচক্রের গতি ঘুরে গেল। প্রলয় গর্জ্জনে ছুটে এল ভাঙনের ঢেউ—তোলপাড় করে তুলল জীবনের তটভূমি। সোনালীবাঈ রূপসায়রের অধীশ্বরী। আর বকুল এক নরপশুর গলায় মালা পরাল—তার দুচোখে নামল অশ্রুর বন্যা। দুঃখের বন্ধুর পথে হারিয়ে গেল অরুণ আর সুরমা। কুচক্রী হরলাল পেল লোভের সাজা—বকুল ঝরে গেল—উদয় গেল অস্তাচলে। রক্তজবায় রজত করল মাতৃপূজা. দোর্দণ্ডপ্রতাপশালি রাজা রাজশেখরের হিংসানলে পূর্ণাহুতি দিল কাজল দীঘির মেয়ে। মূল্য ৩'০০ টাকা।

রাখী ভাই—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। অম্বিকা নাট্য-কোম্পানীর বিজয়-দুন্দুভি। রাণা বিক্রমজিৎ মেরুদণ্ডহীন, দুর্দ্ধর্ষদস্যু বাহাদুর শা। নিরুপায় রাণী বাদশা হুমায়ুনকে পাঠিয়ে দিলেন রাখী, অনুরোধ করলেন রাখী-বোনের রাজ্য রক্ষা করতে। এরই মধ্যে কামান গর্জ্জে উঠলো। হাজার হাজার রাজপুতের মাথা রণক্ষেত্রে গড়িয়ে পড়ল। কোথায় হারিয়ে গেল তোর-মান, মূর্খ দেবল, আর কত শত দেশভক্ত রাজপুত। বাদশা যখন শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করে রাজপ্রাসাদে এলেন, রাখী-বোন তখন মৃত্যুর কবলে। মূল্য ৩'০০ টাকা।

বিল্ব মঙ্গল শ্রীব্রজেন দে'র চল্লিশ বছরের সাধনার অমৃতফল। যাঁরা দেখেন নাই, যাত্রাজগৎ তাঁদের কাছে অদৃশ্য রয়ে গেছে। যাত্রার ত্রিশ বছরের ইতিহাসকে এ নাটক পেছনে ফেলে গেছে। গণিকাসক্ত এক ব্রাহ্মণকুমারের শোচনীয় অধঃপতন, গণিকা চিন্তামণিকে অবলম্বন করে নিখিলের চিন্তামণির জন্য ব্যাকুলতা, মাতাল দুশ্চরিত্র যুবকের ভগবৎ কৃপালাভ। তার সঙ্গে আছে সমাজের নিষ্করুণ অনুশাসনের লোমহর্ষণ চিত্র, আর আছে শয়তানের পার্শ্বে দেবতা, অন্ধকারের পার্শ্বে অপরূপ আলোর ছটা! নাট্য রসিকেরা রায় দিয়েছেন,—বিল্ব মঙ্গল সর্ব্বকালের নাটক। দাম ৩'০০ টাকা।

পরিচয়

—পুরুষ—

বিক্রমজিৎ	...	...	চিতোরের রাণা।
উদয়	...	...	ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
রত্ন সিং	...	...	চন্দাবৎ সর্দ্দার।
দলপৎ সিং	...	...	শক্তাবৎ সর্দ্দার।
দুর্জ্জয়	...	...	রত্ন সিংহের পুত্র।
আশা শা	...	...	কমলমীরের দুর্গপতি।
মহানাদ	...	...	ঐ পিতা।
বিনায়ক	...	...	মহানাদের কনিষ্ঠ পুত্র।
বনবীর	...	...	শীতলসেনীর পুত্র।
পুরন্দর	...	...	বনবীরের মাসতুত ভাই
কাঞ্চন	...	...	পান্নার পুত্র।
গিরিধারী	...	...	ঝাড়ুদার।

সুমন্ত্র, উদাসী।

—স্ত্রী—

কর্ণাবতী	...	...	চিতোরের রাণী।
পান্না	...	...	রাজবাড়ীর ধাত্রী।
শীতলসেনী	...	...	পরলোকগত রাজভ্রাতা পৃথ্বীরাজের দাসী।
মেদিনী	...	...	বনবীরের স্ত্রী।

চিতোরলক্ষ্মী, পুরাঙ্গনাগণ, মঙ্গলাচারিণীগণ।

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক

দেশের ডাক—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে'র দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত। ক্ষুদ্র মিথিলার সঙ্গে বিশাল বাদশাহী সেনার সংগ্রামের কাহিনী। "দেশের ডাক অতি সাম্প্রতিক কালের একটি বিশিষ্ট ঘটনার স্বচ্ছতম দর্পণ। দৃশ্যে দৃশ্যে উন্মোচিত হয়েছে হানাদারী বর্ব্বরতার স্বরূপ, সঙ্কটকালের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের তীব্র মনোবল, আর দেশাত্মবোধের সার্থক মূল্যায়ন করে নাট্যকার বলেছেন, এই দেশ ও মাটি মায়ের অধিক।··· দৃশ্যে দৃশ্যে চমক, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ, আর দেশপ্রেমের গানে ভরপুর। সর্ব্বাধুনিক পালাগান এই 'দেশের ডাক'। মূল্য ৩'০০ টাকা।

নাজমা-হোসেন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। "সাঁঝের আসর" ও অম্বিকা নাট্যের বিজয়-নিশান। বাঙ্গালী জাতির নব জাগরণের বিস্ময়কর নাট্যরূপ। হাবসীর অত্যাচারে জর্জরিত বাংলারমহা-শ্মশানে কোন দরদীর জীয়ন কাঠির স্পর্শে প্রাণের স্পন্দন জেগেছিল? সুবুদ্ধিরায়ের বান্দা এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী মুসলমানের প্রাণে বাঁদী নাজমা জেলে দিয়েছিল রঙিন চেরাগ। বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে মহাবিপ্লবের অধ্যায় সুরু হল। স্রোতের ফুল মদিরা কোন্ ঘাটে কূল পেল? ধর্ম্মত্যাগী সিরাজ আর হাবসী জল্লাদ আফজল কি দিয়ে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করল? পড়ুন, হাসি-কান্নায় অবগাহন করুন। মূল্য ৩'০০

শেষ অঞ্জলি—ব্রজেন দে'র ঐতিহাসিক নাটক। তরুণ অপেরার যশের হিমালয়। মাড়বারের উপর দিল্লীর আকস্মিক আক্রমণ, মাড়বারপতির বিরুদ্ধে তাঁর পিতৃব্যের ঘরভেদী চক্রান্ত--রাজভক্ত প্রতাপসিংহের দেশের কল্যাণে সর্ব্বস্ব বলিদান। দেশের ডাকে বিবাহ অসম্পূর্ণ রেখে দেশভক্ত দলীপ সিং ঝাঁপ দিল রণসমুদ্রে। পাশা উল্টে গেল। বাদশাহী সেনায় উঠল নাভিশ্বাস। বেইমানের ছুরি তাকে ধরাশায়ী করল। শ্মশানের শয্যায় বিবাহ সম্পূর্ণ হল। দেশের ডাকে বুকের রক্ত ঢেলে শেষ অঞ্জলি দিয়ে গেল দেশের সন্তান। ৩'০০

পথের শেষে—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। রাজার দুলাল জীবন আর সর্ব্বহারা প্রতিমা প্রকৃতির খেয়ালে বিবাহ বন্ধনে বন্দী। পিতৃপরিত্যক্ত জীবন বউকে নিয়ে শান্তির নীড় বাঁধল যখন নবীবপুরে,—নিয়তি অট্টহাসি হাসল। ভিখারিণী মা'র কোলে রাজবংশধর! রূপলালসার বহ্নিশিখা এল মাকে গ্রাস করতে। তারপর? কোথায় গেল তারা?···প্রতিমা পাগল, জীবন গতজীবন, ফুলের তোড়া শুকিয়ে গেছে। কোথায় গেল মানসীর ফণা, চিত্তরায়ের লাম্পট্য, নিশুম্ভের ছল চাতুরী? পথের বাঁকে না পথের শেষে? মূল্য ৩'০০ টাকা।

উদয়ের মা

সূচনা।

চিতোর—রাজপ্রাসাদ।

[নেপথ্যে কামানগর্জ্জন ও জয়ধ্বনি—আল্লা হো আকবর।
আল্লা হো আকবর। এমনি সময় শঙ্খনাদ হইল।]

গীতকণ্ঠে পুরাঙ্গনাগণ প্রবেশ করিল।

পুরাঙ্গনাগণ। **গীত।**

ও মা, প্রণাম রহিল ধূলিতে!
তোমার ছবিটি এঁকে নিয়ে যাই হৃদয়ে রক্ত তুলিতে!
চাহি নি স্বর্গ, চাহি নি মোক্ষ, তোমারেই ভালবেসেছি,
তোমারি দুঃখে কেঁদেছি, তোমার সুখে সম্পদে হেসেছি,
শ্মশান আজিকে তুমি মা,
জননি জনমভূমি মা,
কাজ কি জীবনে? ডাকিছে মরণ বিজিতের ব্যথা ভুলিতে।

কর্ণাবতীর প্রবেশ।

কর্ণাবতী। প্রণাম কর পুরনারীগণ, প্রণাম কর তোমাদের জন্মভূমিকে। চিতোরের পবিত্র ধূলি অঙ্গে মেখে নাও। ওই বৈশ্বানর লেলিহান রসনা বিস্তার করে আমাদের চিতায় ঝাঁপ দিতে ডাকছে। পট্টমহারাণী জহরবাঈ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, যুবরাজ বিক্রমজিৎ কোথায় চলে গেছে, কেউ জানে না। সর্দ্দারেরা একে একে অনেকেই

বীরের শয্যা লাভ করেছেন। বাহাদুর শা আসছে প্রাসাদ অধিকার করতে। বর্ব্বর বাহাদুর শা শুধু চিতোর সিংহাসন অধিকার করেই ক্ষান্ত হবে না। পুরাঙ্গনাদের বন্দী করে চরম লাঞ্ছনার পঙ্ক কুণ্ডে নিক্ষেপ করবে। তার আসবার আগেই আমাদের দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হক।

পুরাঙ্গনাগণ। [শঙ্খধ্বনি]

কর্ণাবতী। সিঁদুর পর মা, ভাল করে সিঁদুর পর। [প্রত্যেকের সিঁথিতে সিঁদুর পরাইয়া দিলেন] মরার আগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর,—আবার যেন আসি আমরা এইখানে, এই চিতোরের মাটিতে। আমাদের স্বর্গের ঘরে যে জল্লাদ এমনি করে মৃত্যুর হাহাকার নিয়ে এসেছে, ঐশ্বর্য্য যেন তার কাল হয়, সাম্রাজ্য লোভ যেন তার অপঘাত মৃত্যু নিয়ে আসে। [পুরাঙ্গনাগণের শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান।] কেন চোখে জল আসছে? মনে হচ্ছে যেন উদয় ঘুম ভেঙ্গে উঠে আমায় "মা মা" বলে ডাকছে।

গিরিধারীর প্রবেশ।

গিরিধারী। মা,—

কর্ণাবতী। কাঁদছ কেন গিরিধারি? গুর্জ্জরের সুলতান চিতোর আক্রমণ করেছে, রাণা বিক্রমজিৎ তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে গেছে, চিতোরের দুর্দ্দশার কথা একবার চিন্তা করলে না, রাজমাতা জহরবাঈ নিজে যুদ্ধ করে প্রাণ দিলেন, তবু সে কুলাঙ্গার অস্ত্র ধরে বাহাদুরশার গতিরোধ করলে না। চিতোরের সিংহাসন অধিকার করতে তারা আসছে। প্রাসাদে তার বিমাতা কর্ণাবতী আছে, ভাই উদয় —ছ, অসংখ্য পুরনারী আছে,—কারও জন্যে বিক্রমজিতের

বাব- রাজবংশধর কোথায় গেল গেছে। কোথায় পথের বাঁকে মা

প্রাণ কাঁদল না। তুমি রাজবাড়ীর সামান্য ঝাড়ুদার, তুমি আমাদের জন্যে চোখের জল ফেলছ?

গিরিধারী। রাণী মা, কেন তোমরা মরতে চলেছ? এখনও ত আমরা হেরে যাইনি। চন্দাবৎ সর্দ্দার, শক্তাবৎ সর্দ্দার, বুন্দি, ঝালওয়ারের সামন্ত রাজারা এখনও বাহাদুর শা'র সঙ্গে যুদ্ধ কচ্ছে।

কর্ণাবতী। আর একদিন গিরিধারি। একদিন পরে কেউ থাকবে না। তখন আর জহর ব্রতের অবসরও আমরা পাব না। বিধর্ম্মীর হাতে তোমার মনিবের বংশের পুরনারীরা লাঞ্ছিত হবে, একথা তুমি কল্পনা করতে পার গিরিধারি?

গিরিধারী। তা পারি না সত্যি। কিন্তু তুমি ত বাদশা হুমায়ুনের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছ। বাদশা নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করতে আসছেন।

কর্ণাবতী। এতদিনেও যখন আসেন নি, তখন আর আসবেন না। যাও না গিরিধারি, আমাদের যাত্রাপথ অশ্রুজলে কলঙ্কিত করো না।

গিরিধারী। কেন আমায় ডেকেছ বল।

কর্ণাবতী। গিরিধারি, আমার ঘরে উদয় ঘুমুচ্ছে। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। আমি তাকে রেখে উঠে এসেছি।

গিরিধারী। এও তুমি পারলে? তুমি মা না রাক্ষুসী? এতটুকু ছেলেকে ফেলে রেখে তুমি মরতে চাও? মরণটা কি তোমার পালিয়ে যাচ্ছে? দাদাভাই ভাল হয়ে উঠুক, তারপর মরতে পারবে না?

কর্ণাবতী। না গিরিধারি, এতগুলো পুরনারীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে আমি বেঁচে থাকব, এ অধর্ম্ম আমি করতে পারব না।

গিরিধারী। না পার মর গে যাও, আমাকে ডেকেছ কেন?

কর্ণাবতী। উদয়ের কাছে তুমি থাক গিরিধারি। জেগে উঠলে তাকে নিয়ে তুমি মেবার ছেড়ে চলে যেও। আমার মৃত্যুর কথা তাকে জানতে দিও না। বড় হয়ে যখন জানবে, তখন যেন আমার নাম করে গয়ায় পিণ্ডদান করে। যাও বাবা যাও,—আমি তার পাশ থেকে উঠে এসেছি,—হয়ত এখনি সে জেগে উঠবে।

গিরিধারী। এ ভার আমি নিতে পারব না মা। আমার কুঁড়ে ঘরে একটা দিনও রাজপুত্রকে লুকিয়ে রাখবার জায়গা নেই। কার কাছে রাখব? কে ওকে দেখবে? বউটা অজাত, শুধু টাকা চেনে, টাকার লোভে সেই হয়ত বাহাদুর শা'র হাতে ওকে তুলে দেবে।

কর্ণাবতী। তবে থাক, যা হয় হক, আমি আর ভাবতে পারি না। স্বর্গ থেকে মহারাণা আমায় ডাকছেন। ওই চিতার চারিদিকে পুরনারীরা সমবেত হয়েছে, আমি গেলে সবাই জহর-ব্রত উদ্যাপন করবে। ভগবান্, তোমারি করুণার দ্বারে উদয়কে আমি রেখে গেলাম,—ইচ্ছা হয় রক্ষা করো, না হয় যমের মুখে তুলে দিও। [প্রস্থানোদ্যোগ]

উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। মা, মা,—

কর্ণাবতী। বাবা,—সোনা আমার, মানিক আমার, কেন তুমি উঠে এলে? তুমি যে অসুস্থ। যাও যাও, শুয়ে থাক গে। একাধারে যিনি পিতামাতা সর্ব্বদুঃখবিনাশন সর্ব্ব বিপদভঞ্জন যিনি, এক-মনে তাঁকে ডাক, তিনিই তোমাকে অকূলে কূল দেবেন।

গিরিধারী। ছাই দেবে। ভগবান্ আছে না কি?

উদয়। তুমি কোথায় যাচ্ছ মা? অমন করে সিঁদুর পরেছ কেন? পায়ে অত আলতা দিয়েছ কেন? কেন ঘন ঘন শাঁখ বাজছে? কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কিসের জন্যে? আমার বড় ভয় কচ্ছে।

কর্ণাবতী। ভয় কি? রাজপুতের ছেলে তুমি, ভয় তোমার সাজে না বাবা। তোমার পিতা আমায় ডাকছেন, আমি তাঁর কাছে চলেছি, আমায় বাধা দিও না। মা কারও চিরদিন থাকে না। একদিন ত চলে যেতেই হবে। দুদিন আগে আর পরে। রুগ্ন অসহায় শিশুকে ফেলে চলে যেতে আমারই কি কষ্ট হচ্ছে না? কি করব বল্। বিধর্ম্মীর হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে এই ভাল, এই ভাল।

উদয়। ও কি! আগুন জ্বলছে কেন? ও, বুঝতে পেরেছি—এ তোমাদের জহর ব্রত! গিরিধারি, তাই তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে?

গিরিধারী। না না, কে বললে? চোখের জল পড়বে কেন? তোমার মা আমার কে? আজ তোমাদের চাকরি কচ্ছি, কাল বাহাদুর শা'র চাকরি করব। তোমার রাক্ষসী মা আগুনে পুড়ে মরুক কি জলে ডুবে মরুক, আমার তাতে কি? আমি চললুম।

কর্ণাবতী। গিরিধারি, রাজভাণ্ডার খুলে দিয়েছি, যত সোনাদানা বইতে পার নিয়ে যাও।

গিরিধারী। ওঃ—ঢালাও হুকুম দিয়ে দিলে, সোনাদানা নিয়ে যাও। তোমার বাপকে এ কথা বলতে পারতে? খালি সোনা-দানার জন্যেই তোমাদের কাছে পড়ে আছি, না? ছেলেরা আমাকে খেতে দিতে পারে না? মেয়েরা আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে

দেয়? তুমি ছোটলোক, তুমি নিষ্ঠুর, তুমি কসাই। চাইনে তোমার মুখ দেখতে।

[উদয়ের হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যোগ।

উদয়। আমি যাব না, মাকে ছেড়ে কোথাও যাব না আমি।

গিরিধারী। তবে ধরে রাখ দাদাভাই মাকে ধরে রাখ। আমার মন বলছে, এ মেঘে বিষ্টি হবে না। বাদশা নিশ্চয়ই আসবে। হয়ত এসে পড়েছে, আমরা টের পাচ্ছি না। তাকে দেখলেই বাহাদুর শা ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে। হেই মা, দোহাই মা, তোমরা আগুনে ঝাঁপ দিও না। বাদশা যদি খাঁটি মোছলমান হয়, সে আসবে না, তার বাবা আসবে।

[প্রস্থান।

কর্ণাবতী। পালা উদয় পালা; চিতোরে আর তোর কেউ নেই। যে দিকে দুচোখ যায়, ভগবানের নাম করতে করতে চলে যা।

উদয়। আমি যাব না, তুমি যদি মর, আমিও তোমার সঙ্গে মরব।

কর্ণাবতী। না বাবা না; বিক্রমজিৎ আছে কি না জানি না, তুমি রাজবংশধর, তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। চিতোরের সিংহাসনে তুমি হবে একদিন মহারাণা। সেদিনের জন্য যেমন করে হক তোমাকে আত্মরক্ষা করতেই হবে। আমার পথ মৃত্যুর পথ, তোমার পথ জীবনের পথ। যাও, আমার আশীর্ব্বাদ তোমার পেছনে রইল উদয়।

পান্নার প্রবেশ।

পান্না। এসব কি শুনছি রাণী মা?

কর্ণাবতী। এই যে পান্না, এতদিন পরে তুমি এলে? তোমার কথাই আমার এতক্ষণ মনে হচ্ছিল। ওই দেখ, দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছে। পুরনারীরা আমারি অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমি অপেক্ষা করতে পাচ্ছিনা। যাবার সময় একটা গুরুভার তোমায় দিয়ে যাচ্ছি।

পান্না। কি ভার মহারাণি?

কর্ণাবতী। আমার উদয়কে তোমার হাতে রেখে যাচ্ছি, তোমার নিজের ছেলের সঙ্গে তুমি ওকে মানুষ করো।

পান্না। এ গুরুভার আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তুমি সরে যেতে চাও? তা হবে না। তুমি না থাকলে তোমার ছেলেকে মানুষ করবার সাধ্য কার আছে মহারাণি?

কর্ণাবতী। শুধু তোমারই আছে, আর কারও নেই। এই নাও পান্না, হাত ধর। আমার অভাব ওকে জানতে দিও না। আজ হতে তুমিই উদয়ের মা। [প্রস্থানোদ্যোগ]

উদয়। মা,—[অঞ্চল ধারণ]

কর্ণাবতী। বাবা! পাষাণে বুক বেঁধে তোমায় রেখে চলে যাচ্ছি। পান্নাকে মা বলে মনে করো, গিরিধারীকে আত্মীয় জ্ঞানে ভালবেসো। বাদশা হুমায়ুনের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলো,—বাদশাহীর অহঙ্কারে তুমি রাজপুতানীর রাখী উপেক্ষা করেছ, মনে রেখো মুঘল,—তোমার বংশ যতদিন দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করবে, ততদিন রাজপুত জাতির সঙ্গে তাদের শত্রুতার অবসান হবে না।

পান্না। পায়ের ধূলো দাও মা; আশীর্ব্বাদ কর, তোমার দেওয়া গুরুভার বহন করতে আমি যেন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত না হই। [প্রণাম]

কর্ণাবতী। সুখী হও, মানুষের মত মানুষ হও।

[উদয়কে চুম্বন করিয়া প্রস্থান।

নেপথ্যে জয়ধ্বনি। আল্লা হো আকবর।

উদয়। মা,— [প্রস্থানোদ্যোগ]

পান্না। ওদিকে নয় উদয়, আমার বুকে এস। কেঁদো না মানিক; তুমি যে রাজপুত, তোমার চোখে জল থাকতে নেই, থাকবে শুধু আগুন। যারা তোমাদের সুখের ঘর শ্মশান করেছে, তাদের তুমি কোনদিন ক্ষমা করো না!

উদয়। **গীত।**

জননি, আবার আসিও:
মেবারের এই তীর্থের মাটি বারে বারে ভালবাসিও।
পরপদানত বিজিত যে জাতি রেখে গেলে ম্রিয়মান,
তাদের শ্রবণে গাহিও আবার তুমি জাগরণী গান;
আবার উর্দ্ধে তুলিব শির প্রাণ পাবে দেহ মহাজাতির,
কাঁদিয়া গিয়াছ মরণের লোকে, সেদিন আবার হাসিও।

[নেপথ্যে শঙ্খনাদ]

পান্না। ওই শেষ হয়ে গেল উদয়। হিংসার তপ্ত নিঃশ্বাসে রাজোদ্যানের হাজার হাজার সুগন্ধি গোলাপ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

[নেপথ্যে কামান গর্জ্জন]

গিরিধারীর প্রবেশ।

গিরিধারী। মা, মা, রাণী মা কোথায়? পান্নামাসি রাণী মা কোথায়?

পান্না। ওই শ্মশানের চিতায়।

গিরিধারী। ওঃ—আর একটু আগে যদি আসতে পারতুম। সব গেল, সব শেষ হয়ে গেল?

পান্না। কি হয়েছে গিরিধারি?

গিরিধারী। আমার কপালে পাথর ছুঁড়ে মার পান্নামাসি? কেন আমি উড়ে এলুম না? সব ছাই হয়েছে মাসি, সব ছাই হয়ে গেল? এর কোন দরকার ছিল না। বাদশা এসেছে।

পান্না। বাদশা এসেছেন?

গিরিধারী। তাঁরই সৈন্যেরা কামান দাগছে, তারাই জয় দিচ্ছে। বাহাদুর শা পালিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরই জয় হয়েছে পান্নামাসি, বল,—আমরা হাসব না কাঁদব? আমাদের মা মরেছে, আমাদের জয় হয়েছে। কোন্‌টা বড়?

পান্না। বড় মায়ের অন্তিম আদেশ। মা বলে গেছেন, সর্ব্বস্ব দিয়েও এই শিশুকে যেন আমরা বাঁচিয়ে রাখি। গিরিধারি, আজ হতে আমাদের অন্য চিন্তা নেই, শুধু এই এক চিন্তা—উদয় মানুষ হবে, সোনার মেবার আবার ধনধান্যে ভরে উঠবে।

গিরিধারী। চোখের জল মুছে ফেল দাদাভাই। মা তোমার মরে নি, পান্নামাসীর বুকের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

পান্না। ঠিক বলেছ গিরিধারি। মা বলে গেছেন,—আজ থেকে আমিই উদয়ের মা।

[উদয়ের হাত ধরিয়া প্রস্থান, পশ্চাৎ গিরিধারীর প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনবীরের গৃহ।

গীতকণ্ঠে উদাসীর প্রবেশ।

উদাসী। গীত।

ও যশোদা শোন্
কানুরে তুই দিস নে যেতে এক পা ছেড়ে বৃন্দাবন।

শীতলসেনীর প্রবেশ।

আসছে রে দূত সোনার রথে,
শুনে এলাম পথে পথে,
মথুরাতে রাজা হতে নিয়ে যাবে কৃষ্ণধন।
লুকিয়ে রাখ বুকে বেঁধে,
মরে যাবি কেঁদে কেঁদে,
রাজা হলে হারিয়ে যাবে অথৈ জলে তোর রতন।

শীতল। চলে যাচ্ছ ঠাকুর?

উদাসী। হ্যাঁ মা, তিনরাত্রি আমাদের কারও ঘরে থাকতে নেই। তোমার সেবায় বড় পরিতুষ্ট হয়েছি।

শীতল। কই, বর ত দিলে না।

উদাসী। কি বর চাও?

শীতল। অতুল ঐশ্বর্য্য দিতে পার?

উদাসী। পারি। কিন্তু অর্থ অনর্থের মূল। এ বর তুমি চেয়ো না মা। অন্য বর প্রার্থনা কর।

শীতল। তবে যাও, অন্য বর আমি চাই না। আমি সোনার থালায় রাজভোগ খেতে চাই, হাজার হাজার মানুষকে অঙ্গুলিহেলনে শাসন করতে চাই। যারা আমাকে ঘৃণা করে, তাদের মাথায় আমি পদাঘাত করতে চাই।

উদাসী। তাতে সুখ পেতে পার, কিন্তু শান্তি পাবে না।

শীতল। চাই না শান্তি, আমি সুখের চরম শিখরে উঠতে চাই।

উদাসী। তবে এই মাদুলিটা রেখে দাও; আগামী অমাবস্যার রাত্রিতে তোমার পুত্রকে এ মাদুলি ধারণ করতে বলো। এ মাদুলি যে ধারণ করবে, সে হবে রাজা; যতদিন ধারণ করবে, ততদিন সে অপরাজেয়।

শীতল। অসীম করুণা তোমার ঠাকুর।

উদাসী। তবু আবার বলছি ছেলেকে তুমি রাজা হতে দিও না। বাঘ যদি একবার রক্তের স্বাদ পায়, আর তাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। সাবধান, সুখের জন্য শান্তি বিসর্জ্জন দিও না।

[প্রস্থান।

শীতল। সুখের জন্য শান্তি বিসর্জ্জন! মূর্খ ব্রাহ্মণ! সুখ যেখানে, শান্তিও সেখানে। এইবার দেখব কেমন রাণা বিক্রমজিৎ, আর কত স্পর্দ্ধা চন্দাবৎ সর্দ্দার রত্নসিংহের।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। মা,—

শীতল। কে? বনবীর? কখন এসেছ? বিক্রমজিৎ কেন ডেকেছিল বাবা?

বনবীর। মা, তিনদিনের মধ্যে আমাদের এ প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

শীতল। প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে! কে বললে?

বনবীর। মহারাণা বিক্রমজিৎ।

শীতল। একথা সে তোমার মুখের দিকে চেয়ে অম্লান বদনে বলতে পারলে? প্রাসাদ ছেড়ে কোথায় যাব, তা কিছু বললে?

বনবীর। বললেন,—যেখানে ইচ্ছা চলে যাও; মেবারের মাটিতে আর তোমাদের স্থান হবে না।

শীতল। কেন? কি আমাদের অপরাধ?

বনবীর। তিনি বললেন, আমিই না কি তাঁর বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহী করে তুলেছি। ভগবান্ জানেন, কোনদিন স্বপ্নেও আমি তাঁর অনিষ্ট কামনা করি নি। তাঁর নিজের নিষ্ঠুর ব্যবহারে তিনি প্রজাদের মন বিষিয়ে তুলেছেন, সর্দ্দারদের করে তুলেছেন বিদ্রোহী। আমি কখনও তাঁর কাছে কোন অভিযোগ করি নি। তবু তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস, আমিই তাঁর হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নেবার জন্য ষড়যন্ত্র কচ্ছি।

শীতল। এত বড় মিথ্যা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে মেবারের রাণা বিক্রমজিৎ সিংহাসন শুদ্ধ মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে গেল না? ধর্ম্ম কি নেই?

বনবীর। কলিযুগে ধর্ম্ম বোধহয় নেই মা, ভগবান্ বোধহয় ঘুমিয়ে আছেন। সম্রাট হুমায়ুন বাহাদুর শা'কে হটিয়ে দিয়ে যখন চিতোরের সিংহাসনে শিশু উদয়কে বসাবার আয়োজন কচ্ছিলেন, আমিই তখন

অনাহারে অনিদ্রায় তিনদিন অনুসন্ধান করে এই বিক্রমজিৎকে নিয়ে এসেছিলাম। তাই তিনি আজ মেবারের রাণা। নইলে মেবারের সিংহাসনে বসে থাকত রাণা সংগ্রাম সিংহের শিশুপুত্র উদয়সিংহ, আর বিক্রমজিৎ হতেন তার বেতনভোগী ভৃত্য।

শীতল। তুমি একথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে?

বনবীর। তাই কি দিতে পারি? তিনি যে বড় ভাই।

শীতল। সে তোমার বড় ভাই, কিন্তু তুমি তার কেউ নও। তোমাকে আমি শিব গড়তে চেয়েছিলাম। তুমি নিজের দুর্বুদ্ধির বশে শব হয়ে রইলে। নিজের ভাল পশুতেও বোঝে, কিন্তু তুমি তা কখনও বুঝলে না। তা যদি বুঝতে, এ সিংহাসনে আজ বিক্রমজিৎ বসত না, বসতে তুমি।

বনবীর। এ তুমি কি বলছ? ছি মা, ও কথা বলতে নেই।

শীতল। কেন বলতে নেই? সেদিনও এমনি করে তুমি আমার মুখে হাতচাপা দিয়েছিলে। বাদশার অভিপ্রায় ছিল তোমাকেই চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে যান। তুমি মহত্ত্ব দেখিয়ে অপদার্থ বিক্রমজিৎকে ডেকে নিয়ে এলে। পেয়েছ মহত্ত্বের মূল্য?

বনবীর। মহত্ত্ব কোথায় দেখলে মা? আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র তিনি, সিংহাসন তাঁরই প্রাপ্য।

শীতল। না না, কিসের প্রাপ্য তার?

বনবীর। ভুলে যাচ্ছ কেন মা? রাণার জ্যেষ্ঠপুত্রই রাণা হয়, এই মেবারের চিরাচরিত প্রথা।

শীতল। উচ্ছন্ন যাক প্রথা। যুদ্ধের সময় যে প্রজাদের শত্রুর

কবলে ফেলে পালিয়ে যায়; চিতোরের সিংহাসনে তার কোন অধিকার ছিল না।

বনবীর। তাও যদি হয়, তাতেই বা তোমার কি লাভ হত মা? বিক্রমজিৎ সিংহাসনে না বসলে শিশু উদয় রাণার আসন গ্রহণ করত, আবার আসত বাহাদুর শার সৈন্যদল,—আবার মানুষের রক্তে চিতোরের মাটি লাল হয়ে যেত,—বাইরের শত্রু ঘরের শত্রুর আক্রমণে মেবার ধ্বংস হয়ে যেত।

শীতল। তোমার বুদ্ধি হবে আমি মরে গেলে।

বনবীর। এই সোজা কথাটা বুঝতে বুদ্ধির কি প্রয়োজন?

শীতল। তারা মহারাণার পুত্র বলেই কি সিংহাসনে শুধু তাদেরই অধিকার? একটা শিশু, আর একটা মদ্যপায়ী মূর্খ অপরিণামদর্শী—তবু চিতোরের ভাগ্য বিধাতা তারাই হবে, আর তুমি চিরদিন তাদের মুষ্টি ভিক্ষা নিয়ে জীবন ধারণ করবে? কেন, রাজমুকুট তোমার মাথায় মানায় না?

বনবীর। চুপ, চুপ; একথা আর কখনও মুখে এনো না মা। মহাপাপ হবে। প্রাচীর গুলো ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

শীতল। কেন? রাণা সঙ্গের পুত্র তারা, তুমিও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র।

বনবীর। পুত্রের চেয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রের দাবী বেশী নয়।

শীতল। মহাভারত পড় নি? বড় ভাই ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলে ছোট ভাই পাণ্ডু যদি রাজা হতে পারে, তাহলে পুত্র অযোগ্য হলে ভ্রাতুষ্পুত্রও সিংহাসনের অধিকার পেতে পারে।

বনবীর। বুঝেছি মা, এই জন্যই রাণার চোখে আমি রাজদ্রোহী। তুমি এ অসঙ্গত কল্পনা মনের মধ্যে গোপন করে রাখ নি, বাইরেও প্রকাশ করেছ।

শীতল। বেশ করেছি।

বনবীর। তাই মহারাণা আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়েছেন। চল মা, মেদিনীকে ডাক, আর আমরা এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকব না।

শীতল। নিশ্চয়ই থাকব। এখান থেকে এক পা-ও আমরা নড়ব না।

বিক্রমজিতের প্রবেশ।

বিক্রম। তাহলে আমার সৈন্য সামন্তেরা তোমাদের জোর করে রাজ্যের সীমা পার করে দিয়ে আসবে।

বনবীর। তুমি আবার এখানে কেন এলে দাদা?

বিক্রম। আবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে এলাম, তিনদিন পরে রাজপুরুষেরা এ প্রাসাদ অধিকার করবে।

শীতল। কার প্রাসাদ মহারাণা?

বিক্রম। আমার।

শীতল। হিসাব খুলে দেখ দেখি, এই প্রাসাদ আর এর সংলগ্ন ভূমির জন্য আজ পর্য্যন্ত কটা কপর্দ্দক রাজকর পেয়েছ।

বিক্রম। যে অনুগ্রহ এতদিন করেছি, আজ আর তা করব না।

শীতল। তুমি অনুগ্রহ করবার কে? কে চায় তোমার অনুগ্রহ? অনুগ্রহ তোমাকেই করেছে আমার ওই নির্ব্বোধ সন্তান, —তাই তুমি আজ মেবারের মহামান্য রাণা।

বিক্রম। বটে! আমাকে অনুগ্রহ করেছে কোথাকার কে বনবীর?

বনবীর। যাও দাদা, তুমি যাও। মা ভুল বলেছেন। আমি তোমার ছোট ভাই, তোমার চরণের রেণু। তোমাকে অনুগ্রহ

আমি কি করব দাদা? আমরাই তোমার অনুগৃহীত। কোনদিন আমি তা ভুলে যাইনি। বিশ্বাস কর, তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা দূরের কথা, তোমার অমঙ্গলের কল্পনাও আমি কখনও করি নি।

বিক্রম। অভিনয় থাক্‌। মনে থাকে যেন আমার আদেশ,—

শীতল। তোমার আদেশ শুনবে তোমার চাটুকারেরা আর রাজকর্ম্মচারীরা। বনবীর তোমার চাটুকারও নয়, কর্ম্মচারীও নয়।

বনবীর। না,—

শীতল। আর এ প্রাসাদের উপর তোমার কোন অধিকারও নেই। তোমার স্বর্গগত পিতা এ প্রাসাদ আর এর সংলগ্ন নিষ্কর ভূমি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিনাসর্ত্তে দান করেছেন। দেখতে চাও দানপত্র?

বিক্রম। দানপত্র তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও। তিনি দান করেছেন, আমি প্রত্যাহার করলাম। আমার রাজ্যে রাজদ্রোহীর স্থান হবে না।

বনবীর। রাজদ্রোহী আমি নই। আমার মত রাজভক্ত প্রজা তোমার বেশী নেই।

বিক্রম। রাজভক্ত! আমার বিরুদ্ধে সর্দ্দারদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছে কে?

বনবীর। তুমি নিজে। সর্ব্বজনমান্য চন্দাবৎ সর্দ্দারকে আজই প্রকাশ্য রাজসভায় তুমি বিনা কারণে তরবারির আঘাত করেছ। এই বৃদ্ধ রত্নসিং নিজের জীবন বিপন্ন করে বহুবার মহারাণা সঙ্গকে রক্ষা করেছেন। হিতৈষী সর্দ্দারেরা তোমাকে বার বার সাবধান করেছেন, তুমি তাদের কোন কথা গ্রাহ্য কর নি, বরং তাদের কটূক্তি করে মর্ম্মাহত করেছ।

বিক্রম। উত্তম করেছি। তাদের অপমান তোমার বুকেই বেশী

বেজেছে দেখছি। তোমাকে তারা সিংহাসনের লোভ দেখিয়েছে বুঝি ?

বনবীর। সিংহাসনের লোভ যদি আমার থাকত, তাহলে সেদিন পলায়িত কাপুরুষ বিক্রমজিৎকে আমি মষিকের বিবর থেকে টেনে নিয়ে আসতুম না।

শীতল। তুমি অকৃতজ্ঞ, তাই এত বড় মহত্বের পুরস্কার না দিয়ে এমন ভাইকে নির্ব্বাসিত করতে চাও।

বিক্রম। ভাই! দাসীপুত্র আমার ভাই !

বনবীর। দাসীপুত্র! কে দাসীপুত্র ?

শীতল। বের করে দাও বনবীর, অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বের করে দাও এই মদ্যপায়ী পশুটাকে।

বিক্রম। বেরিয়ে যা দাসি তোর জারজ সন্তানকে নিয়ে। [কশা উত্তোলন]

বনবীর।
শীতল। } রাণা,—

[বনবীর বিক্রমজিতের হাত হইতে কশা কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিল।]

বনবীর। শোন রাণা বিক্রমজিৎ, তোমার সিংহাসন-লাভে সাহায্য করে সেদিন যে ভুল আমি করেছি, আজ আমি তা সংশোধন করব এই তরবারি দিয়ে। না না না, তুমি যাও রাণা, আর এখানে অপেক্ষা করো না।

শীতল। বনবীর!

বিক্রম। রাণার আদেশে এই প্রাসাদ আজই রাজপুরুষেরা অধিকার করবে, এখানে আর একদিনও দাসী আর দাসীপুত্রের স্থান হবে না। [প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। গীত।

করলি কি তুই ও অভাগা, নিজের ভাল বুঝলি না,
পাথর মেরে জাগালি কেন? ঘুমিয়েছিল বাঘের ছা।
ও যে নরক শেয়াল, নরক বোরা,
জানিস না ওর নাইক জোড়া,
ভাঙবে ও তোর দাঁতের গোড়া, কেন দিলি ওর মাথায় পা?

বিক্রম। ভিখারীর কথা শুনবে দাসীপুত্র বনবীর, মহারাণা বিক্রমজিৎ নয়।

[প্রস্থান।

সুমন্ত্র। রাগ করো না দাদা। "নীচ যদি উচ্চ ভাসে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।"

[প্রস্থান।

বনবীর। মা, মাথা নিচু করে রইলে কেন? মুখ তোল মা; আমার বুকে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, বল এ কি সত্যি? তুমি দাসী?

শীতল। স্ত্রী মাত্রই স্বামীর দাসী।

বনবীর। তুমি রাজপুর মহিলা নও?

শীতল। না। আমি দাসী, পিতৃমাতৃহীনা রাজপুতদুহিতা আমি। উদরান্নের জন্ত গণিকাবৃত্তি না করে দাসত্ব করা যদি অপরাধ হয়, আমি অপরাধী পুত্র। আর কিছু জিজ্ঞাস্ত আছে তোমার?

বনবীর। আর একটা কথা মা। তুমি কি আমার পিতার বিবাহিতা স্ত্রী নও?

শীতল। ঢাক ঢোল না বাজিয়ে শাস্ত্রীয় বিধানে মাত্র দুটি

লোককে সাক্ষী রেখে বিবাহ করা যদি ছেলেখেলা না হয়, তাহলে আমার মর্য্যাদা কোন রাজপুত নারীর চেয়ে কম নয়।

বনবীর। মহারাণা সঙ্গের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের বিবাহিতা স্ত্রী তুমি, আমি এদেরই মত রাজবংশধর, তবে কেন আমরা রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে এই নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব পুরীতে বাস কচ্ছি মা?

শীতল। কারণ, এ ছাড়া উপায় ছিল না পুত্র। রাজপ্রাসাদে কেউ আমাদের শান্তিতে থাকতে দেয় নি। রাণীরা কেউ আমার ছায়াও স্পর্শ করত না, আর এই বিক্রমজিৎ তোমাকে দেখলেই গায়ে থুৎকার দিত। একমাত্র মহারাণা সঙ্গ ছাড়া কেউ তোমাকে রাজ-বংশধর বলে স্বীকার করে নি। নগরের এক প্রান্তে এই সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে তিনিই আমাদের নিরাপদে বাস করতে দিয়ে গেছেন।

বনবীর। আর কেউ আমাদের চাইলে না?

শীতল। না। সমগ্র রাজপরিবার বরাবর তোমার ধ্বংস কামনা করেছে। তুমি যাকে ডেকে এনে সিংহাসনে বসিয়েছ, সে তোমার মৃত্যুর জন্যে বহুবার জাল পেতেছে, পারে নি শুধু আমার জন্যে।

বনবীর। কেন, আমার অপরাধ?

শীতল। অপরাধের কি সীমা আছে? একে তুমি দাসীপুত্র, তার উপর গুণগরিমায় তোমার সমকক্ষ মেবারে আজ কেউ নেই। প্রজারা তোমায় ভক্তি করে, সর্দ্দাররা তোমায় স্নেহ করে, আর তাকে করে ঘৃণা। আর দশ জন যুবকের মত তুমি তার তোষা-মোদ করতে শিখলে না, জীবনে সুরা স্পর্শ করলে না, রঙ্গিনীদের নৃত্যগীত তোমার চোখে স্বপ্নের জাল বুনে দিলে না, এ কি একটু-খানি অপরাধ?

বনবীর। মা,—

শীতল। প্রতিশোধ নাও বনবীর। যে পশু তোমার মাকে তোমার চোখের উপর অপমান করেছে, তাকে সিংহাসন থেকে টেনে এনে আবর্জ্জনার পঙ্ক কুণ্ডে নিক্ষেপ কর।

বনবীর। স্থির হও মা। তুমি যে মা; ক্ষমাই তোমার ধর্ম্ম।

শীতল। ক্ষমা! যে রাজবংশ তোমাকে আপন বলে স্বীকার করলে না, তাকে তুমি ক্ষমা করতে বল? না, তা হবে না। যদি মানুষ হও, এই রাজবংশটাকে নির্ম্মূল কর।

বনবীর। আমায় ক্ষিপ্ত করো না মা, আমি পাগল হয়ে যাব।

দলপৎ সিংহের প্রবেশ।

দলপৎ। এই যে বনবীর, আমি তোমার কাছেই এসেছি।

বনবীর। আসুন, আসুন। এ কি সৌভাগ্য আমার। মহামান্য শক্তাবৎ সর্দ্দারের পদধূলি আমার গরীবখানায়! মা, আতিথ্যের আয়োজন কর।

দলপৎ। আতিথ্য থাক, আমাদের এক মুহূর্ত্ত অবসর নেই। শোন শীতলসেনি, শোন বনবীর। মদ্যপায়ী উচ্ছৃঙ্খল বিক্রমজিতের অত্যাচারে মেবারের নাভিশ্বাস উঠেছে। এতদিন আমরা বহুকষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করেছি, কিন্তু আজ আমাদের ধৈর্য্যের সীমা সে লঙ্ঘন করেছে। প্রকাশ্য দরবারে সে চন্দাবৎ সর্দ্দার রত্নসিংকে অকারণ আঘাত করেছে।

বনবীর। আমি নিজেই তা দেখেছি।

দলপৎ। আমরা স্থির করেছি, রাজবংশের কলঙ্ক এই চরিত্রহীন মদ্যপায়ী রাণাকে সিংহাসন থেকে জোর করে টেনে নামিয়ে দেব।

শীতল। বড়ই দুঃখের বিষয়। কিন্তু—

দলপৎ। এর মধ্যে কিন্তু নেই শীতলসেনি। আমরা তিনদিনের মধ্যেই তাকে সিংহাসনচ্যুত করব। সে যদি স্বেচ্ছায় রাজদণ্ড ত্যাগ না করে, আমরা তাকে কারারুদ্ধ করব।

বনবীর। কারারুদ্ধ করবেন! মেবারের মহারাণাকে!

শীতল। উপায় নেই? কর্ত্তব্য চিরদিনই কঠোর।

বনবীর। সর্দ্দারজি,—আর একবার আপনারা ভেবে দেখুন। তাঁকে বুঝিয়ে বললে হয়ত তিনি এখনও নিজেকে সংশোধন করতে পারেন।

দলপৎ। অসম্ভব। সে আজন্ম দুর্ব্বৃত্ত, ভাল হবার তার ইচ্ছাও নেই, শক্তিও নেই। আমরা সবাই একমত হয়েছি, শুধু সর্দ্দার রত্নসিং এখনও সম্মত হন নি। তাঁর সম্মতি পেতে অবশ্য বিলম্ব হবে না।

শীতল। রাণার আসনে কাকে বসাবেন স্থির করেছেন?

দলপৎ। রাণার আসন আপাততঃ শূন্য থাকবে শীতলসেনি। বালক উদয়সিংহ ষোল বছরে পদার্পণ করা মাত্র সেই হবে চিতোরের রাণা। এই ক বছর তার নামে রাজপ্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করবে তোমার পুত্র বনবীর।

বনবীর। আমি! না-না-না, এ আমি পারব না সর্দ্দার। আমায় ক্ষমা করুন। রাজপ্রতিনিধি হওয়া দূরের কথা, রাণার বিরুদ্ধে আমি অঙ্গুলি হেলনও করব না।

শীতল। মহামান্য সর্দ্দারদের কথা তুমি অমান্য করবে?

বনবীর। মা, দোহাই মা তোমার। এ রাজদ্রোহের আগুনে ইন্ধন দিতে তুমি আমায় আদেশ করো না। রাজ্য ঐশ্বর্য্য আমি কিছুই চাই না। তোমাদের নিয়ে আমি দেশান্তরী হব। আমি

যুদ্ধ করতে জানি, অশ্ব চালনা শিখেছি, লিখতে পারি, পড়তে পারি, তোমাদের ভরণ-পোষণ করতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে তুমি আমায় উত্তেজিত করো না। তাতে কারও মঙ্গল হবে না। আমি চিরদিন ছোট হয়েই থাকব, তবু ভাইকে বঞ্চিত করে আমি বড হতে পারব না মা।

শীতল। ভাই! তোমার মাকে যে বলেছে দাসী,—আর তোমাকে বলেছে জারজ, তার জন্যে এত তোমার মমতা, আর মা তোমার কেউ নয়?

বনবীর। মা,—তুমি কি নিষ্ঠুর মা! তুমি কি নিষ্ঠুর!

শীতল। নিষ্ঠুর আমি, না ওই বিক্রমজিৎ?

দলপৎ। বিক্রমজিৎ এখানে এসেছিল না? কেন এসেছিল?

শীতল। এসেছিল আপনারই সন্ধানে। আপনি রাজদ্রোহী, সে আপনাকে বন্দী করবে।

বনবীর। মা!

দলপৎ। বিক্রম আমাকে বন্দী করবে? বেশ, তবে আজ রাত্রেই তার স্থান হবে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। ভেবে দেখ বনবীর, আবার আসব আমি। তুমি রাজবংশধর, রাজপ্রতিনিধি বলে তোমাকেই আমরা বরণ করতে চাই। ভেবে স্থির কর,—স্বর্গে উঠবে না নরকে নেমে যাবে। [প্রস্থান।

বনবীর। এ তুমি কি করলে মা? এমনি করে সর্দার দলপৎ সিংকে ক্ষেপিয়ে দিলে?

শীতল। দিলাম। তুমি কি করবে, তাই বল। তোমার মাকে যে অপমান করেছে, তোমাকে বলেছে জারজ, তার পদলেহন করবে, না অপমানের প্রতিশোধ নেবে?

বনবীর। মা, তুমি আমাকে চেন। আমি যখন চলব, তখন পিছু হটব না; অস্ত্র যখন তুলব, তখন শত্রু না পেলে মিত্রকেও রেহাই দেব না। ভাল করে ভেবে বল কি তোমার আদেশ।

শীতল। আমার আদেশ, তুমি ভাগ্যের এ অযাচিত দান মাথায় তুলে নাও।

[প্রস্থান।

বনবীর। মা,—

পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। দূর বুড়ো খোকা, দিনরাত খালি মা আর মা। আর যেন জগতে লোক নেই। যা বলতে হয়, বউকে বল; আমি ভাই আছি, আমাকে বল।

বনবীর। তোমাকে বলব?

পুরন্দর। ক্ষতিটা কি? মাসতুত ভাই হলেও ভাই ত। আর বিদ্যাবুদ্ধিও যে আমার প্রচুর, তা তুমিও জান, আমিও জানি।

বনবীর। যাও যাও, নিজের কাজে যাও।

পুরন্দর। নিজের কাজ থাকলে ত। বাপ মাকে খেয়ে যেদিন থেকে তোমার কাঁধে ভর করেছি, সেদিন থেকে তোমার কাজই আমার কাজ। তারপর,—কি ঠিক করলে? দলপৎ সিংকে কি বলে দিলে? রাজপ্রতিনিধি হতে তুমি রাজি আছ?

বনবীর। কেন থাকব না? বড় হতে কে না চায়?

পুরন্দর। যে ভদ্রলোক, সে চায় না। আমাকে দেখ না। যুদ্ধবিদ্যাটা ভালই জানি বলতে হবে। কজন রাজার সৈন্যদলে চাকরিও করেছি। যখনই পদোন্নতি হয়েছে, তখনই চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে নিদ্রিত বাঘ, একফোঁটা রক্তের স্বাদ ওকে দিয়েছ কি মরেছ। একদিন দেখবে,—তোমার মাথাটাই নেই। কি হবে দাদা রাজপ্রতিনিধি হয়ে? একবার গদিতে বসলেই রাণা হতে চাইবে।

বনবীর। রাণা হতে চাইব আমি!

পুরন্দর। তুমি না চাও, তোমাকে চাইতে বাধ্য করবে।

বনবীর। কে বাধ্য করবে?

পুরন্দর। তোমার জননী। এ জাতকে তুমি চেন না, আমি চিনি। আমার মা আমার বাবাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে চিতায় তুলে দিয়ে তবে ঠাণ্ডা হয়েছিল। তোমার মাও তোমার মাথাটি আহার করে তবে নিরস্ত হবে। বুঝেছ?

বনবীর। তুমি যাও পুরন্দর, গুরুজনের নিন্দা আমি শুনতে চাই না।

পুরন্দর। রাজপ্রতিনিধি তোমায় হতেই হবে? বৌদির মত নিয়েছ?

বনবীর। না।

পুরন্দর। কেন? তোমাকে আমি হাজারবার বলেছি, ছেলে-মানুষ তুমি—কিছু বোঝ না। যখন যা করবে, বৌদির মত নিয়ে করবে। অথবা তোমার মা যা বলবে, ঠিক তার বিপরীত করবে। কথাটা পছন্দ হয় নি বুঝি?

বনবীর। কেন বাজে কথা বলছ? বিক্রমজিৎকে আমি আর সিংহাসনে বসতে দেব না। মেবারের শাসন-ভার আমাকে হাতে নিতেই হবে। এত স্পর্দ্ধা এই বিক্রমজিতের, আমার মাকে বলে দাসী?

পুরন্দর। দাসীকে দাসী বলবে না ত কি মা-গোঁসাই বলবে?

বনবীর। পুরন্দর!

পুরন্দর। রাগ কচ্ছ কেন দাদা? দাসীপুত্র তুমি, গুণে গরিমায় আজ তুমি সবার নমস্য হয়ে উঠেছ; এই ত তোমার গৌরব। এ গৌরব তুমি ধূলিসাৎ করো না দাদা। বড় হতে গিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ করো না, দুরাকাঙ্ক্ষায় যূপকাষ্ঠে মনুষ্যত্ব বলি দিও না। কথা শোন বাঁচবে, না হয় মরবে।

[প্রস্থান।

বনবীর। দুরাকাঙ্ক্ষা আমার মনুষ্যত্ব গ্রাস করবে! হস্তি-মূর্খ, বনবীর মরবে, তবু অধর্ম্ম করবে না। কে তুমি অট্টহাসি হাসছ? মায়ের আদেশ অমান্য করব? না-না, তা হতে পারে না। অত্যাচারী উচ্ছৃঙ্খল বিবেক বুদ্ধিহীন বিক্রমজিৎ আর দুটো দিন সিংহাসনে বসে থাকলে সমগ্র মেবার শ্মশান হয়ে যাবে। আমার ভুল আমি সংশোধন করব। সারাজীবনের সাধনা দিয়ে আমি শিশু উদয়সিংহকে একটা মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলব, তারপর তার হাতে তুলে দেব মেবারের রাজসিংহাসন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রত্নসিংহের গৃহ।

রত্নসিংহের প্রবেশ।

রত্ন সিং। এরা কি উন্মাদ হয়েছে? এই সামান্য কারণে মহারাণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়? না-না-না, এ হতে পারে না।

দুর্জ্জয়সিংহের প্রবেশ।

দুর্জ্জয়। পিতা,—

রত্ন সিং। কি দুর্জ্জয়? মহারাণা যে তোমায় যশল্মীরে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। তুমি এখনও যাও নি?

দুর্জ্জয়। না। আমি পথ থেকে ফিরে এসেছি।

রত্ন সিং। ফিরে এসেছ? কাজটা যে অত্যন্ত জরুরি। রাণা কি তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করেছেন?

দুর্জ্জয়। না,—আমি একটা কথা শুনে সসৈন্যে ফিরে এসেছি।

রত্ন সিং। উত্তম কাজ করেছ। প্রজারা সেখানে বিদ্রোহ করে রাজসম্পদ্ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর তুমি পুত্র কন্যার মুখ দেখতে ঘরে ফিরে এলে।

দুর্জ্জয়। পুত্রকন্যার মুখ দেখতে নয়। যা শুনেছি, এ কি সত্য পিতা? রাণা বিক্রমজিৎ প্রকাশ্য রাজসভায় আপনাকে অপমান করেছেন?

রত্ন সিং। শুধু অপমান কেন? আঘাতও করেছেন।

দুর্জ্জয়। আপনি বলেন কি?

রত্ন সিং। ঠিকই বলছি। তাতে হয়েছে কি? সমগ্র দেশটা এর জন্যে দাবানলের মত জ্বলে উঠেছে কেন, আর তুমিই বা জরুরি কাজ ফেলে ছুটে এসেছ কেন? দেশের মালিক তিনি, আমাদের অন্নদাতা, রাগের বশে যদি একটা অন্যায় আচরণ করেই থাকেন, তাই নিয়ে তোমাদের কেন এত মাথা ব্যথা, আমি বুঝতে পাচ্ছি না। তুমি শৈশবে আমাকে আঘাত কর নি? আমি কি তোমার গলা টিপে ধরেছিলাম?

দুর্জ্জয়। আমি আর বিক্রমজ্জিৎ এক?

রত্ন সিং। আমার কাছে একই বাপু। রাণাই হক আর যাই হক, আমি ভুলতে পারি না যে সে আমার পরলোকগত বন্ধু মহারাণা সঙ্গের পুত্র। সঙ্গ মরবার সময় আমার হাত দুটি ধরে বলে গিয়েছিলেন,—"বিক্রম আর উদয় রইল, তুমি তাদের দেখো রত্ন সিং।" যত অপরাধই তার থাক আমার কাছে তা ক্ষমাই।

দুর্জ্জয়। আপনি মাটির মানুষ, কিন্তু আমি তা নই। কুকুর যদি কামড়ায়, আমি তার গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দেব না, তার মাথায় লাঠি মারব আর দাঁতগুলো সাঁড়াশী দিয়ে তুলে ফেলব।

রত্ন সিং। এত বড় কথা বলতে সাহস হল তোমার?

দুর্জ্জয়। আমার সাহসের কথা থাক পিতা। তার কি করে সাহস হল সর্ব্বজনমান্য চন্দাবৎ সর্দ্দার রত্ন সিংহের গায়ে হাত তুলতে?

রত্ন সিং। হাত তুলেছে কে বললে? সে আমার দিকে বর্শা নিক্ষেপ করেছিল, আমার গায়ে তা লাগে নি।

দুর্জ্জয়। আপনার হাতে ও কিসের রক্ত?

রত্ন সিং। বোধহয় সামান্য একটু লেগেছিল; ও কিছুই নয়। ওর জন্যে তুমি চিন্তিত হয়ো না। মনে কর ও দৈবদুর্ব্বিপাক।

দুর্জ্জয়। মনে করব কেন?

রত্ন সিং। না করবে কেন? সংসারে বাস করতে হলে অমন আঘাত কত সইতে হয়, তার জন্যে অত বিচলিত হলে কি চলে? এই যে সেদিন তোমার ছেলেটা অপঘাতে মরে গেল, পেরেছিলে যমের দাঁত ভাঙ্গতে? যে সয়, সে রয়। কখন যাবে তুমি?

দুর্জ্জয়। আমি যাব না।

রত্ন সিং। যাবে না? বিদ্রোহীরা রাজ্যে আগুন জ্বালিয়ে তুলছে, আর তুমি সেনানায়ক হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকবে?

দুর্জ্জয়। ঘরে বসে থাকব না। আমি যাচ্ছি রাণার কাছে।

রত্ন সিং। কেন? কেন? রাণার কাছে আবার কেন?

দুর্জ্জয়। জিজ্ঞাসা করব তাঁকে, কোন্ অপরাধে তিনি আপনাকে অসম্মান করেছেন।

রত্ন সিং। বলছি অসম্মান করে নি, তবু তোমরা জোর করে অসম্মান করাবে?

দুর্জ্জয়। তাঁর কি মনে নেই, বিদ্রোহীদের হাতে তিনবার তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছিল, তিনবারই আপনি তাঁকে রক্ষা করেছেন?

রত্ন সিং। যেতে দাও না ওসব কথা; কে কাকে রক্ষা করতে পারে? রক্ষা কর্ত্তা একমাত্র ভগবান্।

দুর্জ্জয়। আমি দেখতে চাই, ভগবান্ তাঁকে কোন্ অস্ত্র দিয়ে রক্ষা করেন।

রত্ন সিং। যেও না দুর্জ্জয়, যেও না। মনে কর সে আমার স্বর্গগত প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র, আমাদের মহামান্য মহারাণা। সাতপুরুষ ধরে আমরা

এ বংশের অন্নদাস। এই সুরম্য প্রাসাদ, এই বিস্তীর্ণ ভূসম্পদ, এই দেশজোড়া মর্য্যাদা—সব এদেরই দেওয়া দুর্জ্জয় সিং। আমরা এতদিন তর্জ্জনী হেলনে রাণাকে চালন করেছি, তারা প্রতিবাদ করে নি। আজ পৃথিবীর রূপ বদলে যাচ্ছে, বালক আজ অকালে যৌবনের সিংহদ্বারে পা বাড়িয়েছে, তর্জ্জনীর শাসন আর চলে না।

দুর্জ্জয়। কথাটা তাঁকেই বুঝিয়ে দিয়ে আসব।

রত্ন সিং। ফেরো দুর্জ্জয়, ফেরো। এতদিন যে পায়ে পুষ্পার্ঘ্য দিয়েছে, আজ দুবুদ্ধির বশে যদি সে কটূক্তি করেই থাকে—ভুলে যাও, সে কথা ভুলে যাও।

দলপতের প্রবেশ।

দলপৎ। বিক্রমজিৎ এসেছে রত্ন সিং, বিক্রমজিৎ এসেছে?

রত্ন সিং। না।

দলপৎ। এইদিকেই যে আসছিল। কোথায় গেল সে পাষণ্ড? আমি ভেবেছিলাম তোমার কাছেই সে এসেছে, আর তুমি তার মুখ দেখে মমতায় গলে গেছ। তাহলে সে গেল কোথায়?

রত্ন সিং। তোমার বাড়ীতে খোঁজ করে দেখ।

দলপৎ। আমার বাড়ীতে! আমি ত আর রত্ন সিং নই, আমি শক্তাবৎ সর্দ্দার দলপৎ সিং।

রত্ন সিং। অতএব তোমার একটু শক্ত হওয়া দরকার। দলবল নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে? রাজ্যময় ঘুরপাক খেয়ে এলে না কি? কই কাঁধে ঢাক দেখছি না ত।

দলপৎ। ঢাক কেন?

রত্ন সিং। ঢাক বাজিয়ে লোকের কাছে জাহির করবে না? "কে

কোথায় আছ আমাদের চোখের জল মুছিয়ে দেবে এস, রাণা আমাদের কর্ণমর্দ্দন করেছে।"

দলপৎ। তোমার পিতার কথা শুনছ দুর্জ্জয়? বয়সের আধিক্যে এ ব্যক্তির ভীমরতি হয়েছে; ওঁকে বেঁধে ছেঁদে কাশী পাঠিয়ে দাও।

দুর্জ্জয়। মাতুল, আপনারা রাজসভায় উপস্থিত থাকতে মহারাণা পিতাকে অসম্মান করলেন, আর আপনারা তা নীরবে সহ্য করলেন?

দলপৎ। না করে কি করব বল? রাণার কাঁধের উপর সেদিন দশখানা তরবারি গর্জ্জে উঠেছিল, বাধা দিলেন তোমারই পিতা। উনি রাণাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অন্তঃপুরে চলে গেলেন, আর আমরা কিল খেয়ে কিল চুরি করে বসে রইলাম।

দুর্জ্জয়। এ আপনার কি উদারতা পিতা?

রত্ন সিং। এর নাম রাজপুতের উদারতা, বুঝেছ? এ জাত এমনি বোকাই ছিল। আজ তোমাদের মত কতকগুলো বুদ্ধিমান এসে জন্মেছে, এইবার এ জাত বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাবে।

দলপৎ। তুমি মরবে কবে?

রত্ন সিং। তোমাদের সব কটার মাথা চিবিয়ে খেয়ে তারপর মরব। বাহাদুর শার আক্রমণে চিতোর প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখনও সে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি; এরই মধ্যে তোমরা রাজ্যময় অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে তুলেছ?

দুর্জ্জয়। অশান্তির আগুন আর কেউ জ্বালায় নি, জ্বালিয়েছেন মহারাণা নিজে। এ রাজ্যে কেউ তার মিত্র নেই, কাউকে তিনি আপন করতে পারেন নি।

দলপৎ। আমরা তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেব।

রত্ন সিং। তারপর? সিংহাসনে বসবে কে? তুমি?

দলপৎ। আমি কেন? সিংহাসনে বসবে উদয় সিংহ, আর যতদিন সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন রাজপ্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করবে—

রত্ন সিং। কে?

দুর্জ্জয়। বনবীর।

রত্ন সিং। বনবীর!

দলপৎ। অমনি গর্জ্জে উঠলে যে? বনবীর রাজবংশধর।

রত্ন সিং। রাজবংশধর! এক লম্পট মদ্যপায়ী রাজপুত কলঙ্কের পুত্র সে।

দুর্জ্জয়। আপনি ত জানেন, বনবীর অশেষ গুণে গুণবান্।

রত্ন সিং। ওরে ও সোনা নয়, রং করা পাথর; ক্ষমতার বাষ্পে রং ধুয়ে যাবে, পাথর বেরিয়ে পড়বে; তখন ফেলতেও পারবে না, গিলতেও পারবে না।

দলপৎ। তুমি ভুল বুঝেছ। আমি এইমাত্র বনবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসছি। আমি তাকে বললাম—রাজপ্রতিনিধি হয়ে তোমাকেই রাজ্য শাসন করতে হবে।

রত্ন সিং। সে কিছুতেই সম্মত হয় নি, তার মা শীতলসেনী তাকে বুঝিয়েছে যে সর্দ্দারদের অপমান করলে অধর্ম্ম হবে; বুঝিয়েছে যে যে সন্তান মায়ের অপমানের প্রতিশোধ না নেয়, সে পশু। মায়ের মুখ চেয়ে সে তোমাদের সম্মতি দিয়েছে। কেমন, তাই না দলপৎ সিং?

দলপৎ। তুমি কি করে জানলে?

রত্ন সিং। বাতাস এসে কাণে কাণে বলে গেছে। আরও অনেক কথা বলেছে, সে কথা তোমরা জান না, আমি জানি।

দলপৎ। আমরা সব স্থির করেই তোমার কাছে এসেছি।

রত্ন সিং। কেন এসেছ?

দুর্জ্জয়। আপনি সম্মতি দিন পিতা। বিক্রমজিৎকে আর আমরা সিংহাসনে বসিয়ে রাখব না।

রত্ন সিং। উদয় যদি বড় হত, আমি নিজে বিক্রমজিৎ কে নামিয়ে দিয়ে উদয়কে সিংহাসনে বসিয়ে দিতাম। হীন চরিত্রা দাসী শীতলসেনীর পুত্রকে আমি মেবারের শাসক বলে স্বীকার করব না।

দলপৎ। দাসী হলেও সে পৃথ্বীরাজের বিবাহিতা।

রত্ন সিং। হক। পিতা যার লম্পট, মা যার গোখরো সাপের মত ক্রূর, তার গুণপণা দেখে তোমরা ভুলে যেতে পার, আমি ভুলব না। তোমরা ভাবছ, উদয় বড় হলে তাকে তোমরা সিংহাসনে বসাবে? পারবে না। পাঁচ বছর সময় পেলে শীতলসেনী রাজ্যটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। এই নারীকে আমি চিনি। সে একদিন প্রাসাদ তোরণে ভুট্টা বিক্রি করতে এসেছিল। আমি সেদিন তার চোখে যে লালসার বহ্নি দেখেছি, কোন নারীর চোখে তা দেখি নি। তাকে প্রশ্রয় দিও না দলপৎ। বনবীর ভাল হতে চাইলেও শীতলসেনী তাকে ভাল থাকতে দেবে না।

দুর্জ্জয়। তাহ'লে সে মরবে।

বিক্রমজিতের প্রবেশ।

বিক্রম। আমি মরব না, মরবে তোমরা।

দলপৎ। বিক্রমজিৎ,—

বিক্রম। চুপ্ কর বৃদ্ধ নফর।

রত্ন সিং। আঃ—তুমি আবার এখানে কেন এলে?

বিক্রম। কেন এলাম? আমার বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহী করে তুলেছে যারা, তাদের আমি ঝাড়ে বংশে নিঃশেষ করব। বুঝিয়ে দেব এই হীনচেতা পশুগুলোকে যে মহারাণা বিক্রমজিৎ ক্ষীণ হস্তে রাজ্যরশ্মি ধারণ করে নি। কিন্তু তুমি 'এখানে কেন দুর্জ্জয় সিং? তোমাকে না আমি যশল্মীরে পঠিয়েছিলাম?

দুর্জ্জয়। আমি সসৈন্যে ফিরে এসেছি।

বিক্রম। কার আদেশে?

দুর্জ্জয়। আমার বিবেকের আদেশে।

বিক্রম। অন্নদাসের বিবেক যে প্রভুর কাছে বাঁধা, সে কথা জান না তুমি?

দুর্জ্জয়। জানি। আপনিই জানেন না যে রক্তচক্ষু দেখিয়ে সবাইকে জয় করা যায় না।

রত্ন সিং। চল মহারাণা, প্রাসাদে চল।

বিক্রম। জবাব দাও সেনানায়ক, কেন তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ।

দুর্জ্জয়। তুমি জবাব দাও কেন আমার পিতাকে অপমান করেছ।

বিক্রম। জবাবটা মুখের কথায় দেব না, অস্ত্রাঘাতে দেব।

দলপৎ। অস্ত্র আমাদেরও আছে বিক্রমজিৎ।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ]

রত্ন সিং। এ কি! এ কি! তুমি কি সসৈন্যে এদের বন্দী করতে এসেছ? আঃ—এ তুমি করেছ কি নির্ব্বোধ? অগ্নিতে এমনি করে ঘৃতাহুতি দিলে! ফিরিয়ে দাও, ওদের ফিরিয়ে দাও।

বিক্রম। না। রাজত্ব যদি আমাকে করতে হয়, এই বিদ্রোহীদের আমি সমূলে উচ্ছেদ করব। [তরবারি নিষ্কাসন]

দলপৎ। তার আগেই তুমি মরবে। [তরবারি নিষ্কাসন]

দুর্জ্জয়। বন্দী করুন, না হয় হত্যা করুন। আমি দেখছি ওই সৈনিকেরা কেমন করে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

রত্ন সিং। বিক্রমজিৎ, ক্ষান্ত হও বিক্রমজিৎ।

বিক্রম। সরে যাও বৃদ্ধ। তোমাকেও আমি বাঁচতে দেব না। তুমি বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়ে গুরুতর অপরাধ করেছ।

রত্ন সিং। দলপৎ,—

দলপৎ। যাও যাও, আমি কোন কথা শুনব না।

[বিক্রমজিৎ ও দলপতের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

রত্ন সিং। আজ আমার কথা কেউ শোনে না। এ দেশে রত্নসিং আজ অনাবশ্যক। ভগবান্, এ জীবনের অবসান কর, অবসান কর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদয়। রাজপ্রাসাদ।

গীতকণ্ঠে উদয়ের প্রবেশ।

গীত।

তবু কেন চোখের জল?
মা হারিয়ে মা পেয়েছি, আর কি আমার চাইমা বল্?
কেন আসিস্ ফিরে ফিরে,
কেন ভাসিস্ অশ্রুনীরে,
ফিরে যা তুই স্বর্গধামে, তাপিত এ পৃথ্বীতল।

সুখে আমি আছি মা গো,
আমার তরে ভাবিস না গো,
আশীষ মা তোর বর্ম্ম আমার, হস নে মিছে বিচঞ্চল।

কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চন। উদয়, তুমি এখানে! মা তোমায় বাড়ীময় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

উদয়। ধাই মা'র ওই এক দোষ। এক মুহূর্ত্ত আমায় না দেখতে পেলে পৃথিবী রসাতলে দেবে। ছি ছি ছি, আমি কি পুতুল যে হারিয়ে যাব?

কাঞ্চন। শীগ্‌গির চলে এস।

উদয়। কখ্‌খনো যাব না। খুঁজে খুঁজে মরুক।

কাঞ্চন। তোমার চোখ ছলছল কচ্ছে কেন উদয়? কাঁদ্‌ছিলে বুঝি? কেন ভাই? কি দুঃখ তোমার, আমায় বলবে না?

উদয়। কোন দুঃখ ত আমার নেই কাঞ্চন। জানি না কেন আজ কদিন ধরে কেবলি মাকে স্বপ্ন দেখছি। এ কদিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি আজ জেগে জেগেই দেখলুম,—মা আমায় হাত ছানি দিয়ে ডাকছে। পিছে পিছে এইখানে ছুটে এলুম। কি বললে জান? "সাবধানে থেকো, ঝড় আসছে।"

কাঞ্চন। একথা শুনেও তুমি এখানে একলা দাঁড়িয়ে আছ? চলে এস, ডাইনীটা এইদিকে এসেছে আর কাকে যেন খুঁজছে।

উদয়। ডাইনী কে?

কাঞ্চন। নাম করতে নেই; ওই যে তোমার বনবীর দাদার মা।

উদয়। ডাইনী কেন বলছ ভাই? তিনি আমাদের গুরুজন।

কাঞ্চন। হক গুরুজন। মা বলেছে, খবরদার ও ডাইনীর কাছে যাস নে। ওমা, মা,—এই যে উদয় এইখানে।

পান্নার প্রবেশ।

পান্না। কি ছেলে বাবা তুমি? আমি তোমায় প্রাসাদময় খুঁজে মরছি, আর তুমি এখানে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ? মুখখানা এমন মলিন কেন বাবা? কেউ কিছু বলেছে?

উদয়। না।

পান্না। দুভাই ঝগড়া করেছ বুঝি? হ্যাঁরে কাঞ্চন, উদয়কে কিছু বলেছিস্?

কাঞ্চন। না মা, উদয় ওর মা'কে স্বপ্ন দেখেছে। দিন রাত ভাবে কি না। কেন যে ভাবে, তা জানি না। আমার মা-ই ত তোমার মা! আবার যদি কখনও মা'র জন্যে কাঁদ,—আমি আর থাকব না, আমার মাকে তোমাকে দিয়ে আমি অনেক দূরে চলে যাব।

পান্না। কাঞ্চন,—

কাঞ্চন। আমি একটুও দুঃখ পাব না মা। আমি তোমার কাছে আর শোব না, তোমার কোলে আর উঠব না। তুমি শুধু উদয়ের মা হও।

[প্রস্থান।

পান্না। কি স্বপ্ন দেখেছ উদয়?

উদয়। দেখলুম ধাই মা, মা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি তার পিছে পিছে ছুটে এলুম। মা বললে,—"সাবধান ঝড় আসছে।"

পান্না। কি আশ্চর্য্য, আমিও কদিন ধরে কেবলই শুনতে পাচ্ছি এই কথা। তাই ত তোমাকে চোখের আড়াল করতে মন চায় না। কেন তুমি বার বার আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও উদয়? দেখতে পাচ্ছ না চারিদিকে হানাহানি, হিংসার বিষবাষ্পে সমস্ত দেশ ছেয়ে গেছে, কার মাথা কখন কোন্ গুপ্ত শত্রুর অস্ত্রাঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। তোমাকে যে বাঁচতে হবে, রাণা হতে হবে।

উদয়। রাণা হব আমি? কেন মা,—বনবীর দাদা ত রাণা।

পান্না। রাণা সে নয়, রাজপ্রতিনিধি মাত্র। আগামী শুক্লা পঞ্চমীতে চিতোরের সিংহাসনে তোমার অভিষেক হবে। বর্ম্ম চর্ম্ম পরে কপালে রক্ত রাজটিকা পরে আমার কোল থেকে নেমে গিয়ে তুমি সিংহাসন আলো করে বসবে। শক্তাবৎ চন্দাবৎ ঝালা ঝানা বুন্দি কোটার সর্দ্দারেরা তলোয়ার খুলে তোমায় অভিবাদন করবে। আমি তোমার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকব, আর সমবেত জনমণ্ডলী আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে,—"ওই উদয়ের মা।"

উদয়। ধাই মা,—

পান্না। আমার কত আশা যাদু, কতদিনের স্বপ্ন, তোমাকে রাণার আসনে দেখে আমি চোখ জুড়োব। কবে তুমি বড় হবে? কবে হবে আমার ব্রত উদ্যাপন? শুক্লা পঞ্চমীর আর কতদিন বাকি? কবে বনবীর তোমায় সিংহাসনে বসাবে? সময়টা কি নড়ছে না? আমার যে আর এক পল কাটে না। ডাইনী শীতল সেনীটাকে দেখলে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। তুমি কখনও ওর কাছে যেও না, বুঝলে উদয়?

উদয়। বুঝেছি ধাই মা।

পান্না। যাও খেলা কর গে। প্রাসাদের বাইরে যেও না। আর সব সময় কাঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। ডাইনীকে বা তার ছেলেকে যদি দেখতে পাও, ছুটে পালিয়ে আসবে, কেমন? আমার গা ছুঁয়ে বল।

উদয়। কখ্খনো বলব না। আমি কি ছেলেমানুষ?

পান্না। না না, তুমি আমার বাবা, তুমি চিতোরের মহামান্য মহারাণা, তুমি কি ছেলেমানুষ হতে পার? দেখি কাছে এস, মুখখানা মুছিয়ে দিই। [মুখ মুছাইয়া দিয়া চুম্বন করিল] বেশী দেরী করো না মানিক। আজ রাত্রে শুয়ে শুয়ে মহাভারতের গল্প বলব।

উদয়। তবে ত আমি যাব আর আসব। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।

[প্রস্থান।

পান্না। রাণী মা, স্বর্গ থেকে আশীর্ব্বাদ কর তোমার দেওয়া ভার যেন আমি বইতে পারি। কে ওখানে? কে? গিরিধারী?

গিরিধারীর প্রবেশ।

গিরিধারী। হ্যাঁ মাসি, আমি।

পান্না। এমন অসময়ে ঝাড় দিতে এসেছ কেন?

গিরিধারী। তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম মাসি। দাদুভাই কই, দাদুভাই?

পান্না। এইমাত্র খেলতে গেছে।

গিরিধারী। আরে দুত্তোর খেলা। খেলা এখন শিকেয় তুলে রাখ। ভালয় ভালয় অভিষেকটা হয়ে যাক, তারপর যত পারে খেলবে। ছেলেটাকে একলা ছেড়ে দিয়ে তুমি চুপ মেরে দাঁড়িয়ে

আছ কি করে? তোমার কি মাথা খারাপ? কি রকম দিনকাল পড়েছে দেখতে পাচ্ছ না? কখন পেছন থেকে গলা টিপে ধরবে, তাহলেই ত হয়ে গেল আর কি?

পান্না। চুপ কর গিরিধারি।

গিরিধারী। চুপ করেই ত আছি। চুপ করব না ত কি করব? আর কি গলায় জোর আছে যে চ্যাচাব? সে একদিন ছেল, যখন এই গিরিধারী একটা হাঁক দিলে লোকে মনে করতো মেঘ ডাকছে। আর কি সে গলা আছে না গতরের জোর আছে?

পান্না। আর জোরে কাজ নেই বাবা।

গিরিধারী। বলরই বা কাকে? আর কি রাণী মা আছে, না বুড়ো রাণা আছে যে কাছে বসিয়ে দুটো কথা শুনবে? ইন্দির-পুরী ছারখার হয়ে গেল; চোখের উপর দেখছি—এ ওকে মারছে, সে তাকে গাল দিচ্ছে,—যাকে কিছু বলতে যাই, সেই বলে,—তুই চুপ কর ব্যাটা ধাঙড়। কাজেই চুপ করে আছি।

পান্না। এর নাম যদি চুপ করে থাকা হয়, তাহলে বকবক করা না জানি কি?

গিরিধারী। তুমি বড় বাচাল মাসি।

পান্না। কি বলতে এসেছ, বলে চলে যাও না।

গিরিধারী। যাবই ত। যাব না ত কি? তুমি বললেও যাব, না বললেও যাব। ছিরদিনের জন্যে কে আর থাকতে এসেছে বল। এই যে তুমি আজ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, একদিন তোমাকেও চলে যেতে হবে। হবে কি না বল।

পান্না। হবে বাবা হবে। যে কটা দিন বাঁচতুম, তাও তুমি বাঁচতে দিলে না।

গিরিধারী। এ সব তোমাদের ভুল। আমার পরিবার বলে "দেখ মিন্সে, কথায় কথায় খুনের ভয় দেখাবি নি বলে দিচ্ছি, গোমুখ্খু ইতর ছোটলোক কোথাকার। মারব ঝ্যাটার বাড়ি। শাস্তরে কি বলেছে জানিস? রাখে কৃষ্ণ মারে কে, আর মারে কৃষ্ণ রাখে কে?" এই হল লাখ কথার এক কথা, নইলে রাণীমা যখন তোমার হাতে ছেলেকে তুলে দিয়ে আগুনে পুড়ে মল, উদয় তখন কতটুকু? আমি ত ভাবলুম,—আজ মরে কি কাল মরে। বেঁচে ত গেল।

পান্না। আচ্ছা, লোকের কি আর কাজকর্ম্ম নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার বক্তৃতা শুনবে? এ স্বভাব ত তোমার আগে ছিল না।

গিরিধারী। তুমি বড় বক্‌বক্ কর আর কাউকে কিচ্ছু বলতে দেবে না। যে কথা বলতে এলুম, তা এখনও বলবার সুযোগই দিলে না। না শোন, নাই শুনবে। আমার আর কি? আমি ছোটলোক ধাঙ্গড় বই ত নই। আমার আবার মায়াই বা কি, ধর্ম্মই বা কি? রাজকুমারের যদি কিছু ক্ষেতি হয়, আমার কি বয়ে গেল?

পান্না। একথা কেন বলছ গিরিধারি? কোথায় কি শুনে এলে বল।

গিরিধারী। বলতে কি দিচ্ছ যে বলব? রাণা ধরা পড়েছে।

পান্না। ধরা পড়েছেন? মহারাণা বিক্রমজিৎ?

গিরিধারী। হ্যাঁ গো, আমি দেখে এলুম, তাকে যমপুরীতে নিয়ে গেল।

পান্না। যমপুরীতে! সে যে পাতালের নির্ব্বাত কারাগার!

গিরিধারী। সব ডাইনীর খেলা মাসি। সর্দ্দাররা নাকি বলেছিল,

ওকে রাজ্যি থেকে জন্মের মত তাড়িয়ে দাও। ডাইনীর ব্যাটা মার মুখের দিকে চাইলে। চোখে চোখে কি কথা হল জানি নে। তারপরই রাণাকে গারদখানায় পাঠিয়ে দিলে।

পান্না। এ ত ভাল কথা নয় গিরিধারি। রাজ্যটা কি এর পর থেকে ডাইনীর কথায় চলবে? সে যে রাজবংশটাকে দুই চক্ষে দেখতে পারে না।

গিরিধারী। আমিও ত তাই বলতে এসেছি। তুমি যে ঘোড়ার ডিম বলতে দিচ্ছ না। আমি কাল দেখ্‌লুম, ডাইনী দাদুভাইয়ের ঘরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বুনোবীরকে কি বলছে। বুনোবীর কেবলই হাত কচলাচ্ছে, আর ডাইনী তাকে ধমকাচ্ছে। আমি ঝাড় দিচ্ছি আর কাণ পেতে আছি। থাকলে কি হবে? একটা কথাও কি শুনতে পেলুম? মোদ্দা তুমি খুব সাবধান।

পান্না। কদিন থেকে কেবলি শুনতে পাচ্ছি, "সাবধান—ঝড় আসছে!" তুমি উদয়কে ডেকে দাও গিরিধারি।

গিরিধারী। তা ত দেবই, তুমি বললেও দেব, না বললেও দেব। ডাইনীটা ঘুরঘুর কচ্ছে, খবরদার দাদুভাই যেন ওর সামনে না পড়ে।

পান্না। না না পড়বে না, তুমি যাও।

গিরিধারী। ও সোজা মেয়েমানুষ নয়। একটা হাতীর দিকে কটমট করে চেয়েছিল, হাতীটার অমনি পেট ছেড়ে দিলে। একটা বটবিক্ষ গাছের পানে চেয়ে যাঁহাতক একটা নিঃশ্বেস ফেলেছে, অমনি গাছটা ছাই হয়ে গেল। তুমি যদি বল মাসি, আমি ডাইনীটাকে কূয়োর মধ্যে ফেলে দিতে পারি।

পান্না। খবরদার, অমন কাজ করো না; বনবীর তাহলে কাউকে বাঁচতে দেবে না।

গিরিধারী। ওঃ—ভারী আমার কিল মারবার গোঁসাই। আমার কিছু জানতে বাকি নেই। ডাইনীটা ভুট্টা বেচতে এসেছেল, কত আমি ঝ্যাঁটা নিয়ে তাড়া করেছি। ছোট কত্তা যে রূপ দেখে গলে গেল, নইলে ও ডাইনী আজ আমাকে মুখনাড়া দেয়? আমি ওকে তুলে আছাড় মারতুম না?

মেদিনীর প্রবেশ।

মেদিনী। কাকে আছাড় মারবে বাবা?

গিরিধারী। এজ্ঞে, এই আপনার কথাই হচ্ছিল। আপনি ত ওই ডাইনীমার ছেলের বউ?

পান্না। আঃ—গিরিধারি!

মেদিনী। ডাইনী মা কে?

পান্না। আর বলবেন না বউরাণি। লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোথায় কোন্ ডাইনী দেখে এসেছে, এখন সবাইকেই বলছে ডাইনী।

মেদিনী। আমাকেও বলবে না কি?

গিরিধারী। না না, আপনাকে বললে কি চলে? আপনার কিন্তু বেশ ছিল্লে লেগে গেল। বরাতে থাকলে এমনিই আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়। আমি যে আজ রাজবাড়ীর এঁটো পাতা ঝাড় দিচ্ছি, আমিও হয়ত একদিন রাজা হয়ে যাব, কি বলেন?

মেদিনী। হ্যাঁ বাবা। তাঁর ইচ্ছা হলে সবই হয়। "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।" এ ত শাস্ত্রেরই কথা।

গিরিধারী। হেঃ হেঃ, শাস্তর টাস্তরও জানেন দেখছি!

পান্না। তুমি যাবে কি না তাই বল।

গিরিধারী। তুমি চুপ মার। আচ্ছা আপনার শাউড়ী আজকাল আর দাসী বিক্রি করে না বুঝি?

মেদিনী। না বাবা। বয়েস হয়েছে ত? আমরাই বা করতে দেব কেন?

গিরিধারী। আপনি তাহলে সব জেনে শুনেই এদের ঘরে এসেছেন? তা আপনার বাবা খুব ভাল কাজই করেছেন। আপনার বাবা হচ্ছেন কে?

মেদিনী। তোমাকেই ত বাবা বললুম; তুমিই আমার বাবা।

গিরিধারী। মাসি, এ বড় সাংঘাতিক লোক। ডাইনীর চেয়েও সাংঘাতিক। এ আমাদের সবাইকে গিলে খাবে। সাবধান মাসি, খুব সাবধান। [প্রস্থান।

পান্না। গিরিধারীর কথায় কিছু মনে করবেন না বৌরাণি।

মেদিনী। কি মনে করব মা? মিছে কথা ত নয়। তোমারি নাম ত পান্না? মহারাণী মরবার সময় রাজকুমারকে ত তোমার হাতেই সঁপে দিয়ে গেছেন। সব আমি শুনেছি। তোমার ছেলে কই? একবার তাকে দেখতে পাই না?

পান্না। কোন্ ছেলের কথা বলছেন?

মেদিনী। আমাদের রাণা গো। ডাক না একবার মহারাণাকে। তুমি ত শুনেছি, উদয়কে কখনও কাউকে দেখতে দাও না। প্রজা এসেছে রাজদর্শনে, না দেখে ফিরে যাব মা?

পান্না। দেখবেন বই কি? কোথায় যে গেছে, ডাকলেই কি আসবে? ছুটে পালিয়ে যাবে। দিনরাত খেলা আর খেলা। আপনি বরং আর একদিন আসবেন। [স্বগত] হে ঠাকুর, রক্ষে কর। [প্রকাশ্যে] উদয় আপনাদেরই ত আপনজন। আমি কে?

মেদিনী। তুমি উদয়ের মা। আমি একটা কথা বলব পান্না, কাউকে বলো না যেন। শুক্লা পঞ্চমীর আর দেরী নেই। উদয়কে এ কটা দিন খুব সাবধানে রেখো, কোন অচেনা লোকের কাছে যেতে দিও না।

পান্না। কেন? কেন? কি হয়েছে বৌরাণি?

মেদিনী। হয় নি কিছু, অমনি বলছি। শুনেছি অভিষেকের আগে অপদেবতারা অনিষ্ট করবার জন্যে চারদিকে ঘোরাঘুরি করে।

পান্না। তাহলে কি হবে?

মেদিনী। কিচ্ছু হবে না মা; চোখে চোখে রেখো; তোমার কাছ থেকে যমও তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এই মাদুলীটা তার কোমরে বেঁধে দিও, কেউ যেন দেখতে না পায়।

পান্না। কিসের মাদুলী বউরাণি? কোন অনিষ্ট হবে না ত?

মেদিনী। না গো না, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। এ সন্ন্যাসীর দেওয়া মাদুলী; যে পরবে, সে রাজা হবে। একজন তার ছেলের জন্যে এ মাদুলী সংগ্রহ করে রেখেছিল; আমি তোমার ছেলের জন্যে চুরি করে নিয়ে এসেছি। এই নাও।

পান্না। শুধু মাদুলী নেব না মা; ওই সঙ্গে তোমার একটু পায়ের ধূলোও দাও, তাই হবে উদয়ের অক্ষয় কবচ।

মেদিনী। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার উদয় রাজরাজেশ্বর হক। ওই মা আমাকে খুঁজছেন। আমি পালাই মা। আমার কথা মাকে বলো না যেন। ভয় কি তোমার পান্নাবাঈ? রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

[প্রস্থান।

পান্না। আশ্চর্য্য! ডাইনীর এই পুত্রবধূ? এ যে স্বর্গের দেবী।

কে তার ছেলের জন্যে এ কবচ সংগ্রহ করেছিল? ডাইনী? না-না, তা কি করে হবে? এ যে সব গোলমেলে ব্যাপার দেখছি। এও বললে, ছেলেকে সাবধানে রেখো। কোথায় কি হচ্ছে, কে জানে? রাণী মা, রাণী মা,—তুমি আমার কাছে কাছে থেকো; এ ভার নইলে আমি বইতে পারব না, বইতে পারব না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের একাংশ।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। এ আমায় কোথায় নিয়ে চলেছ নিয়তি? এ ত আমি চাইনি। নগরের বাইরে নির্জ্জন গৃহে বেশ ত ছিলাম, কেন আমায় হাত ধরে এনে উচ্চাসনে বসিয়ে দিলে? আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। ফিরিয়ে দাও আমার সেই সুখশয্যা, আমার সে স্বপ্নবিহীন গভীর নিদ্রা, সেই স্নেহময়ী মায়ের পক্ষপুট, পত্নীর সেই নিরবচ্ছিন্ন সেবা।

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণব। **গীত।**

আয় ফিরে আয়, এগুস নে আর, সামনে গভীর খাদ!
নিস নে বোকা অঙ্গে মেখে মিথ্যা পরিবাদ।

আপন ঘরের আলোবাতাস স্বপ্নছাড়া ঘুম,
নিত্য ভোরে বনবিহগের সামগানের ধূম
কি দুঃখে তুই ফেলে এলি, কি স্বর্গ তুই হাতে পেলি?
স্বপ্নপুরী নয় এ বোকা, এ যে মরণ ফাঁদ!

বনবীর। কে তুমি জ্যোতির্ম্ময়? আমায় ডাকছ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি ফিরে যাব, নিশ্চয়ই ফিরে যাব।

সোমরাজের প্রবেশ।

সোমরাজ। এই যে বাবা বনবীর। দীর্ঘজীবী হও বাবা। তোমার কল্যাণে বাবা আমি বাবা কাশী বিশ্বেশ্বরের চরণে কত যে প্রার্থনা জানিয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই বাবা। বিশ্বেশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছেন। তোমার এ অভাবনীয় সৌভাগ্যের কথা শুনেই বাবা আমি কাশী থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি বাবা।

বনবীর। শ্রীচরণ দুখানা দেখেই তা বুঝতে পাচ্ছি। আপনি বোধ হয় এখনও বাড়ী যান নি!

সোমরাজ। বাড়ী যাব কি বাবা? আগে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে তারপর যাব বাবা। এ না হলে কি রাণার আসনে যাকে তাকে মানায়? বিক্রমজিৎ কি একটা মানুষ? মাতাল মাতাল, মানুষ নামধারী পশুবাবা।

বনবীর। পশুবাবা হক, আর মানুষবাবা হক, আপনার তাতে এত মাথা ব্যথা কেন?

সোমরাজ। হক কথা বলতে বাবা সোমরাজ শর্ম্মা কোনদিন পিছপাও নয়। বুঝলে বাবা বনবীর?

বনবীর। বুঝেছি ঠাকুর। কিন্তু আপনি বাবার সংখ্যা একটু

না কমালে আমি যে মারা যাই, সে কথাটা দয়া করে অনুধাবন করুন।

সোমরাজ। তুমি বাবা যেদিন এক রকম নিজে হাতে ধরে বিক্রমজিৎকে রাণা করে দিলে বাবা, সেইদিনই তোমাকে বাবা আমি বলেছিলুম,—অমন কাজ করো না বাবা। ও ব্যাটা হাতে মাথা নেবে। কেমন বলি নি বাবা?

বনবীর। মনে ত পড়ছে না। আপনি সেদিনও বলেছিলেন, রাণার আসনে বিক্রমজিৎ না হলে কি মানায় বাবা।

সোমরাজ। ঠাট্টা বাবা। আমার সেইদিন ইচ্ছে ছিল বাবা, বিক্রমজিৎকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তোমাকে বসিয়ে দিই বাবা।

বনবীর। কিন্তু আমি ত শুনছি দাসীপুত্র।

সোমরাজ। আরে, সেই ত তোমার গৌরব বাবা। কত ছোট থেকে তুমি কত বড় হয়েছ। আমি বিশ্বেশ্বরের পায়ে আরও বিল্বপত্র দেব বাবা। তোমাকে আরও বড় করব বাবা। দেখি কে তোমার পথ আটকায়?

বনবীর। দেখবেন যেন শেষে আপনার মাথার উপর পড়ে না যাই।

সোমরাজ। পড়লেই হল? আমি বাবা তোমার জন্যে সপ্তর্ষি মণ্ডল সৃজন করব বাবা।

বনবীর। সব আপনার দয়া বাবা। এখন আপনি আসুন।

সোমরাজ। বিক্রমজিৎ কোথায়?

বনবীর। কারাগারে।

সোমরাজ। আবার কারাগারে কেন? একেবারে শেষ করে দিলেই ত হয়। চাণক্য কি বলেছেন শোন নি বাবা? ঋণের শেষ আর অগ্নির শেষ—রাখতে নেই বাবা।

বনবীর। তা জানি। আপনার রোষাগ্নির ভয়েই কিছু করে উঠতে পারি নি। সবাই বলে, লোকটা যত খারাপই হক, দেবদ্বিজে ওর ভক্তির তুলনা নেই। আপনাকে নাকি এতদিনে শেয়াল শকুনে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত, পারে নি শুধু বিক্রমজিতের জন্যে।

সোমরাজ। দলপৎ সিং বলেছে বুঝি? ওর মুখ বাবা আগুনে ধরবে না বাবা। তুমি কারও কথায় কান দিও না বাবা বনবীর। শুধু আমি যা বলি, তাই করে যাও বাবা। দেখবে বেলপাতার জোরেই তোমাকে আমি একেবারে—

বনবীর। শেষ করে দেবেন?

সোমরাজ। কি যে বল তার ঠিক নেই।

বনবীর। আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। না এলে আপনার জন্যে দূত পাঠাতে হত। জানেন ত আগামী শুক্লা পঞ্চমীতে উদয়ের রাজ্যাভিষেক?

সোমরাজ। উদয়ের রাজ্যাভিষেক! এ তুমি বলছ কি? রাণা তাহলে তুমি নও?

বনবীর। আজ্ঞে না। আমি রাজপ্রতিনিধি মাত্র।

সোমরাজ। তুমি বাবা নিতান্ত ছেলেমানুষ বাবা। অতটুকু ছেলে উদয়, সে হবে রাজা? আর তুমি হাতে পেয়ে সিংহাসনটা ছেড়ে দেবে? আরে বাবা, তুমিও ত রাজবংশধর। রাজমুকুট কি তোমার মাথায় মানায় না?

বনবীর। মানায়, কিন্তু কেবলি পড়ে যেতে চায়।

সোমরাজ। আর পড়বে না বাবা, আমি সব ঠিক করে দেব।

বনবীর। কি করে ঠিক করবেন?

সোমরাজ। ওই যে বললাম সোনার বিল্বপত্র। তুমি শুধু অর্থ জোগাবে, আর তোমায় কিছু করতে হবে না বাবা। খবরদার, অমন কাজ করো না। যার তার কথায় নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করো না। আমি যখন আছি, তোমার ভয় কি? দরকার হয় উদয় সিংহকে একেবারে—

বনবীর। [সগর্জ্জনে] খবরদার!

সোমরাজ। ঠাট্টা বাবা, সব ঠাট্টা। আমি তোমার মন পরীক্ষা কচ্ছিলাম। কিছু মনে করো না। হেঃ-হেঃ-হেঃ। [প্রস্থান।

বনবীর। ছি ছি ছি, মহারাণীর পুত্র—নিষ্পাপ সরল শিশু, তার অমঙ্গলের কল্পনা কোন মানুষে করতে পারে? সিংহাসন থেকে তাকে বঞ্চিত করব আমি? কি মূল্য এ সিংহাসনের?

মেদিনীর প্রবেশ।

মেদিনী। কাণাকড়িও নয়। কেন তুমি গঙ্গাজলে স্নান করে এ পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনার নরককুণ্ডে নেমে এলে? কোথায় গেল তোমার সে শুচিসুন্দর পরিচ্ছদ, কোথায় হারিয়ে ফেললে তোমার সে ভুবন ভোলানো হাসি, কে কেড়ে নিয়ে গেল তোমার মুখের আহার, চোখের ঘুম?

বনবীর। মেদিনি!

মেদিনী। এই ঐশ্বর্য্যের ঝঙ্কার, এই ক্ষমতার লড়াই, এই হিংসার বিষবাষ্প সইতে পাচ্ছ তুমি? আমার যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এ তুমি করলে কি?

বনবীর। তুমি এ কি বলছ মেদিনি? মেবারের রাজপ্রতিনিধির স্ত্রী তুমি, এত বড় মর্য্যাদা তোমার ভাল লাগছে না?

মেদিনী। না না। মর্য্যাদা! মর্য্যাদায় প্রাণ ভরে না স্বামি। তোমার এ রাজবেশ, তোমার এ সম্মান তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেন তুমি মহারাণাকে কারারুদ্ধ করলে?

বনবীর। তুমি জান না, সে মেবারকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছে।

মেদিনী। সে কথা সর্দ্দাররা বুঝবেন, তুমি কেন এর মধ্যে মাথা গলাতে এলে? কে তুমি মেবারের? কতটুকু তুমি মেবারের আত্মীয়? তুমি কি ভেবেছ, তোমাকে এরা ভালবেসে রাজপ্রতিনিধি করেছে? না,—আর কাউকে রাজপ্রতিনিধি করলে রাজ্যময় মহাবিপ্লব হত, তাই তোমাকে দুদিনের জন্য এরা এই মর্য্যাদার আসনে বসিয়েছে। প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে যাবে, তখন ওই দলপৎ সিং তোমাকে টেনে নর্দ্দামায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

বনবীর। কেন? আমি ত এঁদের অসম্মান করি নি।

মেদিনী। নাই বা করলে। তুমি যে দাসীপুত্র, সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?

বনবীর। মেদিনি!

মেদিনী। তুমি জান না, সেদিন দলপৎ সিং যখন আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তৃষ্ণায় তাঁর ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। মা তাঁকে জল এনে দিলেন তিনি তা পান করলেন না।

বনবীর। এ কথা সত্য?

মেদিনী। মাকে জিজ্ঞাসা কর। যারা তোমাকে এত ছোট মনে করে, তাদের অনুগ্রহের রাজভোগ কেন তুমি মুখে তুলবে? তোমার বাহুতে শক্তি আছে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে তোমার জোড়া নেই,

অসংখ্য গুণে তুমি গুণবান। পারবে না তুমি আমাদের জন্যে দুবেলা দুমুঠো শাকান্ন সংগ্রহ করতে?

বনবীর। পারব।

মেদিনী। তবে চলে এস ঐশ্বর্য্যের এই অষ্টপাশ ত্যাগ করে। ভয় কি তোমার স্বামি? আমার হৃদয়ে পাতা আছে তোমার স্বর্ণসিংহাসন। সে সিংহাসন বজ্রাঘাতে ভাঙ্গবে না, প্লাবনে ভেসে যাবে না, হিংসার আগুনে জ্বলে যাবে না।

বনবীর। এ কি তুমি সত্যি বলছ? তুমি ত শুনেছ, আমি দাসীপুত্র।

মেদিনী। সে জন্যে তোমার মাথাটা ত ছোট হয় নি, হাত পা ত একটা কম গজায় নি। উদরান্নের জন্যে মানুষকে ছোট কাজ করতে হয়, তাতে তার মনুষ্যত্ব নষ্ট হয় না। দাসদাসীরাও মানুষ, তাদের পুত্রকন্যার মর্য্যাদা কারও চেয়ে কম নয়।

বনবীর। মেদিনি, তুমি এত সুন্দর। তবে চল, আমি ফিরেই যাব। শুধু এই প্রাসাদ থেকে নয়, মেবার ছেড়েই চলে যাব। উদয় যতদিন বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন সর্দ্দারেরাই রাজ্য রক্ষা করবেন। মেবারের মঙ্গলের জন্য রাণা বিক্রমজিৎকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। ঐশ্বর্য্যের চেয়ে মনুষ্যত্ব অনেক বড়। [প্রস্থান।

মেদিনী। তোমাকে আমি চিনি। কিন্তু তুমি যে মাতৃভক্ত, মায়ের মুখের কথায় তুমি না করতে পার এমন কোন কাজ নেই। কিন্তু মায়ের আকাশস্পর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ইন্ধন জোগাতে তোমাকে আমি দেব না।

শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতল। মেদিনি!

মেদিনী। কি মা? তোমাকে যে বড় চিন্তিত দেখছি। কি হয়েছে মা?

শীতল। মাদুলী দেখেছ, মাদুলী?

মেদিনী। কিসের মাদুলী মা?

শীতল। সন্ন্যাসী প্রদত্ত মাদুলী। এ মাদুলী যে পরবে, সে রাজা হবে। তোমাদের কাউকে আমি এতদিন একথা বলি নি। আজ বনবীরের হাতে পরিয়ে দেব বলে পেটিকা খুলে দেখি, মাদুলী নেই।

মেদিনী। কি সর্ব্বনাশ! তাহলে উপায়? ও মা, আমার যে কান্না পাচ্ছে। কে আমাদের এমন সর্ব্বনাশ করলে মা? আমরা ত কারও কোন অনিষ্ট করি নি। হা ভগবান্।

শীতল। তুমি ভুলে কাউকে দাও নি ত?

মেদিনী। আমি দেব ঘরের জিনিষ পরকে? আর এ কি পুতুল, না ছেঁড়া কাপড় যে যাকে তাকে বিলিয়ে দিলেই হল?

শীতল। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। আমি চোখে অন্ধকার দেখছি।

মেদিনী। আমিও দেখছি। হ্যাঁ মা, বেরালে নিয়ে যায় নি ত? আমি কিন্তু একটা কালো বেরালকে ঘরে ঢুকতে দেখেছি।

শীতল। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ। বেরালে পেটিটা খুলে মাদুলী নিয়ে যাবে কেন?

মেদিনী। গলায় পরবে বলে?

শীতল। বেরিয়ে যাও তুমি আমার সামনে থেকে। তোমার বুদ্ধি হবে আমি মরে গেলে।

মেদিনী। [স্বগত] আশা নেই। তুমিও মরবে না, আমারও বুদ্ধি হবে না। হায় মেবার, হায় উদয় সিং!

শীতল। কত আশা করে বসে আছি আমি। আজ শুভদিনে মাহেন্দ্রক্ষণে বনবীরের হাতে কবচ পরিয়ে দেব। শত্রুর মুখ বন্ধ হয়ে যাবে, সব শুভগ্রহ একসঙ্গে মিলিত হবে, কোনদিকে কোন কণ্টক থাকবে না, কারও কাছ থেকে কোন বাধা আসবে না, চিতোরের সিংহাসনে মহারাণা হয়ে রাজত্ব করবে আমারই পুত্র বনবীর।

মেদিনী। এমন সর্ব্বনাশ মানুষের হয়? সব আশা যখন নির্ম্মূল হয়ে গেল, তখন আর আমরা এখানে থাকব না। চল মা, আমরা এখনি চিতোর ছেড়ে চলে যাই। মুখের দিকে চাইছ কেন? শুনতে পাচ্ছ না লোকের চাপাহাসি? ভয়ে কেউ মুখ ফুটে মুখের উপর কিছু বলে না। আড়ালে সবাই তোমাকে বলে ডাইনী, আর তোমার ছেলে বলে দাসীপুত্র। পেট যখন ভরল না, তখন জাত খোয়াবে কেন? চল মা চিতোর ছেড়ে আমরা চলে যাই।

শীতল। যেতে হয় তুমি যাও, আমিও যাব না, আমার ছেলেকেও যেতে দেব না। তোমার রাণী হতে ইচ্ছে না হয়, আর কেউ এসে রাণী হবে; কিন্তু আমি রাজমাতা না হয়ে এক পা-ও নড়ব না।

মেদিনী। ছেলের মাথাটা চিবিয়ে না খেয়ে তোমার শান্তি হচ্ছে না, কেমন? কিন্তু তোমার মাথা চিবিয়ে খেতে আর একজন আছে, মনে রেখো।

শীতল। বেরিয়ে যা তুই অলক্ষ্মি। আমার ছেলে যদি রাণা হয়, আমি তার পাশে আর একজনকে বসাব।

মেদিনী। [স্বগত] ডাইনীর শখ দেখেছ? আপনি থাকতে ঠাঁই নেই, শঙ্করাকে ডাকে। হুঁঃ। [প্রস্থান।

শীতল। ভীরু কাপুরুষ বৈশ্যের মেয়েকে ঘরে আনাই আমার ভুল হয়েছিল।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। মা,—

শীতল। আমার পেটিকা থেকে সন্ন্যাসী প্রদত্ত মাদুলী কে নিয়েছে বনবীর?

বনবীর। আমি ত জানি না মা।

শীতল। তুমি জান না, মেদিনী জানে না, তবে কি অপ দেবতা এসে চুরি করে নিয়ে গেল?

বনবীর। কিসের মাদুলী মা?

শীতল। সন্ন্যাসীদত্ত মন্ত্রপূত কবচ। এ কবচ যে ধারণ করবে, সেই রাজা হবে।

বনবীর। রাজা যে হতে চায়, কবচ তার কাছেই চলে গেছে। তুমি বৃথা আক্ষেপ কচ্ছ কেন মা? আমি যখন রাজা হতে চাই না, তখন মাদুলীরও আমার প্রয়োজন নেই।

শীতল। কি বলছ তুমি উন্মাদ? নিয়তি হাত ধরে তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে, তুমি তা নেবে না?

বনবীর। না। নিয়তি আমার হাতে সিংহাসন তুলে দিয়েছে বসবার জন্য নয়, রক্ষা করবার জন্য। তুমি কি শোন নি, আগামী শুক্লা পঞ্চমীতে উদয়ের রাজ্যাভিষেক হবে?

শীতল। তাই কি নগরময় এত উৎসব? বন্ধ কর, বন্ধ কর উৎসব। উদয় হবে রাণা, আর তুমি হবে তার অনুগ্রহভিখারী রাজকর্ম্মচারী? তাহলে বিক্রমজিতের কি দোষ ছিল?

বনবীর। সে তোমায় দাসী বলে অবজ্ঞা করেছে।

শীতল। আর উদয় বুঝি ফুল চন্দন দিয়ে পূজো করেছে? এরা শিশু বৃদ্ধ যুবা সব সমান। এই শিশু যখন যৌবনে পদার্পণ করবে, সে গোখরো সাপের মত ফণা তুলে তোমায় দংশন করবে।

বনবীর। দংশন করবার আগেই আমি চলে যাব। তুমি তাকে আশীর্ব্বাদ কর মা।

শীতল। আশীর্ব্বাদ করতেই আমি গিয়েছিলাম পুত্র। সে আমার আশীর্ব্বাদী ফুল নিলে না। কি বললে জান? বললে,—আমি রাণা, দাসীর আশীর্ব্বাদে আমার দরকার নেই।

বনবীর। এই কথা বললে? উদয় বললে?

শীতল। উদয় বললে আর পান্না হেসে গড়িয়ে পড়ল।

বনবীর। মা, আমায় পাগল করো না মা। বল, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

শীতল। কি বললে? আমার কথা মিথ্যা? থাক তুমি তোমার সত্যবাদিনী স্ত্রীকে নিয়ে, আমি এই মুহূর্ত্তে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

বনবীর। দোহাই মা তোমার; মনের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা কর। আমি বুঝতে পাচ্ছি, আমার মনের মধ্যে একটা রাক্ষস ঘুমিয়ে আছে; ধীরে ধীরে তার ঘুম ভাঙ্গছে, আর আমি শিউরে উঠছি। আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পাচ্ছি না মা। দুগ্ধ পোষ্য শিশুর মত তুমি আমায় পক্ষপটে লুকিয়ে রাখ। নইলে আমি পাগল হয়ে যাব মা, আমি পাগল হয়ে যাব। আর সে উন্মত্ততার ফল ভোগ করবে এই হতভাগ্য মেবার।

বিক্রমজিতের প্রবেশ।

বিক্রম। কে আমায় এখানে নিয়ে এল? তুমি? কেন? বিচার করবে?

বনবীর। না দাদা। আমি তোমাকে মুক্তি দেব, কিন্তু একটা কথা,—

বিক্রম। কি কথা তোমার?

বনবীর। আমি তোমাকে আজ রাত্রেই মেবারের সীমানা পার করে দেব। তুমি শপথ কর, জীবনে আর কোনদিন মেবারে পদার্পণ করবে না।

বিক্রম। আমার পিতৃভূমিতে আমি পদার্পণ করব না, পদার্পণ করবে তুমি দাসীপুত্র?

বনবীর। বিক্রমজিৎ!

শীতল। হত্যা কর, হত্যা কর; পশুর সঙ্গে কিসের বাক্যালাপ তোমার? এই হিংস্র শ্বাপদকে দয়া করা আর সাপের ফণায় হাত বুলিয়ে দেওয়া এক কথা।

বিক্রম। দয়া! দাসীপুত্রের দয়ায় আমার কোন প্রয়োজন নেই। শোন্ দাসি, শোন্,—

বনবীর। নাঃ, এরা আমায় পাগল করবে, আমায় মানুষ হতে দেবে না। আমি যতই এদের আলিঙ্গন করতে চাই, ততই এরা আমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেয়। হল না, হে অন্তর্যামি, তুমি আমায় কেন সৃষ্টি করেছ? আমার কি দয়া মায়া স্নেহভালবাসার অধিকার নেই? মুক্তি তাহলে চাও না তুমি?

বিক্রম। চাই। কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি আমি দেব না। আমি

যদি বাঁচি, আবার আমি আসব, তোমাকে টেনে ছুঁড়ে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেব। আমার পিতৃব্যের জারজ সন্তান তুই—

[শীতলসেনীর ছুরিকা তাহার পৃষ্ঠভেদ করিল]

বিক্রম। আঃ—

বনবীর। এ কি করলে মা? নারী হয়ে নরহত্যা করলে? এতই তোমার অভিমান? পুত্রসম এই ভাগ্যহীন রাণার এতটুকু দুর্ব্বাক্য সইতে পারলে না?

শীতল। না না, সইব না। তুমি যদি বিশ্বাস কর যে তোমার মা স্বৈরিণী নয়, যদি বিশ্বাস কর যে তুমি তোমার পিতার বৈধ সন্তান,—তাহলে এ অপমানের প্রতিশোধ নাও পুত্র, এই গর্ব্বিত উদ্ধত রাজবংশধর দুটোকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও। এ আমার উপদেশ নয়, আদেশ।

বনবীর। হল না বিধাতা, তুমি আমায় মানুষের রূপ দিয়েছিলে, মানুষ হওয়া আমার অদৃষ্টে হল না। পিতার রক্তে যে অপদেবতা লুকিয়ে আছে, সে আমায় মুহুর্মুহু আকর্ষণ কচ্ছে। আমি স্বর্গের দিকে পা বাড়াতে চাই, সে আমায় নরকে টেনে নিয়ে যায়। ব্যর্থ এ জীবন। একটা ভিক্ষুকের যে অধিকার আছে, আমার তাও নেই। স্বর্গাদপি গরীয়সি জননি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হক।

[প্রস্থান।

বিক্রম। শোন্ দাসি, শোন্,—

শীতল। যমের বাড়ী গিয়ে বল্ মদ্যপায়ি পশু। [পুনঃ ছুরিকাঘাত]

বিক্রম। যাচ্ছি যাচ্ছি। যাবার আগে বলে যাই শোন্। যে

জারজ সন্তানের রাজ্যলাভের জন্যে তুই আমাকে হত্যা করলি, সে একদিন তোকে জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করবে। এ যদি মিথ্যা হয়, শাস্ত্র মিথ্যা, ভগবানও মিথ্যা।

[স্খলিতপদে প্রস্থান।

শীতল। এই দ্বিতীয় পাপ; এর পরে সেই শিশু রাজকুমার। পারব না তাকে সরিয়ে দিতে? পারতেই হবে। চোখে যদি জল আসে, চোখ দুটোকে উপড়ে ফেলে দেব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রত্নসিংহের গৃহ।

রত্নসিং ও সোমরাজের প্রবেশ।

রত্ন সিং। কি বললে সোমরাজ? কে মরেছে?

সোমরাজ। রাণা বিক্রমজিৎ।

রত্ন সিং। এ কি তুমি সত্যি বলছ?

সোমরাজ। এই দেখ; আমি যে নিজের চোখে দেখে এলাম। দেখেই ত দাদা তোমাকে খবর দিতে ছুটে আসছি দাদা।

রত্ন সিং। কি রোগ হয়েছিল?

সোমরাজ। রোগ নয় দাদা, হত্যা করেছে দাদা।

রত্ন সিং। কে হত্যা করেছে?

সোমরাজ। তুমি আমাকে তেড়ে আসছ কেন দাদা? হত্যা করেছে বনবীর।

রত্ন সিং। তুমি মিথ্যে কথা বলছ। এ কখনও হয়?

সোমরাজ। তবে হয় নি।

রত্ন সিং। তুমি নিজের চোখে দেখে এলে?

সোমরাজ। না দাদা, পরের চোখে দেখে এলুম।

রত্ন সিং। আমি তোমার রহস্যের পাত্র নই।

সোমরাজ। আমিও তোমার রহস্যের সমান নই।

রত্ন সিং। বনবীর হত্যা করেছে রাণা বিক্রমজিৎকে ? কেন হত্যা করেছে ?

সোমরাজ। আমার সঙ্গে ত পরামর্শ করে নি, কি করে জানব দাদা ? আমি তাকে বললুম,—এমন মহাপাপ করলে তুমি বনবীর ? রাণা বিক্রমজিতের যত দোষই থাক, তবু সে রাজপুত্র, তুমি ব্যাটা দাসীপুত্র তাকে হত্যা করলে ? সর্দ্দার রত্ন সিং যখন এ কথা শুনবে, তোমাকে দু ঠ্যাং ধরে চিরে ফেলবে। শুনে দাদা, বিশ্বাস করবে না দাদা, আমাকে তরবারি তুলে দেখালে।

রত্ন সিং। এ আমি আগেই জানতুম। কেউ আমার কথা শুনলে না। খাল কেটে কুমীর ঘরে নিয়ে এল। যাক সব যাক্।

সোমরাজ। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে ত চলবে না দাদা। এখনও সময় আছে। কি করবে তাই কর।

রত্ন সিং। কিছু করব না, করতে পারব না। আমি জরাজীর্ণ, অক্ষম বৃদ্ধ, তার উপর রোগে চলচ্ছক্তিহীন। কি প্রতিকার করব ? কেন করব ? বুকের পাঁজর খুলে দিয়েছি এই মেবারের কল্যাণে। কেউ তা বুঝল না। রাণার পবিত্র বংশটাকে এরা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলে। কেউ থাকবে না, শিশু উদয়টাকে পর্য্যন্ত গলা টিপে শেষ করে দেবে। না না, এ আমি কি বলছি ? দেওয়ালগুলো শুনতে পায় নি ত ?

সোমরাজ। তাই ত দাদা, এ ব্যাটাকে আর বাড়তে দিলে একদিন হয়ত উদয়কে—

রত্ন সিং। উদয়কে কি ?

সোমরাজ। ওই যে তুমি বললে, হত্যা—

রত্ন সিং। চুপ্‌ চুপ্‌। আমি বলেছি? কখন বলেছি? আবার ওকথা উচ্চারণ করলে আমি তোমাকে এখুনি তুলে আছাড় মারব।

সোমরাজ। আরে তুমি আমাকে খিঁচুচ্ছ কেন?

রত্ন সিং। বেরিয়ে যাও। তোমরা সব সমান।

সোমরাজ। তুমি যে বড় ভাবনা ধরিয়ে দিলে দাদা। বিক্রমজিৎ না হয় তোমাকে অপমান করেছিল, তারই প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

রত্ন সিং। কে বলেছে অপমান করেছিল?

সোমরাজ। সবাই ত বলে।

রত্ন সিং। সবাই মিথ্যাবাদী।

সোমরাজ। কিন্তু তুমি যা বললে, তাই যদি করে? যদি সত্য সত্যই দাদা উদয়কে দাদা—

রত্ন সিং। বেরিয়ে যাও। ইতর, অভদ্র, বেইমান—

সোমরাজ। আমার কথা বলছ?

রত্ন সিং। যাও; বনবীরকে বল গে, রত্ন সিং আসছে, তোমার এই মহাপাপের জন্য তোমাকে সে জীবন্ত সমাধি দেবে।

সোমরাজ। তবে তাই যাই। তুমি শীগ্‌গির এস দাদা; আমি দুচোখে অন্ধকার দেখছি। হায় হায়, সিংহাসন ত নিলেই, তার উপর রাণার প্রাণটাও রাখলে না? এখানেই তো থামবে না। বাঘ যখন রক্তের স্বাদ পেয়েছে, তখন আরও কি করে দেখ দাদা। তুমি যা বললে দাদা,—যদি সে উদয়কে—

রত্ন সিং। আবার উদয়কে? খবরদার তার কাছে উদয়ের নাম উচ্চারণ করবে না। এখনও সে হয়ত কথাটা ভাবে নি। একবার কথাটা কাণে উঠলে তার মনে বদ্ধমূল হয়ে যাবে।

দুর্জ্জয়ের প্রবেশ।

দুর্জ্জয়। একি পিতা, আপনি রোগশয্যা ছেড়ে উঠে এসেছেন যে?

সোমরাজ। শুধু উঠে এসেছেন? কাঁপছেন দেখছ না? এত করে বলছি শুয়ে পড়ুন গে। কথাটা কাণেই তুলছেন না।

দুর্জ্জয়। আপনি এখানে কেন ঠাকুর? অসময় না হলে ত আপনি আসেন না। কার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে?

সোমরাজ। হেঃ-হেঃ-হেঃ, বাবাজী বড় রসিক। দীর্ঘজীবী হও বাবা, দীর্ঘজীবী হও। [স্বগত] ধনেপুত্রে সর্ব্বনাশ হক।

দুর্জ্জয়। কি হয়েছে পিতা?

রত্ন সিং। শুনেছ দুর্জ্জয়, বিক্রমজিৎ নিহত?

দুর্জ্জয়। শুনেছি।

রত্ন সিং। শুনেছ? তার পরও বনবীর জীবিত আছে?

দুর্জ্জয়। না থাকবে কেন? বনবীর তাকে হত্যা না করলে আমার হাতেই তার জীবনান্ত হত।

রত্নসিং। তা ত বটেই। সাতপুরুষ ধরে তারা আমাদের অন্নদান করে আসছে, সে তাদের অপরাধ; তার পিতা রাণা সঙ্গ নিজের পত্নীপুত্রকে তত বিশ্বাস করে নি, যত বিশ্বাস করেছে আমাদের। সে তাঁর ছল না! অতুল ঐশ্বর্য্য, অফুরন্ত মান, অপরিসীম ক্ষমতা, এরাই আমাদের দিয়েছিল, সে সবই মায়া, না?

দুর্জ্জয়। মায়া নয়। কিন্তু সে তাদের দয়ার দানও নয়। আপনি বুক দিয়ে তাদের রক্ষা করেছেন, তারা তার মূল্য দিয়েছে।

রত্ন সিং। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক। সরে যাও আমার সম্মুখ থেকে। আমি রাজপ্রাসাদে যাব।

দুর্জ্জয়। রাজপ্রাসাদে যাবেন! আপনি যে অসুস্থ। কি করবেন সেখানে গিয়ে?

রত্ন সিং। বনবীরকে চুলের মুঠি ধরে নামিয়ে পাষাণে আছাড় মারব।

দলপতের প্রবেশ।

দলপৎ। কেন বল দেখি? বিক্রমজিৎ মরেছে, তাতে তোমার কি?

রত্ন সিং। আমার আবার কি? আমার কি আত্মীয়, না কুটুম্ব?

দলপৎ। তবে তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন?

রত্ন সিং। জল পড়ছে? মিথ্যাবাদী, বাচাল, অসভ্য; বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

দলপৎ। তুমি বেরিয়ে যাও চিতোর থেকে।

দুর্জ্জয়। মাতুল!

দলপৎ। বিক্রমজিৎ মরেছে, মেবার জুড়িয়েছে। তুমি মরলে আরও জুড়োবে।

রত্ন সিং। তোমরা সব কটা মরলে গোটা ভারতবর্ষটাই জুড়িয়ে যাবে। তোমার স্ত্রী যেদিন বিধবা হবে, সেদিন আমি ঢাক ঢোল বাজিয়ে মহোৎসব করব।

দলপৎ। তুমি যেদিন মরবে, সেদিন আমি দুহাতে দানধ্যান করব।

দুর্জ্জয়। পিতা! আপনি বৃথাই উত্তেজিত হচ্ছেন। বিক্রমজিতের মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারত না। সমগ্র মেবারে তার শত্রুর অভাব ছিল না। তার মাথার উপর দিবানিশি সহস্র খড়্গ উদ্যত

ছিল ; তার মৃত্যুদণ্ডে সে নিজের হাতে স্বাক্ষর করেছে। আপনি বিশ্বাস করুন পিতা, সমগ্র মেবারে তার সব চেয়ে বড় বন্ধু ছিল এই বনবীর। নিজের ব্যবহারে তাকেও সে শত্রু করে তুলেছে। এ মৃত্যু তারই ফল। এ মৃত্যু শোচনীয় বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়।

রত্ন সিং। তোমরা এর পরেও ওই বনবীরকে রাজপ্রতিনিধির আসনে বসিয়ে রাখতে চাও ?

দলপৎ। নিশ্চয়।

রত্ন সিং। ধ্বংস তোমাদের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্জ্জয় অপরিণত বুদ্ধি যুবক, তার বুদ্ধি ভ্রংশ হতে পারে, কিন্তু তোমার কি করে এ মতিভ্রম হল ? পৃথ্বীরাজকে তুমি দেখ নি ? শীতলসেনীকে তুমি চেন না ? এই দুই মহাপাপের রক্ত মিশেছে ওই বনবীরের ধমনীতে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তার রাংতা এতদিনে উঠে গেছে, আসল মূর্ত্তি বেরিয়ে এসেছে। সৈন্যদের ডাক দুর্জ্জয়, অস্ত্র শস্ত্র নাও দলপৎ সিং। আর একদিনও বিলম্ব করো না। আজ যদি তার মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে না দাও, কাল আর সে সুযোগ পাবে না।

দুর্জ্জয়। কেন পাব না পিতা? সৈন্যগণ সব আমার মুঠোর মধ্যে। যদি সে দুর্দ্দিন আসে, বনবীরকে আমি মূষিকের মত বধ করব।

রত্ন সিং। তাই করো বাপু, তাই করো। অমন মাতুল যার, পিতার পরামর্শে তার কি প্রয়োজন ? পুরাণের পাতায় তিন মাতুলের কাহিনী লেখা আছে, কালনেমি, কংস, আর শকুনি। ইতিহাসের পাতায় আর একটা মাতুলের কাহিনী লেখা থাক।

দলপৎ। শুধু কি মাতুলের কাহিনীই থাকবে ? পিতার কাহিনী

থাকবে না? আশী বছর বয়স হয়েছে তোমার, এখনও তুমি তোমার উপযুক্ত পুত্রকে অঙ্গুলিহেলনে চালন করতে চাও? তা হয় না। তোমার যুগ শেষ হয়েছে, এ যুগের পক্ষে তুমি অনাবশ্যক, অতিরিক্ত, ভারবহ মাত্র। যাও, রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে ভগবানের নাম স্মরণ কর, আর তাঁর কাছে প্রার্থনা কর যেন দেশের মঙ্গলের জন্য অচিরেই তোমার মৃত্যু হয়। [প্রস্থান।

রত্ন সিং। সত্যই কি আমি আজ অনাবশ্যক?

দুর্জ্জয়। না পিতা, না। মাতুল ভুল বলেছেন।

রত্ন সিং। রত্ন সিং না মরলে দেশের মঙ্গল হবে না?

দুর্জ্জয়। মিছে কথা পিতা। আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না। আপনি রোগগ্রস্ত, বিশ্রাম করুন গে। আপনি বিশ্বাস করুন, আমাদের বংশের অনুপযুক্ত কোন কাজ আমি করব না; আমি প্রাণ দেব, তবু মেবারের অমঙ্গল করব না।

[প্রস্থান।

রত্ন সিং। আমি অনাবশ্যক? মেবারের মঙ্গলের জন্য আমার মৃত্যু চাই?

গীতকণ্ঠে সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। **গীত।**

শিয়রে শমন, ওঠ জাগো বীর, করো না মিথ্যা অভিমান।
নেকড়ে পেয়েছে শোণিতের স্বাদ, করবে সবার রক্ত পান॥
আর ঘুমায়োনা হে বীর কেশরি,
তস্করে সব নিল বুঝি হরি,
জাগিয়ে তোল এ রাজপুতানায় ঘুমায় যারা বীর জোয়ান।

স্নেহ মায়া দয়া কাঁদুক না পিছে,
অশ্লেষা আর মঘা সব মিছে,
দেশের অরাতি আড়ালে ফুঁসিছে রক্তে তাহার কর সিনান।

রত্ন সিং। কি করব আমি? আমি যে রোগগ্রস্ত।

সুমন্ত্র। রোগ তোমার দেহে নয়, মনে। [প্রস্থান।

রত্ন সিং। মনটাকে আমি চাবুক মেরে সোজা করব। কে?

পান্নার প্রবেশ।

পান্না। আমি সর্দ্দারজি,—ধাত্রী পান্না।

রত্ন সিং। এঃ, তুই বেটী আবার উদয়কে একা ফেলে আমার কাছে মরতে এলি কেন?

পান্না। শুনেছেন সর্দ্দারজি, রাণা বিক্রমজিৎ নিহত?

রত্ন সিং। তাতে তোর কি বেটি? সে তোর আত্মীয় না কুটুম্ব? ওঃ—চোখ দিয়ে জল পড়ছে দেখ। মানুষের জন্যে মানুষে কাঁদে?

পান্না। আপনিও ত কাঁদছেন।

রত্ন সিং। মিছে কথা বলিস নি ছুঁড়ি, তুলে আছাড় মারব।

পান্না। এখন কি হবে সর্দ্দারজি? আমি যে চারদিকে অন্ধকার দেখছি। রাণাকে যখন হত্যা করেছে, তখন উদয়েরই বা আশা ভরসা কি আছে?

রত্ন সিং। কিছু না। শীতলসেনী যখন আছে, তখন রাজবংশের কাউকে বাঁচতে দেবে না।

পান্না। তাহলে আমি এখন কি করব? কেমন করে তাকে রক্ষা করব?

রত্ন সিং। যেমন করে তাকে একা ফেলে রেখে এসেছ, তেমনি করে রক্ষা করবে। ফিরে গিয়ে দেখ, উদয় অস্ত গেছে।

পান্না। কেন বাজে কথা বলছেন? আমি বৌরাণীকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

রত্ন সিং। বৌরাণীটা কে?

পান্না। বনবীরের স্ত্রী।

রত্ন সিং। বনবীরের স্ত্রী! তার কাছে তুই উদয়কে রেখে এসেছিস? আমি তোর মাথাটা ভাঙ্গব।

পান্না। বৌরাণীকে আপনি চেনেন না সর্দ্দারজি। সে মানবী নয়, দেবী।

রত্ন সিং। বনবীর যেমন দেবতা, তার স্ত্রী তেমনি দেবী। ওই দেবীই তোর মাথা খাবে। হতভাগা মেয়ে, রাখতে যখন পারবি না, কেন নিয়েছিলি এ গুরুভার?

পান্না। দেশের এ দুর্দ্দিনে ঘরে বসে হরিনাম জপ করবেন যদি, কেন আপনি চিতোরের প্রধান সর্দ্দারের পদ আঁকড়ে ধরে আছেন? আপনার সম্মতি না পেলে বনবীর ত রাজপ্রতিনিধি হতে পারত না? রাণার হত্যার খবর শুনেও আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন?

রত্ন সিং। বসে থাকব না ত করব কি?

পান্না। হয় প্রতিকার করুন, না হয় মরুন। [প্রস্থানোদ্যোগ]

রত্ন সিং। অমনি হন হন করে চলল! শোন্ শোন্, শীতলসেনী কোথায়?

পান্না। প্রাসাদেই আছে।

রত্ন সিং। তার মুখ দেখেছিস্? হাসছে দেখলি?

পান্না। না।

রত্ন সিং। হাসবে হাসবে। যেদিন তার মুখে হাসি দেখতে পাবি, সেদিন বুঝবি, ঝড় আসছে। চল্ চল্, দুজনে ছুটতে ছুটতে যাই। আগে প্রতিকার করব, তারপর মরব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। কে তুমি আমায় এমনি করে হাতছানি দিয়ে ডাকছ? এত প্রবল তোমার আকর্ষণ, এত মধুর তোমার কণ্ঠস্বর? তুমিই কি একদিন অযোধ্যার রাণী কৈকেয়ীর কণ্ঠে ভাষা দিয়েছিলে? তুমিই কি কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের রসনায় আবির্ভূত হয়ে বলেছিলে, "সূচ্যগ্র ভূমিও আমি দেব না?" কেন আমার কাছে এসেছ? আমি তোমার ডাক শুনব না। তুমি যাও, তুমি যাও।

গীতকণ্ঠে লোভের প্রবেশ।

লোভ। **গীত।**

ওরে অবোধ ছেলে,
কাচ নিয়ে তুই গেরো দিলি মুক্তো মানিক ফেলে।
স্বার্থ নিয়ে সবাই মগন, তুই কি হবি সাধু?
জানি না কি মিথ্যা মায়া করল তোরে যাদু;

মরলি বয়ে চিনির বোঝা, এ পথে সুখ মিথ্যে খোঁজা,
যা পেয়েছিস্, তুলে নে না, যাসনে পায়ে ঠেলে।

বনবীর। আমি তোকে মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করব শয়তান। [প্রহারোদ্যোগ, লোভের প্রস্থান।] ওরে, কে আছিস, ধর্ ধর্, দুশমন পালিয়ে গেল।

শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতল। কি বনবীর?

বনবীর। এ কি, মা? এতক্ষণ কি আমি তোমাকেই দেখছিলাম? তাই ত, মাথার মধ্যে কি সব গোলমাল হয়ে গেল? কিন্তু তুমি এখনও প্রাসাদে বসে আছ কেন মা? পালাও পালাও, রত্ন সিং আসছেন।

শীতল। আসুক। আমি ওই স্থবির নখদন্তহীন শৃগালকে ভয় করি না; শুধু ভয় করি তোমাকে।

বনবীর। আমাকে!

শীতল। তোমার এ অসার ঔদার্য্য, এই দুর্ব্বলতা আমায় পাগল করেছে পুত্র। বিক্রমজিতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তুমি রাজ্যময় শোকযাত্রার আয়োজন করেছ? কেন?

বনবীর। মহামান্য রাণার শব নিঃশব্দে গিয়ে চিতায় উঠবে মা? প্রজারা একটু কাঁদবে না?

শীতল। তুমি মূর্খ। প্রজারা রাজবংশধরের আহত মৃতদেহ দেখলে যদি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে?

বনবীর। তাহলে বুঝব যে রাজপুত জাতি এখনও মরে নি। কিন্তু সেজন্য তোমার কোন ভয় নেই মা। সবাই জানে রাণাকে আমিই হত্যা করেছি। আঘাত করতে হয়, তারা আমাকেই

করবে। তোমাকে শুধু একটা অনুরোধ মা, সর্দ্দার রত্ন সিংকে তুমি মুখ দেখিও না। তোমার মুখে রক্তের ছাপ লেগে আছে, কেউ না দেখলেও রত্ন সিং ঠিক দেখতে পাবেন।

শীতল। বনবীর,—

বনবীর। যাও মা, তুমি ঘরে ফিরে যাও। শুক্লা পঞ্চমী আসন্ন। উদয়কে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেই আমি তোমার কাছে চলে যাব, আর এখানে আমরা ফিরব না।

শীতল। উদয়কে তুমি সিংহাসনে না বসিয়েই ছাড়বে না?

বনবীর। মা, সে নিতান্ত বালক, পিতৃমাতৃহীন অসহায়, সবারই করুণার পাত্র মা। তাকে তুমি ক্ষমা কর।

শীতল। না না, সে মরবে।

মেদিনীর প্রবেশ।

মেদিনী। কেন মরবে মা? রাজমাতা না হলে তোমার বুঝি ঘুম হচ্ছে না? তোমার দুরাকাঙ্ক্ষার বলি হবে ওই ক্ষুদ্র শিশু? কেন? কি তার অপরাধ?

শীতল। তার উত্তর কি আমায় তোমার কাছে দিতে হবে?

মেদিনী। কেন দেবে না? তোমার ছেলের বিবাহিতা স্ত্রী নই আমি? আমাকে নারায়ণ শিলা সাক্ষী করে বিবাহ করে নি? তাকে তুমি হাতে ধরে নরকের পথে টেনে নিয়ে যাবে, আমি তা মুখ বুজে সইব?

শীতল। নরকের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছি, না স্বর্গের পথে এগিয়ে নিয়ে এসেছি?

মেদিনী। এর নাম স্বর্গ? আহার কি আমাদের জুটছিল না?

ঘুমের কি আমাদের অভাব ছিল? আমি কি গা-ভরা গহনা পরে ইন্দ্রাণী সাজতে চেয়েছিলাম? তবে কেন এই মাতৃগত প্রাণ অজাত-শত্রু অপাপবিদ্ধ মানুষটাকে তার সুখের আগার থেকে হিংসার বিষবাষ্পের মধ্যে টেনে নিয়ে এলে? কেন? কেন?

শীতল। আমার খুশী। আমার সৃষ্টিকে নিয়ে আমি পুতুল খেলা করব। যার সহ্য না হয়, সে আমার পথ থেকে দূরে সরে যাবে। আর কোন কথা আছে?

বনবীর। তুমি আবার এখানে কেন এলে?

মেদিনী। মহারাণাকে হত্যা করেছে কে?

বনবীর। আমি।

মেদিনী। বড় ভাইকে হত্যা করতে হাত উঠল তোমার? রাণার আসন থেকে টেনে নামিয়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করেছ, তাতেও তোমাদের সাধ মিটল না? মায়ের কথায় রাজরক্তে হাত রাঙালে তুমি?

বনবীর। কারও দোষ নয় মেদিনি, এ আমার বিধিলিপি।

মেদিনী। বিধিলিপি আমি ব্যর্থ করব।

বনবীর। পারবে না। পাপকার্য্যে আমার জন্মগত অধিকার। আমার পিতা তাঁর স্নেহময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁর উত্তরাধিকারী, তাঁর সাধনার উত্তর-সাধক।

মেদিনী। তা হবে না, এ পথ থেকে তোমায় ফিরে যেতেই হবে। চল। [এক হাত ধরিয়া আকর্ষণ]

শীতল। না-না, রাণা তোমাকে হতেই হবে। [অন্য হাত ধরিয়া আকর্ষণ]

পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। পালাও দাদা, পালাও, রত্নসিং ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। রক্ষী প্রহরী শাস্ত্রীর দল্ যে দিকে পাচ্ছে গা ঢাকা দিচ্ছে। ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে? শুনতে পাচ্ছ না?

বনবীর। পাচ্ছি। কিন্তু পালিয়ে যাব কোথায়?

পুরন্দর। চুলোয় যাবে। বারবার তোমায় বারণ করলুম, কাঙ্গালের ছেলে ঘোড়ায় চড়তে যেও না। শুনলে আমার কথা?

শীতল। কেন তুমি বাজে কথা বলছ?

পুরন্দর। বাজে কথা নয় মাসি, বাজে কথা নয়। বুড়ো রত্ন সিংকে তুমি ঠিক দেখ নি; দেখতে চেও না, মরবে। লোক যে তুমি খুবই ভাল, সে কথা আর কেউ না বুঝলেও ওই বুড়ো ঠিক বোঝে। চলে এস, চলে এস; দাদাকে পেলে হয়ত দু এক পোঁচ দিয়ে ছেড়ে দেবে; কিন্তু তোমাকে সে আস্ত গিলে খাবে।

শীতল। তার ভয়ে তোমার মত কাপুরুষ মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যাবে, আমি তাকে গ্রাহ্য করি না।

বনবীর। যাও পুরন্দর, তুমি মাকে নিয়ে যাও।

মেদিনী। তুমি যাবে না?

বনবীর। না। মায়ের আদেশ না পেলে আমি কোথাও যাব না।

মেদিনী। মায়ের আদেশ পাবে মরার পর, এখন নয়। কোন কোন মাছ যেমন নিজের সন্তানকে চিবিয়ে খায়, তোমার মা-ও তেমনি তোমার মাথাটা চিবিয়ে খাবে।

[প্রস্থান।

শীতল। এই ছোটলোকের মেয়েকে—

পুরন্দর। থাক মাসি থাক, তুমি আর কাউকে ছোটলোক বলো না। তারপর থেকে বল। আকাশে থুথু ফেললে নিজের মাথায় পড়ে কি না, বুঝলে না কথাটা?

বনবীর। পুরন্দর!

পুরন্দর। আচ্ছা দাদা, রাণাকে হত্যা করেছে কে? তুমি না মাসী?

বনবীর। আমি।

পুরন্দর। আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। রাণা বোধহয় মাসীর বাপের নাম জিজ্ঞেস করেছিল, অমনি মাসী তাকে পেছন থেকে একেবারে—

রত্ন সিংহের প্রবেশ।

রত্ন সিং। বনবীর কই, বনবীর?

বনবীর। বনবীর আপনার সম্মুখে সর্দ্দার।

রত্ন সিং। বিক্রমজিৎকে হত্যা করেছে কে?

বনবীর। আমি।

শীতল। না, আমি।

পুরন্দর। ধাপ্পা সর্দ্দারজি, আপনাকে বুড়ো মানুষ পেয়ে এরা ধাপ্পা দিচ্ছে। হত্যা করেছি—আমি। আমাকে বলে কি না দাসীপুত্র। আমিও অমনি একেবারে—

রত্ন সিং। যাও যাও, সরে যাও।

পুরন্দর। কথাটা বিশ্বাস হল না বুঝি?

রত্ন সিং। বনবীর! জান আমি কে?

বনবীর। জানি।

রত্ন সিং। জান যে এই রত্ন সিংয়ের অঙ্গুলিসঞ্চালনে এ রাজ্যের তরুতলবাসী ভিক্ষুক হতে স্বয়ং মহারাণা পর্য্যন্ত চালিত হ'ত? রাজা গড়েছি আমি, প্রয়োজন বোধে আবর্জ্জনা কুণ্ডে নিক্ষেপ করেছি আমি। আজ আমি রোগজীর্ণ বয়সের ভারে অবনত হলেও স্থবির সিংহ। তোমার মত দশটা শৃগালী পুত্রকে আমি এখনও তুলে পাষাণে আছড়ে মারতে পারি।

শীতল। বনবীর!

বনবীর। আপনি মহামান্য চন্দাবৎ সর্দ্দার, রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে এ অশালীন ব্যবহার আপনারই সাজে।

রত্ন সিং। অশালীন ব্যবহার!

পুরন্দর। যেতে দিন সর্দ্দারজি। কথা আপনার সঙ্গে। তুলে আছাড় মারতে হয় আমাকে চাগিয়ে তুলুন; দাদার সঙ্গে আপনার কি দরকার?

রত্ন সিং। কে তুই বর্ব্বর?

পুরন্দর। বর্ব্বর না হলে এমন কাজ কেউ করে? এখন অনুতাপে মরে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে আপনি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত। হে স্থবির সিংহ, এদের ছেড়ে দিয়ে আপনি আমাকে আহার করুন। তাতেও যদি পেট না ভরে, আমার মাসীকেও ভক্ষণ করতে পারেন। কিন্তু দাদার কোন দোষ নেই, আর ওকে খেয়েও কোন সুখ হবে না। কারণ এ ব্যক্তি নিতান্তই নিরামিষ।

রত্ন সিং। বেরিয়ে যাও বাচাল। [বনবীরকে] বল পাষণ্ড, বল, কেন তুমি বিক্রমজিৎকে হত্যা করেছ।

শীতল। তুমি তার কৈফিয়ৎ চাইবার কে?

রত্ন সিং। আমি কৈফিয়ৎ চাইবার কে?

শীতল। হ্যাঁ, তুমি গলিতনখদন্ত বৃদ্ধ, তুমি চন্দাবৎ সর্দ্দারের অতীতের জীর্ণ কঙ্কাল,—

বনবীর। মা,—

শীতল। তুমি মেবারের অনাবশ্যক আবর্জ্জনা—

রত্ন সিং। বটে? আমাকে তুমি চেন না?

শীতল। চিনি না তোমাকে বৃদ্ধ শয়তান?

বনবীর। মা, চুপ কর মা, কাকে কি বলছ?

শীতল। বের করে দাও বনবীর। তোমার মায়ের গায়ে এই বৃদ্ধই সবচেয়ে বেশী নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেছে।

রত্ন সিং। নিষ্ঠীবন! তুমি এত নীচ যে তোমার গায়ে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করতেও আমি ঘৃণা বোধ করি।

পুরন্দর। তাহলে আপনি এখন আসুন সর্দ্দারজি। [জনান্তিকে] দাদা, সরে যাও না।

রত্ন সিং। শোন বনবীর, আমার আদেশ, এই মুহূর্ত্তে তুমি জননী-জায়া নিয়ে চিতোর ত্যাগ করে জন্মের মত চলে যাবে।

পুরন্দর। আরে দূর মশায়, আপনি খালি ওকেই তাক কচ্ছেন। বলছি আমি হত্যা করেছি, অথবা মাসী হত্যা করেছে, তা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনার মাথায় আর কিছু নেই।

বনবীর। পুরন্দর,—

পুরন্দর। সরে যাও না।

শীতল। শোন সর্দ্দার রত্ন সিং,—

রত্ন সিং। সরে যাও অস্পৃশ্যা গণিকা।

বনবীর। রত্ন সিং,—[তরবারি নিষ্কাসন]

[পুরন্দর বনবীরের সম্মুখে দাঁড়াইল]

রত্ন সিং। [তরবারি নিষ্কাসন] চুপ্। রত্ন সিং কে তুমি চেন না। এই মুহূর্ত্তে যদি আমার আদেশ পালিত না হয়, ভাল করে চিনিয়ে দেব, মনে রেখো। রত্ন সিংহের দেহ লোহা দিয়ে তৈরী।

[প্রস্থান।

শীতল। বনবীর!

পুরন্দর। দুঃখ করো না মাসি। ইঁট মারলে পাটকেল খেতেই হবে। [প্রস্থান।

শীতল। বনবীর, তুমি কি আছ না মরেছ?

বনবীর। আছি মা। তুমি ঠিকই বলেছ, এরা আমাদের মানুষ বলে মনে করে না। তুমি কেঁদোনা মা। যে যাই বলুক, আমি জানি, তোমার পরিচয়ে কোন গ্লানি নেই। আমি তোমার সব কথা শুনব মা। বল কি করব আমি, রত্ন সিংহের মাথাটা কেটে আনব, না সমগ্র মেবারে আগুন ধরিয়ে দেব? বল কি তোমার আদেশ?

শীতল। আমার আদেশ, তুমি মেবারের রাণা হও। [প্রস্থান।

বনবীর। মেবারের রাণা হব? মেবারের রাণা! আমি রাণা আর কেউ তোমায় দাসী বলবে না, না? তবে তাই হবে মা, তাই হবে। বিদ্যা বীরত্ব জ্ঞান কেউ আমায় মানুষের মর্য্যাদা দিতে পারলে না, রাজসিংহাসন হয়ত মর্য্যাদা এনে দেবে। ধর্ম্ম, দয়া, প্রেম সব কবির কল্পনা! আমার আলিঙ্গন যারা নিলে না, তারা আমার তরবারি-কে আলিঙ্গন করুক। ক্ষমা করো জগদীশ্বর, এ দোষ আমার নয়, দোষ এই নিকৃষ্ট ঘৃণ্য সমাজের।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

পান্নার প্রবেশ।

পান্না। কেন আজ বাড়ীটা এমন থমথম কচ্ছে? কেউ কথা কয় না, কেউ হাসে না। রাত্রি এখনও দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয় নি, তবু এত বড় রাজবাড়ীতে একটা দোর খোলা নেই! উদয়, উদয়—

উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। কি ধাই মা?

পান্না। কি কচ্ছ তুজনে? আমার কাছে কাছে থাক। আমার বড় ভয় কচ্ছে।

উদয়। কিসের ভয়?

পান্না। কি জানি? কে যেন নিঃশ্বাস ফেলছে। আজ সন্ধ্যে থেকে কেবলই শুনতে পাচ্ছি রাণীমার কণ্ঠস্বর। কেবলি শুনছি সেই সাবধান বাণী, "ঝড় আসছে।" এত বড় প্রাসাদটার মধ্যে কেউ কথা বলছে না কেন? একটা শিশুও ত কাঁদছে না। দাস দাসীরা কেন ঝগড়া কচ্ছে না? দেখ ত বাবা দেখ ত, আকাশটা যেন একটু একটু করে নেমে আসছে না?

উদয়। কোথায় নেমে আসছে? তুমি কি পাগল?

পান্না। তোমার চিন্তাই আমায় পাগল করেছে বাবা! শুক্লা পঞ্চমীর আর কদিন বাকি জান?

উদয়। দশদিন।

পান্না। আরও দশদিন? দিনগুলো এত বড় হচ্ছে কেন? এ

যে ফুরোয় না। কবে তুমি সিংহাসনে বসবে? কবে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোব?

উদয়। কেন তুমি আমায় সিংহাসনে বসাতে চাও ধাই মা? আমি রাণা হব না।

পান্না। কেন হবে না যাদু?

উদয়। রাণা হওয়ার সুখ ত দেখলাম ধাই মা। দাদা যদি রাণা না হত, এমনি করে তাকে প্রাণ দিতে হত না। আমি যদি রাণা হতে চাই, বনবীর দাদা আমাকেও অমনি করে পিঠে ছুরি বিঁধিয়ে দেবে।

পান্না। চুপ্ চুপ, ওকথা বলতে নেই মানিক। তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে, চিতোরের সিংহাসনে বসে তোমার জ্যেষ্ঠের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। চিতোরের সিংহাসন তারস্বরে তোমায় ডাকছে; কে বনবীর? রাণার প্রতিনিধি হবার কি তার অধিকার? তুমি সিংহাসনে বসে এই দাসীপুত্রকে ছাইয়ের উপর রেখে বলি দেবে।

উদয়। **গীত।**

তোমার কোলের শিশু আমি, তোমার কোলে রব,
চাইনে আমি রাজার আসন চাহি না বৈভব;
ফেলে গেছে মা আমারে, তুমিই নিলে বুকে,
দেখেছি মা স্বর্গছবি, তোমারি ওই মুখে;
আমায় বুকে জড়িয়ে রাখো,
রাণা হতে দিও না ক,'
তোমার কোলের সিংহাসনে দু-ভাই রাজা হব।

পান্না। দীর্ঘজীবী হও মানিক, দীর্ঘজীবী হও। আমার কত আশা, কতদিনের সাধ! পূর্ণ হবে না? যাক যাক, আর দেরী করো না, কাঞ্চনকে ডেকে নিয়ে এস, ঘুম পাড়িয়ে রাখি।

উদয়। কাঞ্চন, কাঞ্চন,—   [প্রস্থান।

পান্না। যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল। একজন চিতোরের ভাবী রাণা, আর একজন সামান্য ধাত্রীপুত্র। তবু কেউ কাউকে ঘৃণা করে না, কেউ কাউকে হিংসা করে না। এ প্রীতির সম্পর্ক চিরদিন থাকবে কি না, কে জানে?

মেদিনীর প্রবেশ।

মেদিনী। পান্না!

পান্না। এ কি, বৌরাণি! এমন সময়ে এখানে আপনি কেন এলেন? পেছন দিকে চাইছেন কেন? কি হয়েছে বৌরাণি?

মেদিনী। সারাদিন সুযোগ খুজছি, কিছুতেই তোমার কাছে আসতে পারি নি। আমার ভাল বোধ হচ্ছে না পান্না, তুমি এখনি ছেলেদের নিয়ে চলে যাও।

পান্না। কেন? কেন?

মেদিনী। বুঝতে পাচ্ছি না; কোথায় যেন কি গোল বেধেছে। দুপুর থেকে আমার স্বামী কোন কথা বলছেন না; চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল, দেখলে ভয় হয়।

পান্না। কেন বৌরাণি? অসুখ করেছে বুঝি?

মেদিনী। না না, সকালে যাকে দেখেছি সহজ মানুষ, দুপুর থেকে তাকে চিনতে পাচ্ছি না। দশবার ডেকেছি, কোন উত্তর পাই নি। নিজের মনেই শুধু বলছেন,—"তাই হবে মা, তাই হবে।"

পান্না। এর অর্থ কি?

মেদিনী। অর্থ জেনে আর কাজ নেই। রাণা বিক্রমজিতের হত্যার পর থেকে আমি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না।

পান্না। সর্দ্দার রত্ন সিং এসেছিলেন না? তাঁর সঙ্গে তোমার স্বামীর সাক্ষাৎ হয়েছে?

মেদিনী। সাক্ষাতের পরই হাওয়া বদলে গেছে। তিনি কি বলে গেছেন জানি না। বোধহয় তাঁর মাকে অপমান করেছেন। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে সমুদ্রে বাড়বানল জ্বলে উঠেছে, সাবধান পান্না, খুব সাবধান। মাদুলীটা আছে ত?

পান্না। আছে।

মেদিনী। কেউ দেখতে পায় নি?

পান্না। না।

মেদিনী। ওই কে আসছে; আমি যাই। এখনও হয়ত সময় আছে, পালাও পান্না, পালাও।

[প্রস্থান।

পান্না। না না, এ কি হতে পারে? বৌরাণী একটুতেই এমন ভয় পান যে—

গিরিধারীর প্রবেশ।

গিরিধারী। মাসি!

পান্না। কে, গিরিধারী?

গিরিধারী। চুপ্। গোলমাল করো না। দাদুভাই কোথায়?

পান্না। ওই যে পাশের ঘরে দুভাই গল্প করছে।

গিরিধারী। পালাও মাসি, দাদুভাইকে নিয়ে পালাও।

পান্না। তুমিও বলছ? কি হয়েছে গিরিধারি?

গিরিধারী। মাসি,—ডাইনী।

পান্না। ডাইনী কি?

গিরিধারী। এতদিন ডাইনীকে হাসতে দেখি নি, আজ তার মুখে হাসি ধরছে না।

পান্না। অ্যাঁ! তুমি বল কি গিরিধারি? সর্দ্দার যে বলেছেন, যেদিন শীতলসেনীর মুখে হাসি দেখবে, সেইদিনই জানবে ঝড় আসছে। তুমি ঠিক দেখেছ ত বাবা?

গিরিধারী। সারাদিন ধরে দেখছি। ভাবলুম,—মাকে ত দেখলুম, ব্যাটাকে একবার দেখে আসি। গিয়ে দেখি, সে কি মূর্ত্তি মাসি, দেখলে ভয় হয়। একটা তলোয়ার নিয়ে খালি নাড়াচাড়া কচ্ছে।

পান্না। গিরিধারি!

গিরিধারী। চোখে চোখ পড়ে গেল; ভয়ে ভয়ে নমস্কার করে বললুম,—কাল সকালে আমি শ্বশুরবাড়ী যাব কর্ত্তা, তাই রাত্তিরেই ঝাড় দিতে এলুম। শুনে কি বললে জান? "তাই হবে মা, তাই হবে।" আর কি আমি দাঁড়াই? ছুটে তোমাকে খবর দিতে এলুম।

পান্না। ভালই করেছ বাবা, ভালই করেছ। তোমার সেই বড় ঝুড়িটা এনেছ?

গিরিধারী। এনেছি মাসি।

পান্না। যাও নিয়ে এস।

গিরিধারী। সে যে এঁটো পাতায় ভর্ত্তি।

পান্না। পাতা শুদ্ধ নিয়ে এস গিরিধারি, দেরী করো না।

গিরিধারী। দেরী করব কেন? আমি কি দেরী করবার মানুষ? তুমি যখন বলছ—

পান্না। কথা বাড়িও না। আজ একটা দিন মুখ বুজে কাজ কর।

গিরিধারী। মুখ বুজেই ত তোমার কাছে এলুম। নইলে—

পান্না। আঃ, কথা শোন গিরিধারি, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করো না। পাশের ঘর থেকে ছেলেদুটোকে ডেকে দাও বাবা। তাদের বলো,—তারা দুজনে যেন পোশাক বদলাবদলি করে আসে।

গিরিধারী। পোশাক বদলে আসবে কেন?

পান্না। প্রশ্ন করো না; বলো, আমার আদেশ।

গিরিধারী। তা তুমি যখন বলছ—

পান্না। আবার কথা গিরিধারি? যাও, যাও, সর্ব্বনাশ হবে।

গিরিধারী। যাচ্ছি। কিন্তু তুমি খুব সাবধান। [প্রস্থান।

পান্না। হে ভগবান্, হে তেত্রিশ কোটি দেবতা,—আমার বুকটা পাষাণ কর। রাণী মা, স্বর্গ থেকে আমায় আশীর্ব্বাদ কর।

রাজপুত্রেরবেশে কাঞ্চন ও ধাত্রীপুত্রেরবেশে উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। দেখ ধাইমা, ভাইকে কি সুন্দর মানিয়েছে। ওকেই তুমি রাণা করে দাও, আমি রাণা হব না।

কাঞ্চন। তাই নাকি? আমাকে জোর করে সিংহাসনে বসিয়ে দেবে, আর তুমি একা মার কোলে বসে থাকবে? তা হবে না।

উদয়। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না—

কাঞ্চন। বড় ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক করো না। তাহলে আমি এখনি তোমার পোশাক খুলে ফেলব।

উদয়। হ্যাঁ মা, আজ কেন আমাদের পোশাক বদলাতে বললে?

পান্না। তোমার যে রাজ্যাভিষেক হবে। দেবগুরু বৃহস্পতি আজ তোমার কপালে রাজতিলক পরাতে আসবেন। রাজপরিচ্ছদ পরা থাকলে তিনি স্পর্শ করবেন না। যাও, আর দেরী করো না, শুয়ে পড়। [উভয়ে শয্যায় শয়ন করিল]

(আবৃত্তি) আয় ঘুম, আয়।

শিউলি বিছানো পথে আয় পুষ্পক রথে,
মদির গোলাপ গন্ধে মলয় সমীর ছন্দে
চল চঞ্চল তটিনীর আয় নিয়ে নাচ নটিনীর,
সকল ভুলানো মায়া জুড়াক তাপিত কায়া কঙ্কর বিছানায়
আয় ঘুম আয়, আয় ঘুম আয়।

ঘুমিয়েছে। সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা দুজনকেই কোলে টেনে নিয়েছে। অগ্নিপরীক্ষা সম্মুখে। হৃদয়, স্পন্দিত হয়ো না ; নয়ন, অশ্রু বর্ষণ করো না। গিরিধারি,—

গিরিধারীর প্রবেশ।

গিরিধারী। ঝুড়ি এনেছি মাসি।

পান্না। কোথায় রেখেছ ?

গিরিধারী। ওই যে দোর গোড়ায়। ভেতরে আনব ?

পান্না। না। গিরিধারি,—

গিরিধারী। মুখের পানে চাইছ কেন মাসি ? কি বলবে বল।

পান্না। গিরিধারি, রাণী মা মরবার সময় উদয়কে আমাদের কাছে রেখে গেছেন। নিজের বাপ ভাইকেও তিনি তত বিশ্বাস করেন নি, যত বিশ্বাস করেছেন তোমাকে আর আমাকে।

গিরিধারী। সে আমি জানি মাসি। তেনার কাছে শুধু কি মাইনে পেয়েছি মাসি ? যা পেয়েছি, কেউ তা পায় না। তেনার দয়া না হলে ছেলেমেয়েগুলো কেউ বাঁচত না। আমার গায়ের চামড়া দিয়ে; দাদুভাইয়ের জুতো বানিয়ে দিলেও এর শোধ হয় না।

পান্না। সবই ত বুঝতে পাচ্ছ গিরিধারি। বনবীর উদয়কে হত্যা করে নিষ্কণ্টক হতে চায়।

গিরিধারী। তুমি যে হুকুম দিচ্ছ না, নইলে ওই ডাইনীর ব্যাটাকে আমি—

পান্না। অত কথার সময় নেই বাবা। আমার মনে হচ্ছে, আজ রাত্রেই সে এখানে আসবে। আমরা রাজবংশের এই শেষ প্রদীপটুকু নিভে যেতে দেব না।

গিরিধারী। কিছুতেই না। আমি এখুনি যাচ্ছি, ও ব্যাটার মাথায় আমি সাপটে বাড়ি মারব। আমার দাদ্‌ভাইকে মারবে? আমি কি মরে গেছি? এখনও চেষ্টা করলে— [পান্না উদয়কে পক্ষিশাবকের মত তুলিয়া আনিল] আরে, ঘুমের মানুষটাকে তুমি তুলে আনলে কেন?

পান্না। ধর গিরিধারি, রাজবংশের সেরা সম্পদ তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। ঝুড়িতে শুইয়ে পাতাচাপা দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাও। চিতোরের বাইরে বীরা নদীর ধারে বটগাছের তলায় গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে; তার আগে এক মুহূর্ত্তের জন্যে থামবে না।

গিরিধারী। রাজবাড়ীর কেউ দেখতে পেলে?

পান্না। মাথায় তোমার এঁটো পাতার ঝুড়ি; ঝাড়ুদার তুমি, কেউ তোমায় সন্দেহ করবে না।

গিরিধারী। আমি বুঝেছি মাসি। কিন্তু ডাইনীর ব্যাটা এলে তুমি কি বলবে?

পান্না। যা হয় একটা বলব। তুমি যাও, তুমি যাও। ছুটবে না, হোঁচট খাবে না, ঘুম যেন না ভাঙ্গে দেখো। [উদয়কে চুম্বন] যাও রাণা, মথুরা ছেড়ে গোকুলে যাও। আবার এসো, তোমার

ঘরে যে তোমায় নিশ্চিন্তে ঘুমুতে দিলে না, তার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে তোমায় বেঁচে থাকতে হবে।

গিরিধারী। কেঁদো না মাসি। এ দিন থাকবে না। দাদুভাই আবার আসবে, আবার আসবে।

[প্রস্থান।

পান্না। [কাঞ্চনের দিকে চাহিয়া রহিল] ঘুমোও বাবা। কে জানে, এ ঘুম হয়ত আর ভাঙ্গবে না। কত কুসুমের সুষমা, কত চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়ে মুখখানি তোমার গড়েছে বিধাতা, দেখে দেখে সাধ মেটে না। মরি মরি, নন্দনই বটে, একবার দেখলে হৃদয়ের সব তন্ত্রীগুলো এক সঙ্গে বেজে ওঠে। [শিয়রে বসিয়া মুখ চুম্বন] আমার যাদু, আমার সোণা, আমার সাত রাজার ধন মানিক—কে?

মুক্ত তরবারি হস্তে বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। আমি বনবীর।

পান্না। এখানে কেন?

বনবীর। বুঝতে পাচ্ছ না? বিক্রমজিৎ তার ভাইকে স্মরণ করেছে।

পান্না। তার অর্থ? আপনি উদয়কে—

বনবীর। হত্যা করতে এসেছি।

পান্না। কেন রাজপ্রতিনিধি? উদয়ের অপরাধ?

বনবীর। অপরাধ সে রাজবংশধর! সে জীবিত থাকলে আমি রাণা হতে পারব না।

পান্না। রাণা হওয়ার এত সাধ আপনার? রাণার অভিভাবক হয়ে আপনার সাধ মিটছে না?

বনবীর। না-না। আমার রাণা হওয়া চাই, রাণা হওয়া চাই। নইলে—

পান্না। আপনার মুখ যা বলছে, চোখ ত তা বলছে না। ও চোখে ত মমতার অভাব নেই।

বনবীর। মমতা! না—ও সব কবির কল্পনা। মমতা ক্ষমতার পিপাসা মেটাতে পারে না। মাকে আমার রাজমাতার মর্য্যাদা দিতেই হবে। এর জন্যে কোন পাপ আমার কাছে পাপ নয়। কোথায় উদয়? কথা বলছ না কেন ধাত্রি? উদয় কোথায়? [পান্না অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কাঞ্চনকে দেখাইয়া দিল, একটা অস্ফুট কমল নির্ভয়ে ঘুমিয়ে আছে। না—না—ঘুমিয়েই থাক্। [ফিরিল]

শীতল। [নেপথ্যে] বনবীর!

বনবীর। ওঃ—[অগ্রসর হইল]

পান্না। রাজপ্রতিনিধি!

বনবীর। না-না, কোন কথা শুনব না, কোন কথা শুনব না।

শীতল। [নেপথ্যে] বনবীর!

বনবীর। এই যে মা, আমি তোমার অবাধ্য হব না। [পিছন ফিরিয়া কাঞ্চনের বুকে তরবারি বিঁধাইয়া দিল।] ওঃ—

কাঞ্চন। মা!

[বনবীর সরিয়া আসিল, পান্না পুত্রের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।]

পান্না। বনবীর!

বনবীর। আ—আমি মারি নি, আমি মারি নি। এ নিয়তির ডাক, আমি কি করব? শোন শোন,—তুমি এ মৃতদেহ প্রাসাদের বাইরে নিয়ে যাও, চন্দন কাঠ দিয়ে দাহ করো। অর্থ যত লাগে,

আমি দেব, আমি দেব, জানলে? [নিজের গহনা খুলিয়া ফেলিয়া দিল] ইস্, অনেক রক্ত, অনেক রক্ত!

পান্না। দাঁড়াও! রাণার আসনে বসবে তুমি? বসো। শিশুর বুকের রক্ত দিয়ে তোমার কপালে আমিই রাজটিকা পরিয়ে দিলাম। যতদিন বাঁচবে তুমি, এই মরণাহত শিশুর স্মৃতি তোমায় ত্যাগ করবে না। [বনবীর সাশ্রুনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল, পান্না মৃতদেহ কোলে তুলিয়া লইল] [স্বগত] কাঁদবার অবসর নেই, দেহটা নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। অমর ধামে যাও পুত্র। নরকে যেতে হয়, আমিই যাব; তুমি অনন্ত স্বর্গ লাভ কর।

[প্রস্থান।

বনবীর। তাই হবে মা, তাই হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কমলমীর, আশা শার প্রাসাদ।

আশা শা ও বিনায়কের প্রবেশ।

আশা। অকস্মাৎ চলে এলে যে বিনায়ক? মেবারের রাণার রাজ্যাভিষেক কি শেষ হয়ে গেছে?

বিনায়ক। রাজ্যাভিষেক হবে না।

আশা। হবে না?

বিনায়ক। না দাদা, উদয় সিং নিহত।

আশা। নিহত! কার হাতে?

বিনায়ক। রাজপ্রতিনিধি বনবীরের হাতে।

আশা। এ তুমি বলছ কি বিনায়ক?।

বিনায়ক। যা দেখে এলাম, তাই বলছি।

আশা। তাহলে এখন রাণা কে হবে?

বিনায়ক। দাসীপুত্র বনবীর।

আশা। সর্দ্দারেরা সবাই তাকে মেনে নেবে?

বিনায়ক। ওইখানেই গোলমাল বেধেছে। রাজবংশের মুকুট ত চন্দাবৎ সর্দ্দারের হাতে। সর্দ্দারও মুকুট দিচ্ছে না, বনবীরও সিংহাসনে বসতে পাচ্ছে না। তারও ওই মুকুটই চাই, রত্ন সিং ও মরবে তবু গোঁ ছাড়বে না।

আশা। তাহলে চিতোরে এখন দারুণ উত্তেজনা চলছে বল।

বিনায়ক। শুধু চিতোরে নয়, সমগ্র মেবারে। বনবীর ঘোষণা করেছে, তার শত্রুকে যে যেখানে দেখবে, বেঁধে রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দেবে। প্রতিপক্ষের যে কোন লোককে যে ব্যক্তি আশ্রয় দেবে, তাকে জীবন্ত দগ্ধ করতে হবে; সে ভিক্ষুক হক, আর সামন্তরাজ হক। এই নাও, তোমার নামেও লাল চিঠি পাঠিয়েছে। [পত্রদান]

আশা। [পত্র পাঠ] তুমি কোন বিদ্রোহীকে সঙ্গে করে আন নি ত?

বিনায়ক। কোন ভয় নেই দাদা। রাজভক্ত বলে তোমার যথেষ্ট সুনাম আছে। তোমার দুর্গে কেউ আশ্রয় নিতে আসবে না।

আশা। তবু সাবধানের মার নেই। তুমি প্রহরীদের বলে দাও আমার লিখিত আদেশ ছাড়া কোন বাইরের লোককে যেন প্রবেশ করতে না দেয়।

গিরিধারী, পান্না ও উদয়ের প্রবেশ।

পান্না। মহারাজ আশা শার জয় হোক।

আশা। কে?

গিরিধারী। আমি হচ্ছি গিরিধারী, বাপের নাম বংশিধারী। তার বাপের নাম—

বিনায়ক। থাক থাক, যতটা বলেছ, তাই আগে হজম হক। এ কে?

গিরিধারী। এ হচ্ছে পান্না—আমি ওকে মাসী বলি। যে শোনে, সেই হাসে; বলে,—ধাঙ্গড় ব্যাটার মাসীভাগ্য খুব। বড্ড ভাল মেয়ে, জানলেন?

উদয়। তুমি চুপ কর গিরিধারীদাদা। যা বলতে হয়, পাইম্যাই বলবে।

বিনায়ক। কে তুমি নারি? কাঁদছ কেন? কোথা থেকে আসছ?

আশা। বল কে তোমাদের পাঠিয়েছে।

পান্না। কেউ পাঠায় নি মহারাজ। আমরা চিতোর থেকে এসেছি।

আশা। চিতোর থেকে! বলি রাজদ্রোহী নও ত?

গিরিধারী। আরে না মশায়। আমরা—

উদয়। তুমি চুপ কর।

পান্না। মহারাজ, দীন দরিদ্রের বেশে যে বালক আপনার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে, সে মহারাণা সঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র উদয়সিংহ।

আশা। ⎫
বিনায়ক ⎭ উদয়সিংহ!

বিনায়ক। দেখি দেখি, মুখখানা দেখি। ঠিক ঠিক, দেখ দাদা দেখ, রাণা সঙ্গ যেন শিশু হয়ে তোমার কাছে এসেছে।

আশা। তবে যে শুনেছিলাম, উদয়সিংহ নিহত! এর অর্থ কি?

পান্না। আপনি বোধহয় জানেন মহারাজ, মহারাণী কর্ণাবতী তাঁর শিশুপুত্রকে ধাত্রীর কোলে ফেলে দিয়ে স্বর্গে গেছেন। আমিই সেই ধাত্রী। নিজের ছেলের সঙ্গে আমি ওকে লালন পালন করেছি। গত অমাবস্যার রাত্রে জানি না কেন আমার মনে হল, বনবীর উদয়কে হত্যা করতে আসছে।

উদয়। তখন ধাইমা আমার পোশাক নিজের ছেলেকে পরিয়ে দিলে, আর আমাকে তার পোশাক পরিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায়—

গিরিধারী। রাজপুরী থেকে বার করে দিলে।

বিনায়ক। কেমন করে? কেউ দেখতে পেলে না?

গিরিধারী। দেখবে কি করে? ঝুড়ির মধ্যে শুইয়ে পাতা চাপা দিয়ে নিয়ে এসেছি। সবাই ভেবেছে, ঝাড়ুদার ঝাড় দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আশা। সর্ব্বনাশ, বনবীর হয়ত শত্রুর সন্ধানে চারদিকে চর পাঠিয়েছে। এখানেও হয়ত কেউ এসে ওৎ পেতে বসে আছে।

পান্না। আপনার ভয় নেই রাজা। বনবীর জানে যে উদয় তার হাতে নিহত। উদয়ের সন্ধান সে কখনও করবে না।

বিনায়ক। এ তুমি কি বলছ?

পান্না। ঠিকই বলছি। বনবীর এসে যখন উদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে—

উদয়। তখন ধাইমা নিজের ঘুমন্ত ছেলেকে দেখিয়ে দিলে—

গিরিধারী। আর সে ব্যাটা তক্ষুণি তার বুকে তলোয়ার বিঁধিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বিনায়ক।
আশা। সে কি!

গিরিধারী। এই রাক্ষুসী ঘুমন্ত ছেলের মরণ চেয়ে চেয়ে দেখলে, তবু মুখ ফুটে বললে না যে সে ওরই ছেলে, বললে না যে উদয় পালিয়ে গেছে।

পান্না। মহারাজ আশা শা, পুত্রের মৃতদেহ চিতায় তুলে দিয়ে উদয়কে নিয়ে আমরা রাজ্যে রাজ্যে ঘুরেছি একটু আশ্রয়ের জন্যে। বনবীরের ভয়ে কেউ এই বিপন্ন বালককে আশ্রয় দেয় নি। তাই আপনার কাছে এসেছি। দয়া করে বালকের ভার গ্রহণ করুন, আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে চিতোরে ফিরে যাই।

আশা। ধাত্রি, তোমার ত্যাগ, তোমার মহত্ব আমায় মুগ্ধ করেছে। যদি সম্ভব হত, কুমারকে আমি আশ্রয় দিতাম। কিন্তু কোন উপায় নেই।

বিনায়ক। কেন নেই দাদা?

আশা। বনবীর যদি ঘুর্ণাক্ষরে জানতে পায় যে তার এত বড় শত্রু আমার দুর্গে আশ্রয় পেয়েছে, তাহলে আমাদের কাউকে সে জীবিত রাখবে না।

গিরিধারী। না রাখে, মরবেন।

বিনায়ক। একটা ধাত্রী রাজকুমারের জন্যে নিজের ছেলেকে যমের মুখে তুলে দিলে, আর তুমি পারবে না গোপনে তাকে আশ্রয় দিতে?

আশা। গোপনতা থাকবে না বিনায়ক।

বিনায়ক। না থাকে আমরা মরব, তবু এত বড় মহত্ত্বের শেষ-রক্ষা করবে না তুমি?

আশা। জীবনটা কাব্য নয় ভাই। মহত্ত্বের দাম কেউ দেয় না। যে মরে সে ম'রে ফুরিয়ে যায়, কেউ তার জন্যে কাঁদে না।

পান্না। ভীষ্মদেব কি ফুরিয়ে গেছে দুর্গাধিপ? হরিশ্চন্দ্রের জন্যে কি কেউ কাঁদে না? দাতাকর্ণকে কি সবাই ভুলে গেছে? রাজা, মহারাণা সঙ্গ আপনার মহত্ত্বের জন্যেই এই দুর্গের শাসনভার আপনাকে দিয়ে গেছেন। তাঁর পুত্র আজ আশ্রয়ের জন্যে দোরে দোরে ঘুরে মরছে। চেয়ে দেখুন এই পিতৃমাতৃহারা বালকের মুখের দিকে। আজ তিনদিন ওকে পেট ভরে খেতে দিতে পারি নি; কাঁকর কাঁটায় পা দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। কেউ আশ্রয় না দিলে মৃত্যু ছাড়া এর আর কোন গতি নেই। স্বর্গগত মহারাণার কথা মনে করে আপনি এই বালককে আশ্রয় দিন দুর্গাধিপ।

আশা। তা হয় না ধাত্রি।

বিনায়ক। দাদা,—

আশা। বৃথা অনুরোধ বিনায়ক।

উদয়। চল ধাইমা, আমরা চলে যাই।

গিরিধারী। তাই চল দাদুভাই। আমি ত তোমায় আগেই বলেছি মাসি, এখানে ঠাঁই মিলবে না। তুমিই আশা শা আশা শা করে ক্ষেপে উঠলে। আরে বাবা, এ ত আর রাজপুতের প্রাণ নয়। এ হল গিয়ে বৈশ্য। এরা চেনে দাড়িপাল্লা।

আশা। বেরিয়ে যাও বাচাল।

গিরিধারী। তা ত যাবই, আর কি দেরী করতে পারি? বনবীরের

লোক জানতে পারলে মাথাটা আপনার কেটে নিয়ে যাবে। এমন মাথা গেলে জমা খরচের হিসেব করবে কে ?

আশা। বিনায়ক,—এই বাচালটাকে আর এর সঙ্গীদের—

বিনায়ক। অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে তাড়িয়ে দেব ? দিচ্ছি দাদা, দিচ্ছি, একটু অপেক্ষা কর। কদিন পিতাকে দেখি নি, একবার তাঁকে দেখে আসছি। ভয় কি রাজকুমার ? এখনি দেখতে পাবে, আমরা সবাই মরি নি, আমাদের মধ্যে জ্যান্ত মানুষও আছে।

[প্রস্থান।

আশা। কে আছ ? এদের দুর্গের বাইরে বের করে দিয়ে এস।

পান্না। থাক মহারাজ, বের করতে হবে না। আমরা নিজেরাই চলে যাচ্ছি। আপনি নিরাপদে রাজত্ব করুন। এস উদয়। এ রাজ্যে মানুষ নেই, দেখি জন্তু জানোয়ারের কাছে তুমি আশ্রয় পাও কি না।

মহানাদের প্রবেশ।

মহানাদ। দাঁড়াও, যেতে পারবে না।

আশা। একি, পিতা! আপনি রোগশয্যা ছেড়ে উঠে এলেন কেন ?

মহানাদ। তোমার মত পুত্র যার, তার রোগশয্যায় শুয়ে থাকা চলে না। তুমি মানুষ না পশু ? এই বিপন্ন বালককে তুমি হাতে ধরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চাও ?

আশা। কি করব পিতা ? বনবীর যদি জানতে পারে, আমাদের বংশে বাতি দিতে কাউকে জীবিত রাখবে না।

মহানাদ। নাই বা রাখল। যে বংশে তোমার মত নিষ্ঠুর, অধার্ম্মিক কাপুরুষের জন্ম হয়েছে, সে বংশ রসাতলে যাক। একটা ধাত্রী তার প্রভু পুত্রকে রক্ষা করতে নিজের সন্তানকে যমের হাতে তুলে দিয়ে এল, আর তুমি কমলমীরের দুর্গাধিপতি, তোমার এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই যে তাকে তারই পিতার দুর্গে আশ্রয় দাও?

আশা। আপনি বোধহয় শোনেন নি পিতা যে বনবীর ঘোষণা দিয়েছে— ।

মহানাদ। শুনেছি। তারই ভয়ে তুমি মূষিকের বিবরে লুকিয়ে থাকতে চাও? তোমার ওই কাপুরুষের প্রাণটাকে কদিন ধরে রাখতে পারবে? লজ্জা করে না তোমার? রাণা সঙ্গের কাছে দু-হাত ভরে যখন অনুগ্রহ নিয়েছিলে, তখন কি জানতে না এ উপকারের ঋণ একদিন পরিশোধ করতে হবে? বনবীরের ভয়ে মানুষের ধর্ম্ম ত্যাগ করবে তুমি? বনবীর কি অমর বর নিয়ে এসেছে? তার সৈন্য আছে, তোমার সৈন্য নেই? তার দেহ রক্ত-মাংসে গড়া, আর তোমার দেহটা কি ছাই-মাটি দিয়ে গড়া?

গিরিধারী। মানুষ এসেছে মাসি, মানুষ এসেছে।

উদয়। চুপ কর দাদা।

আশা। আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না পিতা।

মহানাদ। খুব বুঝেছি। তুমি কুলাঙ্গার, কাপুরুষ।

গিরিধারী। যা বলেছেন।

আশা। পিতা, আপনার পুত্র কাপুরুষ নয়, নিষ্ঠুরও নয়। বিপন্ন শিশুর জন্য আমার বুকে আপনার মতই বেদনা। তবু কোন উপায় নেই। এ বালককে আশ্রয় দিলে অচিরেই চিতোরের সৈন্য পঙ্গপালের মত আমার দুর্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা ও

মরবই, এর মৃত্যুও কেউ রোধ করতে পারবে না। মেবারের বাইরে যে কোন রাজ্যে আশ্রয় নিলে বনবীর ওর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।

মহানাদ। এ ছাড়া আর কোন উপায় তুমি দেখতে পেলে না? তোমার ভগ্নীর এক বছর আগে মৃত্যু হয়েছে। ভাগিনেয় বলে যদি তুমি এ বালকের পরিচয় দাও, কেউ সন্দেহ করবে না!

আশা। কিন্তু—

মহানাদ। এখনও কিন্তু?

পান্না। থাক-থাক, আশ্রয়ের আর প্রয়োজন নেই। মেবারে মানুষ নেই, আছে কতকগুলো মানুষ নামধারী পশু। চল উদয়।

উদয়। চল ধাইমা। আমার জন্যে আর যেন কারও ক্ষতি না হয়। আমার জন্যে ভাই মরেছে, আর আমার বাঁচবার ইচ্ছে নেই। দেখি নদীতে জল আছে কি না।

গিরিধারী। মরবে কেন দাদুভাই? ঘর না থাকে গাছতলা ত আছে? আমরা বনের ফল খাব আর গাছতলায় ঘুমিয়ে থাকব। দেখি ভগবানের বিচার।

মহানাদ। খবরদার, যেতে হয় তোমরা যাও,—রাজকুমারকে আমি কোথাও যেতে দেব না। দুর্গাধিপতি যদি ওকে আশ্রয় না দেয়, তার বৃদ্ধ পিতা ওকে আশ্রয় দেবে। আসুক ঝঞ্ঝা, আসুক প্লাবন, প্রাণের ভয়ে রাণা সঙ্গের পুত্রকে আমি ত্যাগ করব না।

পান্না। কিন্তু—

আশা। যাও ধাত্রি, নির্ভয়ে চলে যাও। পিতা যাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তার রক্ষার জন্য আমার জীবন পণ রইল। [প্রস্থান।

মহানাদ। এস চিতোরের ভাবী মহারাণা, আজ থেকে আমার ঘর তোমারও ঘর।

পান্না। যাও বাবা, আর দোরে দোরে আশ্রয় ভিক্ষা করতে হবে না। আজ সব দুঃখের অবসান। দীর্ঘজীবী হও তুমি, মানুষ হও, কীর্ত্তিমান হও। চল গিরিধারি।

উদয়। ধাইমা, সত্যি তোমরা চলে যাবে?

পান্না। না গেলে যে তোমার কথা গোপন থাকবে না বাবা।

উদয়। গিরিধারী দাদা, তুমিও যাবে?

গিরিধারী। ভয় কি দাদুভাই? কত আসব, কত যাব। যেদিন তুমি বড় হবে, সেদিন তোমায় কাঁধে করে নাচতে নাচতে চিতোরে নিয়ে যাব। তুমি রাণা হয়ে সিংহাসনে যখন বসবে, তখন আমিই আগে চেঁচিয়ে বলব,—"জয় মহারাণা উদয় সিংহের জয়।" চল মাসি।

পান্না। চল।

[পান্না ও গিরিধারীর প্রস্থান।

উদয়। ধাইমা,—

মহানাদ। ভয় কি ভাই, ভয় কি? আমরা আছি তোমার। যম এলেও এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধের বাহু পাশ থেকে সে তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এস রাজবংশের শেষ প্রদীপ, এস মহিমান্বিত রাণা, এ তোমারই দুর্গ, তোমারই ঘর। তুমি আমাদের আশ্রিত নও, আমরাই তোমার আশ্রিত। এ আমাদের গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো। ভুলে যাও তোমার নাম উদয় সিংহ। আজ হতে তোমার নাম সঞ্জয়, মহানাদের দৌহিত্র তুমি, আশা শার ভাগিনেয়। এস ভাই, এস।

[উদয়কে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতল। আরও এগিয়ে যাও, আরও এগিয়ে যাও বনবীর। এখনও চন্দাবৎ সর্দ্দার রত্ন সিং তোমাকে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করে নি, দলপৎ সিং বশ্যতা স্বীকার করেও বার বার পেছন ফিরে চাইছে। দুর্জ্জয় সিং এখনও তরবারিতে শাণ দিচ্ছে। এগিয়ে যাও পুত্র; দাসীপুত্র বলে যারা তোমার গায়ে থুৎকার দিয়েছে, তাদের মাথাগুলো তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে দাও, না হয় তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও।

সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। গীত।

নাচিস নে আর সর্ব্বনাশি, এবারে তুই থাম্,
মহাশিবের বুক থেকে তুই মহাকালি নাম।
কত মাথা গেল কাটা,
ভাঙ্গল কত বুকের পাটা,
এখনও কি পুরল না তোর সর্ব্বনেশে মনস্কাম?

শীতল। না-না।

সুমন্ত্র। **পূর্ব্বগীতাংশ।**

যত পাপ তুই করলি জমা,
ক্ষয় নাহি তার, নাইরে ক্ষমা,
জানিস না তুই, ও অভাগি,
তোর পরে যে বিধি বাম।

শীতল। কে আছ এখানে?

সুমন্ত্র। তোর যম আছে দাসি। ছেলেকে নিয়ে সুখে রাজত্ব করবি ভাবছিস্? সে গুড়ে বালি। তোদের বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে। [প্রস্থান।

শীতল। রাজমাতা হয়েও আমার দাসী নাম ঘুচবে না? এরা ভেবেছে কি? আমি এদের আগাছার মত উপড়ে ফেলে দেব।

মেদিনীর প্রবেশ।

মেদিনী। অনেক আগাছা ত উপড়ে ফেলেছ মা। আর কেন? এবার ক্ষান্ত হও।

শীতল। তোমার কাছে ত আমি উপদেশ চাই নি।

মেদিনী। তোমাকে উপদেশ দেবার সাধ্য স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও নেই; আমি ত তুচ্ছ নারী। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি। উত্তর দাও ত মা। দশ বছর ধরে তুমি ক্ষমতা হাতে পেয়ে মানুষের মাথা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছ। একটা কথা বুকে হাত দিয়ে বল ত শুনি,—একদিনের জন্যেও কি সুখ পেয়েছ? দুরাকাঙ্ক্ষার জ্বালায় দিবানিশি তুমি জ্বলে মরেছ। প্রতিষ্ঠা পাও নি, মর্য্যাদা পাও নি, পেয়েছ শুধু নিন্দা আর ঘৃণা।

শীতল। তুমি ত বড় মুখরা হয়ে উঠেছ দেখছি।

মেদিনী। তুমিই আমায় মুখ্‌রা করে তুলেছ মা। আমি ঐশ্বর্য্য চাই নি, চেয়েছিলাম শান্তিতে বাস করতে। যা চেয়েছিলাম, তার দশগুণ বেশী পেয়েছিলাম। তুমি আমার সব কেড়ে নিয়েছ।

শীতল। বেশ করেছি। তর্ক করো না, প্রশ্ন তুলো না; যা পেয়েছ,—কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ করে নাও। তোমার স্বামী মেবারের রাণা, তবু তোমার এ বেশ ঘুচল না?

মেদিনী। কে করেছে তাঁকে মেবারের রাণা? চন্দাবৎ সর্দ্দার ত এখনও তাঁকে রাজমুকুট দেন নি। দশ বছর ধরে চেষ্টা কচ্ছ তোমরা, কিন্তু দেশের নিয়ম অনুসারে ওই বৃদ্ধের মুখে তোমার ছেলের খাদ্য থেকে এক টুকরো রুটি তুলে দিতে পেরেছ? পারবে না।

শীতল। সে জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। তোমাকে যা জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তার উত্তর দাও। পান্নার কাছে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের অর্থ কি? সে ধাত্রী, আর তুমি রাণী,—তোমার কি মান-মর্য্যাদা নেই?

মেদিনী। মান-মর্য্যাদা কেউ দিলে ত থাকবে। আড়াল থেকে সবাই বলে,—দাসীর বউ এসেছে। কেউ কেউ আবার বলে,—খাসীর বউ।

শীতল। যারা বলে, তাদের মাথা নিতে পারলে না?

মেদিনী। তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি মা।

শীতল। পান্নার একটা ছেলে ছিল না? তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কোথায় সে ছেলেটা?

মেদিনী। শুনেছি মামার বাড়ী গেছে।

শীতল। কবে গেল? কেন গেল? দশ বছরের মধ্যে সে ফিরল না?

মেদিনী। তোমার ত তাতে দুঃখিত হবার কথা নয়।

শীতল। বাজে কথা বলো না। উদয় যেদিন মরেছে, সেদিন থেকেই ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছি না। পান্নাকে গিয়ে বল যে তুমি তাকে দেখতে চাও।

মেদিনী। কেন দেখতে চাইব? সে আমার কে?

শীতল। তুমি কিছু বোঝ না। আমার মনে হয়, ছেলেটা বেঁচে নেই। তার একটা ছবি হাতে করে আমি পান্নাকে চোখের জল ফেলতে দেখেছি। এ গোপনতার অর্থ কি?

মেদিনী। অর্থ এই যে পাপীর চোখ রজ্জুতেও সাপ দেখে।

শীতল। মেদিনি!

পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। আনন্দ কর মাসি, আনন্দ কর। এতদিনে যুদ্ধ শেষ; রত্ন সিং ধরা পড়েছে।

শীতল। ধরা পড়েছে! কোথায় সে পাষণ্ড?

পুরন্দর। পাষণ্ডরা যেখানে থাকে, সেখানেই আছে। লোকটা কি অসভ্য মাসি। সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে, পিপাসায় ঠোঁট চাটছে। আমি এক ঘটি জল নিয়ে গেলাম। বললে,—"তুই কে?" আমি বললাম, "আমি মহারাণা বনবীরের ভাই।" অমনি ঘটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে,—"দাসীপুত্রের জল আমি খাব না।"

শীতল। এখনও এত তেজ! তুমি তার মাথাটা নামিয়ে দিতে পারলে না?

পুরন্দর। কেন পারব না? কিন্তু দাদাকে যে তাহলে রাণা বলে কেউ স্বীকার করবে না।

শীতল। কেন করবে না? এখন কি সে রাণা নয়?

পুরন্দর। গায়ের জোরে রাণা। চাবিকাঠি ত চন্দাবৎ সর্দ্দারের হাতে।

মেদিনী। ঠিক বলেছ।

শীতল। তুমি তবে কি করতে বল মূর্খ?

পুরন্দর। মূর্খে যা বলে, তাই বলি। দাদাকে ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে এস, বৌদি তোমার হাত ধরুক,—আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই। আরে বাবা, জগতের সবাই কি রাণা হয়? ভিখিরী আছে, কুলিমজুর আছে, সৈন্য সামন্ত, ভাঁড় বিদূষক কত আছে, তারা কি আর বেঁচে থাকে না? চল, আমি তোমাদের দানাপানি জোগাব। তবু এ খুনো-খুনির মধ্যে আর তোমাদের থাকতে দেব না।

মেদিনী। তোমার ধর্ম্মের কাহিনী কেউ শুনবে না। কেন বৃথা তুমি আমাদের সঙ্গে মরবে? পালাও পুরন্দর, পালাও।

পুরন্দর। পালাব কেন? আমি কি কাপুরুষ? মাসি,—

শীতল। উন্মাদের প্রলাপ শোনবার আমার সময় নেই।

পুরন্দর। দাদার মাথাটি তুমি আহার না করেই ছাড়বে না? হেতুটা কি বল দেখি? দাদা রাণা হলে কি তোমার চারটে হাত বেরুবে? তুমি ত বিধবা, রাজার ঐশ্বর্য্য পেলেও মাছের মুড়ো ত খেতে পাবে না।

শীতল। পুরন্দর!

পুরন্দর। লোকে তোমাকে দাসী না বলে রাজমাতা বলবে, এই

তুচ্ছ কারণে তুমি একটা নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করালে, রাজপরিবারের মেয়েগুলোকে পর্য্যন্ত বাঁচতে দিলে না? এতেও তোমার সাধ মিটল না, তুমি আরও চাও?

পুরন্দর। হ্যাঁ, আরও চাই।

মেদিনী। বেশী আশা করো না মাসি, লাভে মূলে হারিয়ে যাবে।

শীতল। পান্নার ছেলেটা কোথায় জান?

পুরন্দর। কেন, তার জন্যে তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে না কি? এত দয়া ত তোমার কখনও দেখি নি।

শীতল। বাচালতা করো না। মেদিনি, পান্নাকে জিজ্ঞাসা করে এস কোথায় তার ছেলে।

মেদিনী। আমি পারব না।

শীতল। কেন পারবে না? নিজের ভালও কি তুমি বোঝ না?

মেদিনী। এতদিন যা বুঝি নি, আজও তা বুঝতে পারব না, বুঝতে চাইও না। তুমি কর মা রাজত্ব, তুমি পর মা শুভ্র বসনের উপর মণি-মুক্তোর অলঙ্কার। আমাকে শুধু ওই একটা মানুষকে ফিরিয়ে দাও, আর আমি কিচ্ছু চাই না মা, কিচ্ছু চাই না।

[প্রস্থান।

শীতল। হতভাগীর কথা শুনেছ?

পুরন্দর। শুনেছি। আমি শুধু ভাবছি, তোমার এত কাছে কাছে থেকেও হতভাগী মানুষ হতে পারলে না। টাকাকে বলে খোলামকুচি, সোনাদানাকে বলে খেলনা। হেরে গেলে মাসি, তুমি হেরে গেলে। এমন অঘটনঘটনপটীয়সী তুমি, তোমাকে নর্দ্দামার পাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে এই একফোঁটা মেয়ে!

শীতল। পুরন্দর,—

পুরন্দর। অনেক বিষ ত ঢেলেছ মাসি, এবার ক্ষান্ত হও।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। পুরন্দর, রত্ন সিং বন্দী!

পুরন্দর। হ্যাঁ দাদা!

বনবীর। ওঃ—এই বৃদ্ধকে বন্দী করতে দশ বছরে আমার বহু শক্তি ক্ষয় হয়েছে। কোথায় রেখেছে তাকে?

পুরন্দর। কারাগারে।

বনবীর। না-না, কারাগারে নয়; গবাক্ষ পথে উড়ে যাবে। বৃদ্ধকে তোমরা চেন না। তাকে পাতালকক্ষে আবদ্ধ করে রাখতে বল যেখানে বাতাসের প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু সাবধান,—বৃদ্ধ যেন না মরে। অবাক হয়ে চেয়ে আছ কেন? চন্দাবৎ সর্দ্দার মরে গেলে কে দেবে রাণার রাজমুকুট? ঠিক বলি নি মা? শত্রু হলেও সে অবধ্য।

শীতল। কিন্তু কোথায় আবদ্ধ করে রাখবে এ মহাশত্রুকে? তুমি তার চোখ দুটো অন্ধ করে দাও।

পুরন্দর। আর পা দুটোকে কেটে ভাগাড়ে ফেলে দাও। নইলে মাসীর নিদ্রার ব্যাঘাত হবে। তবে যাই কর দাদা, সে মরবে, তবু রাজমুকুট দেবে না।

[প্রস্থান।

বনবীর। মা,—যারা তোমাকে দাসী বলে ব্যঙ্গ করেছে, তাদের সবাইকে আমি নির্ম্মূল করেছি। আর কি কি করতে হবে বল।

শীতল। আমি বলব, তবে তুমি করবে? এই রত্ন সিং আমাকে

কোনদিন দাসী ছাড়া আর কিছু বলে নি। তুমি তার জিভটা উপড়ে নাও।

বনবীর। জিভ্ উপড়ে নিলে যে মরে যাবে মা। তাহলে কে দেবে আমায় রাণার মর্য্যাদা?

শীতল। তবে চোখ দুটো অন্ধ করে দাও।

বনবীর। ক্ষেপে যাবে মা। মুকুট তাহলে আর পাবই না।

শীতল। এ তোমার কি জেদ বাবা? রাণার মাথার মুকুট ছাড়া আর কি মুকুট নেই?

বনবীর। আছে মা। সে নীলকান্ত মণি নয়, মূল্যহীন কাচ। তার শোভা আছে, জ্যোতিঃ নেই। দেখ তা মা, দেখ ত, কপালের এ রক্তের দাগটা কেন ধুয়ে যায় না? তোমার আঁচল দিয়ে মুছে দিতে পার?

শীতল। তুমি কি পাগল হয়েছ বনবীর? কোথায় রক্ত, কিসের রক্ত?

বনবীর। সেই শিশুর রক্ত মা। সে অঘোরে ঘুমিয়েছিল, আমি পেছন ফিরে তার বুকে তরবারি বিঁধিয়ে দিয়েছিলাম। "মা মা" বলে সে আর্ত্তনাদ করে নিস্তেজ হয়ে গেল, আর একটা রক্তের ধারা ফিনকি দিয়ে ছুটে এসে আমায় যেন স্নান করিয়ে দিলে। সব রক্ত ধুয়ে মুছে গেল, কিন্তু কপালের এই রক্তের দাগ গেল না। হাত দিয়ে যখন খাদ্য মুখে তুলতে যাই, রক্তকণাগুলো তখন হা-হা করে হাসে।

শীতল। বনবীর,—

বনবীর। কুমারের শোকে ধাত্রী কাঁদল, ভাই কাঁদল না।

শীতল। ভাই! কাকে তুমি ভাই বলছ?

বনবীর। আমি বলছি না মা ;—লোকে বলে।

শীতল। লোকের মাথায় চাঁদির জুতো মার। তুমি কি মানুষ না পশু? যত আমি তোমায় উদ্দীপ্ত করে তুলি, ততই তুমি ঝিমিয়ে পড়বে? কে তোমার হাত টেনে ধরে?

বনবীর। এই রক্ত।

শীতল। থামো। যা জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তার উত্তর দাও। সেদিন উদয়কে তুমি হত্যা করেছিলে, সেদিন ভাল ক'রে তার মুখ দেখেছিলে?

বনবীর। না, তা দেখি নি। অমাবস্যার রাত্রি, তার উপর ঘরে আলোও বেশী ছিল না।

শীতল। যাকে তুমি হত্যা করেছ, সে যে উদয়, তা তুমি ঠিক জান?

বনবীর। উদয় সে নয়? কিন্তু তার পরিধানে যে রাজবেশ ছিল। তবে কি সে ছলনা?

শীতল। ছলনা যদি না হবে, তাহলে পান্নার ছেলেটা কেন প্রাসাদে নেই? কেন সে দিবারাত্রি কাঁদে?

বনবীর। কাঁদবেই ত। সে ত আর আমার মত ভাই নয়, ধাত্রী ;—বুকে পিঠে করে পালন করেছে।

শীতল। ধাত্রীর কান্না আর মায়ের কান্না আমি বুঝি না? আমার বিশ্বাস উদয় বেঁচে আছে।

বনবীর। আছে? এ কি তুমি সত্যি বলছ? তাহলে এ রক্ত কার? সে কি তবে মরে নি? কোথায় গেল সে তবে? কি যেন কথাটা মা? "রাখে কৃষ্ণ মারে কে?" কথাটা তাহলে সত্যি?

শীতল। তুমি হাসছ?

বনবীর। না-না, কাঁদছি। লোকে কি বলবে বল ত? সে যখন এসে আমাকে উচ্চাসন থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তখন আমি মুখ দেখাব কি করে?

শীতল। তুমি দেশে দেশে গুপ্তচর পাঠিয়ে দাও।

বনবীর। তা ত দিতেই হবে। কিন্তু আমি ভাবছি, সে যদি তরবারির ঘা খেয়েও না মরে, তাহলে সে অমর বর নিয়ে এসেছে। তার রাজত্ব তাহলে সে-ই এসে গ্রহণ করুক।

শীতল। না-না, সে যেখানে আছে, সেখানেই সে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দেবে।

বনবীর। তা দেবে বইকি? ধাত্রীর চোখে জল ঝরে, কিন্তু আত্মীয়ের মুখ মলিন হয় না।

শীতল। আত্মীয়! আমার আত্মীয় তুমি। ওই ছোটলোকের মেয়ে মেদিনীও আমার কেউ নয়।

বনবীর। মেদিনীও কি চিতোরের সিংহাসনে বসতে চায়?

শীতল। সিংহাসনে বসতে চায় না, তোমার হাত থেকে মুক্তি চায়। আমি না থাকলে কবে সে পুরন্দরকে নিয়ে—

বনবীর। মা,—

শীতল। তোমার চোখ খুলবে সেদিন, যেদিন প্রতিকারের আর কোন উপায় থাকবে না। [প্রস্থান।

বনবীর। মা, মা,—

মেদিনীর প্রবেশ।

মেদিনী। কে তোমার মা? মা নেই; যাকে দেখছ,—ও রাক্ষসী, তোমার সবটুকু রক্ত শোষণ না করে ওর শান্তি হবে না।

বনবীর। মেদিনি!

মেদিনী। আর কত অত্যাচার করবে স্বামি? রাজবংশের কাউকে তুমি জীবিত রাখ নি। মেবারের মাটি রক্তে লাল করে দিয়েছ। দশ বছর এ মাটিতে আর ফসল ফলবে না। আর কি করতে চাও তোমরা? রাজকুমারকে হারিয়ে পান্নার চোখের জলের বিরাম নেই। তার উপরও তোমরা নির্য্যাতন করতে চাও? এ আমি হতে দেব না। পুরন্দর বলেছে—

বনবীর। পুরন্দর যা বলে, সেই কথাটাই সত্য, আর আমি যা বলি, তা মিথ্যা?

মেদিনী। কি বলেছ তুমি?

বনবীর। আমি বলেছি যে ভুলেও আমার মা'র অবাধ্য হবে না, বলেছি যে আমার মাকে আমি রাজমাতার আসনে বসাব—তুমি কখনও বাধা দেবে না। সন্ন্যাসীপ্রদত্ত কবচ কে চুরি করেছে?

মেদিনী। আমি তার কি জানি?

বনবীর। উদয়ের হত্যার দিন কে আগে পান্নাকে সাবধান করে দিয়েছিল?

মেদিনী। এ তুমি বলছ কি?

বনবীর। সাত বছর ধরে চন্দাবৎ সর্দ্দারকে যতবারই আমি বন্দী করতে চেষ্টা করেছি, ততবারই সে উধাউ হয়ে গেছে। অস্বীকার করতে পার যে তুমিই পুরন্দরকে পাঠিয়ে আমাদের গতিবিধির সন্ধান রত্ন সিংকে দিয়েছ? অস্বীকার করতে পার যে চন্দাবৎ সর্দ্দারের পরিবারকে তোমরাই নিরাপদে স্থানান্তরিত করেছ, আর তুমিই যোগাচ্ছ তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়?

মেদিনী। কে বলেছে? তোমার মা?

বনবীর। আমি সব জানি মেদিনি ; শুধু জানি না যে আমার চেয়ে তোমার বেশী আপন পুরন্দর।

মেদিনী। এও বুঝি তোমার মায়ের রটনা ?

বনবীর। আমার মা যেদিন আর তোমার মা থাকবে না, সেদিন এ প্রাসাদেও তোমার স্থান হবে না।

[প্রস্থান।

মেদিনী। ডাইনী দাসী এতদূর উঠেছে ? আচ্ছা, আমিই তোমাকে রাজমাতা করব, অপেক্ষা কর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন্দিশালা।

রত্ন সিংহের প্রবেশ।

রত্ন সিং। না-না, হবে না, কিছুতেই আমি রাজমুকুট দেব না। মৃত্যু দেবে ? দিক, রত্ন সিং মৃত্যুর ভয় করে না।

সোমরাজের প্রবেশ।

সোমরাজ। এই যে দাদা, আমি তোমার কাছেই এসেছি দাদা।

রত্ন সিং। কেন ? আমার কাছে কার কি প্রয়োজন ? বনবীরের কাছে যাও।

সোমরাজ। আরে দূর বনবীর। ও কি একটা মানুষ ? ছোটলোক,

ছোটলোক। আমাকে বলে কিনা,—রত্ন সিংকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজমুকুট যদি আনতে পারেন, আপনাকে আমি প্রচুর অর্থ দেব।

রত্ন সিং। সেইজন্যেই বুঝি আমায় বোঝাতে এসেছ?

সোমরাজ। আরে তুমি কি দাদা ক্ষেপে গেলে দাদা? আমি দাদা সোজা তাকে বলে দিলুম,—ও আশা না করাই ভাল। তোমার যখন জোর আছে, আশ মিটিয়ে ঐশ্বর্য্য ভোগ কর, তা বলে রাজবংশের মুকুট তুমি পাবে না। যে মুকুট রাণা সঙ্গের মাথায় ছিল, সে মুকুট দাসীপুত্রের মাথায় উঠবে না।

রত্ন সিং। কিছুতেই না। আমি মাথা দেব, তবু রাজমুকুট দেব না।

সোমরাজ। তুমি দিতে চাইলেও আমি দিতে দেব না। শীতলসেনী দাদা কত করে বলেছে দাদা,—"ওর চেয়ে ভাল মুকুট তুমি নিজে গড়িয়ে নাও।" ছেলের ওই এক গোঁ—রাণা যদি হতে হয়, রাণার আসল মুকুট চাই। হ্যাঁ দাদা, মুকুটটা সাবধানে রেখেছ ত দাদা? আর কেউ জানে না ত?

রত্ন সিং। আমি ছাড়া আর একজন মাত্র জানে।

সোমরাজ। কেন এমন কাঁচা কাজ করলে দাদা? সে লোকটা কে?

রত্ন সিং। তোমার না জানলেও চলবে।

সোমরাজ। আমি বলছিলাম কি দাদা, তোমার যখন এই অবস্থা, তখন মুকুটটা আমার কাছে রেখে দিলে হয় না?

রত্ন সিং। তোমার কাছে! দেশে কি মানুষের দুর্ভিক্ষ হয়েছে?

সোমরাজ। কাকপক্ষী জানবে না দাদা।

রত্ন সিং। বনবীর ত কাকও নয়, পক্ষীও নয়। সে নিশ্চয়ই জানবে।

সোমরাজ। এ কথা তুমি বলতে পারলে দাদা? আমার মুখ থেকে কথা বার করবে বনবীর? তার আগে আমি মরব।

রত্ন সিং। মরবে কেন সোমরাজ? তুমি মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক, আর দাসীপুত্রের কাছে ঘুষ খেয়ে দেশের লোকের সর্ব্বনাশ কর।

সোমরাজ। এ তুমি বলছ কি দাদা?

রত্ন সিং। কি বলছি বুঝতে পাচ্ছ না? কত নিরপরাধ নরনারীর রক্তে চিতোরের পবিত্র প্রাসাদ রঞ্জিত হয়েছে; তাদের অনেকের মৃত্যুর জন্য দায়ী তুমি। তুমিই মিথ্যা সংবাদ এনে শীতলসেনীকে দিয়েছ, আর মুঠো মুঠো অর্থ নিয়ে পর্ণকুটির প্রাসাদে পরিণত করেছ।

সোমরাজ। করেছি? দূর মিথ্যাবাদী।

রত্ন সিং। বেরিয়ে যাও পশু, নইলে এই বাঁধা হাত দিয়েই আমি তোমাকে যমালয়ে পাঠাব।

সোমরাজ। আরে তুমি নিজের যমালয়ে যাবার কথা ভাব। আজই তোমার মাথা যাবে, আর তোমার দেহটা কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে।

রত্ন সিং। আমি মরে গেলে আমার দেহটা কুকুরে খাবে কি তুমি খাবে, তাই নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই।

সোমরাজ। কি, এত বড় কথা ব্রাহ্মণকে?

রত্ন সিং। ব্রাহ্মণ তুমি নও। তুমি অস্পৃশ্য চণ্ডাল।

সোমরাজ। তবে রে ইতর ছোটলোক, মারব এক—

পিছন হইতে দলপৎ সিং আসিয়া সোমরাজের গলদেশ ধারণ করিল।

সোমরাজ। কোন্ ব্যাটা রে?

দলপৎ। চেয়ে দেখ, তোমার যম।

সোমরাজ। তবে রে সিংয়ের পো, তোমাকে আমি—

দলপৎ। বেরিয়ে যাও। [ধাক্কা দিল]

সোমরাজ। মারব এক চড়। [বলিতে বলিতে ধাক্কা খাইয়া প্রবেশোন্মুখ দুর্জ্জয়ের উপর গিয়া পড়িল, দুর্জ্জয়ের ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া ভূপাতিত হইল] বা বাবা, হাড়গোড় দ' হয়ে গেল। আমি যদি ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে থাকি, এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি—

দলপৎ। কি বলছ?

সোমরাজ। বলছি তোমাদের ভাল হক। ওরে বাবা।

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। পিতা, আপনার এই অবস্থা!

রত্ন সিং। চোখে জল আসছে, না? তোমার চোখে জল আসছে না দলপৎ সিং?

দলপৎ। সে কথা বললেই কি তুমি বিশ্বাস করবে?

দুর্জ্জয়। কতবার আপনাকে বলেছি, মেবার ছেড়ে দূরে চলে যান; কিছুতেই আপনি মেবারের মাটি ত্যাগ করলেন না। বনবীরের শাসনদণ্ড যেখানে চলে না, সেখানে কি আপনার অন্নসংস্থান হত না?

রত্ন সিং। হয়ত হত। কিন্তু মেবারের মাটিতে আমি জন্মেছি, মেবারের মাটিতেই আমি মরব। শুক্ল কেশে লোল চর্ম্মে নিষ্প্রভ চক্ষুতারায় মৃত্যু তার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। কবে ডাক আসবে, তার ঠিক নেই। এ সময় মেবারের মাটি ছেড়ে আমি এক পা-ও যাব না।

দলপৎ। আমার একটা কথা ছিল রত্ন সিং।

রত্ন সিং। কি কথা?

দলপৎ। দশ বছর তুমি অবর্ণনীয় দুঃখ সহ্য করেছ। গৃহহীন

স্বজন পরিজনহীন হয়ে বনে জঙ্গলে পাহাড়ের গুহায়—অনাহারে অনিদ্রায় দিন যাপন করেছ। কিন্তু কালের গতি ত রোধ করতে পার নি। বনবীরকে ত আমরা মেবারের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি নি। লাভের মধ্যে মেবারের মাটি রাজপুতের রক্তে লাল হয়ে গেছে। দশ বছর মেবারীরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারে নি। আর কেন রত্ন সিং? রাজমুকুট দিয়ে দাও, বনবীরকে রাণা বলে স্বীকার কর।

রত্ন সিং। রাণা বলে স্বীকার করব ওই গণিকাপুত্রকে?

দুর্জ্জয়। ক্ষান্ত হন পিতা। বনবীর শুনতে পেলে হয়ত আপনার শিরশ্ছেদ করবে।

রত্ন সিং। নইলেই কি আমায় ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করবে মনে করেছ? বনবীর যদি বা বৃদ্ধ বলে আমায় বাঁচিয়ে রাখে, তার মা আমায় বাঁচতে দেবে না। আমিও তাকে চিনি, সেও আমায় চেনে।

দলপৎ। আমি তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করব রত্ন সিং। তুমি বল রাজমুকুট কোথায় আছে।

রত্ন সিং। কত অর্থ উৎকোচ নিয়েছ? অর্থলোভে যার তার কাছে স্বাধীনতা বিকিয়ে দিলে? মরতে পার নি? দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পার নি? কি বলব, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাদের বুকে আমি তরবারি বিঁধিয়ে দিই। এ বিষবৃক্ষ তোমরাই রোপণ করেছ,—তুমি আর তোমার এই অপদার্থ ভাগিনেয়।

দুর্জ্জয়। সত্য পিতা। আপনার কথা না শুনে যে গুরুতর অপরাধ করেছি, রাজপুত জাতি কখনও তা ক্ষমা করবে না। এক বছর কারাগারে বসে মৃত্যুকে কত আরাধনা করেছি, তবু মৃত্যু

এল না। আজ আপনার এই বন্দিদশা দেখে আমার অশ্রুজল বাধা মানে না। মাতুল, আপনার হাতে তরবারি আছে। তরবারিটা আমার বুকে বিঁধিয়ে দিন। এ স্মৃতির দাহ থেকে আমায় মুক্তি দিন।

দলপৎ। ক্ষান্ত হও দুর্জ্জন। কেন তুমি তিলে তিলে এমনি করে কারাগারে শক্তি ক্ষয় কচ্ছ? বনবীরের বশ্যতা স্বীকার কর, বাইরে বেরিয়ে এসে সৈনাপত্য গ্রহণ কর। তোমার পিতাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজমুকুট বনবীরের হাতে তুলে দাও।

রত্ন সিং। বটে? তুমি যে এত বিশ্বাসঘাতক, তা জানতুম না।

দলপৎ। বিশ্বাসঘাতক আমি নই রত্ন সিং। দুঃখ আমারও কম নেই। উদয়ের মৃত্যু আমারও বুক ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু উপায় নেই। মেবারের দুর্গতি চরম সীমায় পৌছেছে। বনবীরকে রাণা বলে স্বীকার না করলে এ দুর্গতির শেষ হবে না। এস রত্ন সিং, এস দুর্জ্জয়, শাসনযন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমরা ঘুণ ধরিয়ে দেব।

রত্ন সিং। নুন যদি খাই, গুণও আমি গাইব; তোমার মত ভণ্ডামি করতে আমি শিখি নি। হয় প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করব, না হয় নাকখৎ দিয়ে চিরদিনের জন্য বশ্যতা স্বীকার করব।

দলপৎ। রাজমুকুট দেবে না তুমি? মেবারের আরও দুর্গতি তুমি দেখতে চাও?

রত্ন সিং। মেবার ধ্বংস হক, তবু গণিকা পুত্রের শাসনদণ্ড যেন সে স্বীকার না করে।

দুর্জ্জয়। যান মাতুল। বৃথাই আপনি আমাদের বোঝাতে এসেছেন। আমরা মরব, তবু যাকে তাকে রাণা বলে স্বীকার করব না। সুপ্ত শার্দ্দুলকে জাগিয়ে এনে লোকালয়ে ছেড়ে দিয়ে যে মহাভুল করেছি,

প্রাণ দিয়ে আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব, তবু পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তাকে আর পূজো করব না।

দলপৎ। মরে কোন লাভ নেই দুর্জ্জয়। বেঁচে থেকে যে প্রতিশোধ নিতে পারে, সেই ত বাহাদুর।

রত্ন সিং। তুমি রাজপুত জাতির কলঙ্ক, তোমার মুখ দেখাও মহাপাপ।

দলপৎ। দেখো না তুমি আমার মুখ। তবু তুমি রাজমুকুট দাও, নইলে আজই তোমার শিরশ্ছেদ হবে।

রত্ন সিং। আমার মৃত্যুর কথা ভেবে তুমি কি বড় কাতর হয়েছ?

দলপৎ। কিছুমাত্র না। দশ বছর আগে তুমি যদি মরতে, তাহলে বনবীর এত দুর্ব্বার হয়ে উঠত না। তোমার জেদই তাকে হিংস্র করে তুলেছে। আমি শুধু ভাবছি দুর্জ্জয়ের কথা। ছেলেটার মাথা না খেয়ে তুমি মরবে না দেখছি।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। দুর্জ্জয় সিং, আশা করি এতদিনে বুঝতে পেরেছ যে বনবীর মূষিক নয়, শার্দ্দূল। সৈনাপত্য গ্রহণ করতে এখনও কি তোমার আপত্তি আছে?

দুর্জ্জয়। আছে। আমি রাণার সেনাপতি ছিলাম, দাসত্ব যদি করতে হয়, রাণার সৈনাপত্যই করব। তুমি রাণা নও, তোমার দাসত্ব আমি করব না।

বনবীর। ইচ্ছা করলে আমি যে কোন মুহূর্ত্তে হীরা মুক্তোর রাজমুকুট গড়িয়ে নিয়ে রাণার সিংহাসনে বসতে পারতুম। তবু দশ

বছর ধরে আমি মুকুটহীন শাসক হয়ে রাজ্যশাসন করে আসছি। সিংহাসন স্পর্শ করিনি, রাণা বলেও নিজের পরিচয় দিই নি। তোমরা কি মনে করেছ, চিরদিনই আমাকে এমনি করে বঞ্চনা করবে? দেবে না রাজমুকুট চন্দাবৎ সর্দ্দার?

রত্ন সিং। না।

বনবীর। রাণা বলে স্বীকার করবে না আমায়?

রত্ন সিং। না-না।

বনবীর। আমায় আর ক্ষেপিয়ে তুলবেন না চন্দাবৎ সর্দ্দার, সমগ্র মেবার দশ বছর আপনার এ দর্পের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। আসুন, এবার সবার মিলিত শক্তি দিয়ে চিতোরে আমরা স্বর্গ রচনা করি।

দলপৎ: আমিও তাই বলতে এসেছিলাম।

দুর্জ্জয়। স্বর্গ রচনা করবে তুমি!

রত্ন সিং। রাজ্যের জন্য একটা নিষ্পাপ ঘুমন্ত শিশুকে যে হত্যা করতে পারে, স্বর্গ তার বহুদূরে। কি করেছিল তোমার সে অপোগণ্ড শিশু? এই মূর্খের দল তারই প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য তোমাকে না ডেকে এনেছিল? রাজবংশের একটা প্রাণীকেও তুমি জীবিত রাখলে না?

বনবীর। আমার মাকে যে অপমান করবে, সে দুগ্ধপোষ্য শিশু হলেও আমার পরম শত্রু। শুনুন সর্দ্দার,—

রত্ন সিং। যাও যাও, দাসীপুত্র তুমি, তোমার কথা শুনবে এই দলপৎ সিং; আর এই নির্ব্বোধ দুর্জ্জয় সিং।

দলপৎ। রত্ন সিং,—

রত্ন সিং। চুপ্। যা বলতে হয়, এই দাসীপুত্রকে বল।

দুর্জ্জয়। পিতা,—

রত্ন সিং। কি, দাসীপুত্রকে সম্মান করে কথা বলতে হবে? সে আমি পারব না। শোন বনবীর, রাজপুত আমরা, দুঃখ আমাদের কণ্ঠহার, মৃত্যু আমাদের নিত্যসঙ্গী। মেবারের মাটিতে তুমি রক্তের ঢেউ বইয়ে দাও। যারা এখনও মরে নি, তাদের বেঁধে এনে জীবন্ত দগ্ধ কর, তবু আমি তোমায় রাজমুকুট দেব না।

বনবীর। তাহলে এই মুহূর্ত্তেই আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

দলপৎ।
দুর্জ্জয়। } বনবীর!

বনবীর। ধৈর্য্যের কি সীমা নেই? অপমানের কি শেষ নেই? দাসীপুত্র বলে এতই কি আমি অপরাধী? আমি ত সম্মান চাই নি, ঐশ্বর্য্য চাই নি। দেশের মেরুদণ্ড যারা, তারাই আমাকে আমার নির্জ্জন আবাস থেকে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসেছে। রাজপ্রতিনিধির আসনে বসেও আমি অহরহঃ সয়েছি শিশু বৃদ্ধ যুবার বিদ্রূপের কশাঘাত। আমি মানুষ হতে চেয়েছিলাম, কেউ আমায় মানুষ হতে দিলে না। আভিজাত্যের এই জীর্ণ পুরাতন উদ্ধত গম্বুজ চূর্ণ করে আমি আজ নরমেধ যজ্ঞে প্রথম আহুতি দেব।

দুর্জ্জয়। ক্ষান্ত হও বনবীর। আমি দেব তোমায় রাজমুকুট।

সকলে। তুমি!

দুর্জ্জয়। হ্যাঁ, আমি জানি তার সন্ধান। আগে আমার পিতাকে মুক্তি দাও, তারপর আমি দেব তোমায় রাজমুকুট। [বনবীর রত্ন সিংহের শৃঙ্খল মোচন করিল।]

রত্ন সিং। দুর্জ্জয়!

দুর্জ্জয়। পিতা, আপনার জন্যই আমি আপনার অবাধ্য হব।

আমায় ক্ষমা করুন পিতা, রাজ্যময় এ অশান্তির আজই অবসান হক।

রত্ন সিং। ক্ষমা! ভীরু কাপুরুষ রাজপুত কলঙ্ক, আমার দুর্ভাগ্য যে তুমি আমার পুত্র। বিশ্বাস করে তোমার কাছে রাজমুকুট গচ্ছিত রেখেছিলাম। বুঝতে পারি নি যে ক্ষমতার লোভে প্রাণের ভয়ে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে। পদলেহন কর, ভাল করে দাসী-পুত্রের পদলেহন কর।

[দুর্জ্জয়কে পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

বনবীর। যাও দুর্জ্জয় সিং। তুমি দেবে আমায় রাজমুকুট, আমি দিলাম তোমায় সৈনাপত্যের অধিকার। আমার তরবারি দিয়ে ইচ্ছা হয় তুমি আমারই শিরচ্ছেদ করো। [দুর্জ্জয়কে মুক্ত করিল]

দলপৎ। }
দুর্জ্জয়। } জয় মহারাণা বনবীরের জয়।

[প্রস্থান।

বনবীর। মহারাণা বনবীর। মায়ের অভাব পূর্ণ হল, কিন্তু আমার অভাব পূর্ণ করবে কে? জননী? ভার্য্যা? ভাই?—কেউ নেই, আমার কেউ নেই; আমি একা—নিতান্ত একা।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

পান্নার প্রবেশ।

পান্না। কে ডাকলে? মা বলে কে ডাকলে? সেই কণ্ঠস্বর! না-না, আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? উদয়ের অভিষেক আমি দেখতে পাব না? রাণীমা যে আমায় বলে গেছেন, উদয় সিংহাসনে না বসা পর্য্যন্ত তোমার ছুটি নেই। কবে আসবে সে দিন? দিনগুলো কি চলছে না?

গীতকণ্ঠে মায়াকাঞ্চনের প্রবেশ।

মায়াকাঞ্চন। **গীত।**

মাগো, চলিতে পারি না একা!
ভেসেছি অকূলে, কবে নিবি কোলে, মুছাবি অশ্রুরেখা?
কি করেছি দোষ নারিনু বুঝিতে, ছিঁড়িল প্রাণের তার,
ঘুমন্ত চোখে নামিল আঁধার, বহিল রক্তধার।
এপারে ওপারে কোথা নাহি ঠাঁই, শূন্যে শূন্যে ভাসিয়া বেড়াই,
পাব না কি কূল অসীম গগনে, এই কি ললাট-লেখা?

পান্না। কাঞ্চন!

মা-কা। মা!

পান্না। এখনও মহাশূন্যে ঘুরছ বাবা? স্বর্গদ্বার খুলে দিলে না? ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর কি ঘুমিয়ে আছেন? তা হবে না। নরকে যদি যেতে হয়, আমি যাব; তোমার কি দোষ? আমি যাচ্ছি, জিজ্ঞাসা করব তেত্রিশ কোটি দেবতাকে, যে স্বর্গে দধীচির স্থান আছে,

তোমার কেন সেখানে স্থান হবে না? বুকের রক্ত এখনও মুছে যায় নি বাবা? কাছে এস, চোখের জলে ধুয়ে দিই।

[মায়াকাঞ্চনকে ধরিবার চেষ্টা, মায়াকাঞ্চনের অন্তর্দ্ধান, পান্নার পতন।]

গিরিধারীর প্রবেশ।

গিরিধারী। মাসি,—ঠিক যা ভেবেছি। এমনি করেই আবাগের-বেটী মরবে। কত করে বললুম, দিন কতক তীর্থ ধর্ম্ম করে এস। তাও যাবে না, মরবেও না। ওঠ ওঠ,—ও মাসি,—

পান্না। কে? গিরিধারী? কি বলছ?

গিরিধারী। বলছি তোমার মাথা। কদিন চান কর নি, খাও নি কদিন? মরতে চাও ত বল না কেন, আমি মাথায় বাড়ি দিয়ে শেষ করে দিই, ল্যাটা চুকে যাক।

পান্না। মরতে বলো না গিরিধারি। উদয় রাজমুকুট মাথায় নিয়ে রাজবেশ পরে চিতোরের সিংহাসনে বসবে, বন্দীরা গাইবে, প্রজারা জয়ধ্বনি দেবে, পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করবে। চোখ ভরে দেখব, কাণ ভরে শুনব। তার আগে আমার ছুটি নেই। ক' বছর হল গিরিধারি?

গিরিধারী। দশ বচ্ছর।

পান্না। মোটে দশ বছর? আমি ভাবছিলাম, বার বছর পার হয়ে গেছে। দিনগুলো যেন শেষ হতে চায় না। আট আর দশ, কত হল গিরিধারি?

গিরিধারী। তা বিশ পঁচিশ হবে।

পান্না। অনেক বড় হয়েছে, না গিরিধারি? আর হয় ত আমাকে দেখে চিনতে পারবে না।

গিরিধারী। তা কি করে পারবে?

পান্না। পারবে না? ধাইমা বলে আর আমাকে ডাকবে না? ও গিরিধারি, উদয় আমাকে ভুলে যাবে?

গিরিধারী। আরে না-না, ভুলবে কেন? তার জন্যে তুমি নিজের ছেলেকে বলি—

পান্না। চুপ্!

গিরিধারী। বলি নিজের ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখে তুমি তাকে যমের মুখে তুলে দিলে,—সেই ছেলে তোমায় ভুলতে পারে কখনও। তুমি দেখে নিও, হুট্ করে একদিন সে মামার বাড়ী থেকে এসে পড়বে।

পান্না। গিরিধারি, তুমি একবার কমলমীরে যাবে?

গিরিধারী। কি করে যাব? ডাইনীটা দশটা চোখ মেলে চেয়ে আছে। একটা দিন কাজে না এলে ড্যাব ড্যাব করে তাকায়, আর হাজার রকম প্রশ্ন করে। আমি একদিন ওর গলা টিপে দেব।

পান্না। চুপ কর গিরিধারি। সে এখন রাজমাতা। বনবীরকে সবাই রাণা বলে মেনে নিয়েছে।

গিরিধারী। রাণার মুকুটও দিয়ে দিয়েছে না কি?

পান্না। চন্দাবৎ সর্দ্দার দেন নি, দিয়েছে তাঁর পুত্র দুর্জ্জয় সিং।

গিরিধারী। তুমি একবার বল না মাসি, আমি ওকে দরবারের মধ্যে ঝাঁ্যাটাপেটা করে আসি, তারপর যা হয় হবে।

পান্না। না গিরিধারি, সময়ের প্রতীক্ষা কর। এ দিন থাকবে না; সতীলক্ষ্মী রাণীমার কথা মিথ্যা হবে না। চিতোরের সিংহাসনে উদয় নিশ্চয়ই বসবে। তারপর তুমি অবসর নেবে, আর আমি কাঞ্চনের কাছে চলে যাব।

গিরিধারী। তা ত যাবে। এদিকে সেই বিটলে বামুনটা আমায় কি বলছিল জান? বলে,—হ্যাঁ বাবা, গিরিধারি বাবা, পান্নার ছেলেটাকে বাবা দেখতে পাচ্ছি না কেন বাবা?

পান্না। সে কি গিরিধারি? এতদিন ত একথা ওঠে নি।

গিরিধারী। সব ওই বিটলে বামুনের চক্কর। মারব ব্যাটাকে এক ঝাঁটার বাড়ি।

সোমরাজের প্রবেশ।

সোমরাজ। কি বাবা গিরিধারি বাবা?

গিরিধারী। আজ্ঞে বাবাঠাকুর, আপনার কথাই মাসীকে বলছিলাম বাবাঠাকুর। রাস্তাঘাটে সবাই বলছে, সর্দ্দাররা নাকি আপনাকে মেরে তক্তা বানিয়ে দিয়েছে।

সোমরাজ। কোন্ ব্যাটা বলেছে?

গিরিধারী। সবাই বলছে, কজনের নাম করব? দলপৎ সিংজি না কি আপনার মুখে জুতো পূরে দিয়েছিল। ছি-ছি-ছি, বামুনের মুখে জুতো? এ কি আমসত্ত যে মুখে পূরে দিলেই হল?

সোমরাজ। চোপরাও ব্যাটা ছোটলোক।

গিরিধারী। আপনিই বা শুধু শুধু লোকের পেছনে লাগতে যান কেন?

সোমরাজ। কার পেছনে লেগেছি ব্যাটা ইতর?

গিরিধারী। কার পেছনে লাগো নি, তাই বল। চন্দন সিংয়ের সোমত্ত ছেলেকে খামকা তুমি ধরিয়ে দিয়েছ, গরীব দাসের ছেলে মেয়ে বউ কাউকে তুমি বাঁচতে দাও নি, খণ্ডগিরির বিত্তিব্যাসাৎ সব তুমি লুটে নিয়েছ।

পান্না। চন্দাবৎ সর্দ্দারকে আপনিই ধরিয়ে দিয়েছেন?

সোমরাজ। মিছে কথা মা।

গিরিধারী। মিছে কথা? সাপ হয়ে ছোবল মেরে আবার রোজা হয়ে ঝাড়তে গিয়েছিলে। কথায় যখন পারলে না, তখন মাথায় লাঠি তুলতে গিয়েছিলে। আর অমনি দলপৎ সিংজি তোমায় চিৎ করে ফেলে মুখে জুতো পূরে দিয়েছে।

সোমরাজ। ফের মিথ্যে কথা? ব্যাটাকে আমি ভস্ম করে উড়িয়ে দেব।

গিরিধারী। তুমি ওড়াতে থাক, আমি গিয়ে তোমার পরিবারকে বলছি।

সোমরাজ। যাস নি বলছি, খবরদার যাস নি।

গিরিধারী। যাব না বই কি? তুমি ব্যাটা দেশশুদ্ধ লোককে জ্বালিয়েছ, তোমাকে জ্বালাবে তোমার পরিবার। এস না ঘরে, সিংজি তোমার মুখে জুতো পূরে দিয়েছে, তোমার পরিবার দেবে বাসী আথার ছাই। [প্রস্থান।

সোমরাজ। যা ব্যাটা যা, পরিবার আমার কাঁচকলা করবে। পিঠে লাথি মেরে একখানা গয়না দিলে যারা নাচতে থাকে, তাদের ভয় করবি তোরা, আমরা নই। এই যে পান্না। মা। ইস, তুমি দিন দিন এমন রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন মা? আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছ বুঝি?

পান্না। কই, না।

সোমরাজ। নইলে অমন কাঁচা সোনার রং এমন কালি হয়ে গেল কেন মা? হয়েছে কি বল ত মা? চোখ ছলছল কচ্ছে কেন?

পান্না। উদয়ের কথা ভাবছিলাম।

সোমরাজ। আহা, তা ভাববে না মা? কোলে পিঠে করে মানুষ করেছ। আমারই ত ভেবে ভেবে রাত্রে ঘুম হয় না। ব্রাহ্মণীর ত এখনও চোখের জল শুকোয় নি। কি আর করবে বল। ছেলের মুখ দেখে সব ভুলে যাও মা। আচ্ছা, তোমার ছেলেটিকে ত দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় সে?

পান্না। সে তার মামার বাড়ীতে আছে।

সোমরাজ। তোমার এই অবস্থা, আর ছেলে তার মামার বাড়ীতে পড়ে আছে? এ ত মা ভাল কথা নয় মা। কবে গেল?

পান্না। আজ দশ বছর।

সোমরাজ। উদয় যেদিন মারা গেছে, সেদিনই গেছে বুঝি?

পান্না। আজ্ঞে হ্যাঁ, ভয়ে ভয়ে সেইদিনই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

সোমরাজ। খুব ভাল করেছ মা। দিনকাল বড় খারাপ। তা তোমার ত মায়ের প্রাণ, দেখতে ইচ্ছে করে না? চল মা আমি তোমায় নিয়ে যাব মা।

পান্না। থাক, আপনার আর কষ্ট করতে হবে না।

সোমরাজ। তাহলে ঠিকানাটা বল, আমিই গিয়ে দেখে আসছি সে কেমন আছে।

পান্না। আমার ছেলের জন্যে আপনার মাথাব্যথা কেন?

সোমরাজ। শোন পাগলী মায়ের কথা। ছেলের ভাবনায় তুমি আমাদের চোখের উপর শুকিয়ে মরবে, এ আমাদের সহ্য হয়?

পান্না। না হয়, ঘরে গিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদুন। পান্না সোজা কথাই ভালবাসে, ভণ্ডামি ভালবাসে না।

শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতল। এত স্পর্দ্ধা তোমার ধাত্রি, রাজপুরোহিতকে অপমান কর?

পান্না। ধাত্রীর কাছে রাজপুরোহিতের কি প্রয়োজন?

শীতল। আমিই ওঁকে তোমার কাছে পাঠিয়েছি।

পান্না। কেন?

শীতল। তোমার ছেলের সন্ধানের জন্যে!

পান্না। আমার ছেলে বাঁচুক বা মরুক, তাতে আপনার কি?

শীতল। আমি তাকে দেখতে চাই।

পান্না। কেন?

সোমরাজ। টাটে বসিয়ে পূজো করবে বলে। বনবীরের ছেলে নেই, তারপর তোমার ছেলেই বসবে চিতোরের সিংহাসনে। তুমি হবে রাজমাতা, আর ওই ধাঙ্গড় ব্যাটা গিরিধারী হবে মন্ত্রী। হেঃ-হেঃ-হেঃ।

[প্রস্থান।

শীতল। পান্না,—

পান্না। কেন রাজমাতা?

শীতল। আমি জানতে চাই, তোমার কক্ষে বনবীর যে শিশুকে হত্যা করেছিল, সে কে?

পান্না। রাজকুমার উদয় সিং।

শীতল। তোমার ছেলে তখন কোথায় ছিল?

পান্না। বললুম ত তাকে আগেই সরিয়ে দিয়েছিলাম।

শীতল। তারপর দশদিন কোথায় ছিলে তুমি?

পান্না। রাজকুমারের মৃতদেহ চিতায় তুলে দিয়ে পিত্রালয়ে চলে গিয়েছিলাম; ওই গিরিধারীরা আমায় পায়ে ধরে টেনে নিয়ে এল।

শীতল। কোথায় তোমার পিত্রালয়?

মেদিনীর প্রবেশ।

মেদিনী। সব কথা তুমি নাই বা শুনলে মা।

শীতল। তুমি এখানে কেন মেদিনি?

মেদিনী। তুমি এখানে কেন মা?

শীতল। আমার ছেলের রাজপ্রাসাদে আমি আসব না?

মেদিনী। আমার নিজের ঘরে আমি আসব না?

শীতল। না। রাণী যেখানে সেখানে আসবে না।

মেদিনী। রাজমাতার দুঃখিনী ধাত্রীর ঘরে কোন কাজ নেই।

শীতল। আছে কি না আছে, সে কথা আমি বুঝব।

মেদিনী। বোঝ না বলেই আমি বুঝিয়ে দিতে এসেছি।

শীতল। মেদিনি!

মেদিনী। যাও মা যাও, অনেক পাপ করেছ, আর কেন? ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়ে রাজমাতা ত হয়েছ; আর চাও কি তুমি? এবার ঠাকুর ঘরে গিয়ে ভগবানের নাম কর, পরলোকের ভাবনা ভাব।

শীতল। তুমি যার ভাবনা ভাবছ, তার কাছে যাও, আমার কাছে মরতে এস না।

মেদিনী। ভাবছি ত তোমার ছেলের ভাবনা।

শীতল। আমার ছেলের ভাবনা! কুলকলঙ্কিনি।

মেদিনী। মা,—[শীতলসেনীর পায়ে আছড়াইয়া পড়িল]

পান্না। ছি-ছি-ছি, এ সব কি বলছ তুমি?

পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। বলতে দাও, বলতে দাও। কুলের গর্ব্ব তোমারই সাজে মাসি, আর একজনকে কলঙ্কিনী বলতে তোমারই ত শোভা পায়।

পান্না। বেরিয়ে যাও তুমি আমার ঘর থেকে।

শীতল। ধাত্রি!

পান্না। যাও দাসি যাও। তোমার কোন কথার উত্তর আমি দেব না। যা বলতে হয়, রাজবংশধর বনবীরকে বলব, তার দাসী মাকে বলব না।

[প্রস্থান।

পুরন্দর। ওঠ বৌদি, ওঠ। আরে, তুমি চোখের জল ফেলছ কেন? পাগলে কি না বলে,—ছাগলে কি না খায়?

শীতল। বেরিয়ে যা বিশ্বাসঘাতক। আমার ভুল হয়েছিল তোকে কুঁড়ে ঘর থেকে ডেকে এনে ঘরে স্থান দেওয়া।

পুরন্দর। ঘরখানা তোমার বাবারও নয়, আমার বাবারও নয়। যার ঘর, সে যদি বলে, এক্ষুণি চলে যাব।

শীতল। যাবার সময় এই কলঙ্কিনীকে সঙ্গে নিয়ে যাবি। প্রাসাদের মধ্যে যদি আবার তোদের দেখতে পাই, তাহলে তোদেরই একদিন,—কি আমারই একদিন।

মেদিনী। আর বলো না রাজমাতা, আর বলো না। আমার যে বলবার মুখ নেই, নইলে তারস্বরে বলতুম,—তোমার মত ভ্রষ্টা নারীর পক্ষেই অপরকে কলঙ্ক দেওয়া সম্ভব। আমি যদি মনে

প্রাণে স্বামীকেই শুধু ভালবেসে থাকি, তাহলে নিয়তির বজ্র অচিরেই তোমার মাথায় নেমে আসবে।

পুরন্দর। মাসি, তোমার তুলনা শুধু তুমি।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। মা,—

শীতল। বল বনবীর, তুমি কাকে রাখতে চাও? কলঙ্কিনী স্ত্রীকে না তোমার জননীকে?

বনবীর। দুজনকেই চাই মা।

শীতল। তা হবে না। মাকে যদি চাও, স্ত্রীকে এই মুহূর্তে ত্যাগ করতে হবে। না হয় বল, আমিই প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

পুরন্দর। আমি বলব মাসি? তুমিই চলে যাও, শুধু প্রাসাদ ছেড়ে নয়, এ পৃথিবী ছেড়ে। সংসারটাকে অনেক জ্বালিয়েছ, এবার দাদাকে নিষ্কৃতি দাও, সংসারটা শীতল হক।

[প্রস্থান।

মেদিনী। বল রাণা, বল কি তোমার আদেশ।

বনবীর। স্ত্রী—যাকে নারায়ণ সাক্ষী করে গ্রহণ করেছি, সুখে দুঃখে কখনও যে আমায় ত্যাগ করে নি, আমাকে যে শাসন করেছে কিন্তু অভক্তি করে নি, তাকে তুমি ত্যাগ করতে বলছ মা? আমায় দয়া কর মা, তোমার আদেশে আমি অসাধ্য সাধন করেছি। এ নিষ্ঠুর আদেশ আমায় করো না মা।

শীতল। তাহলে স্ত্রী নিয়েই তুমি থাক, মাকে বিদায় দাও!

বনবীর। মা,—দশমাস দশদিন যার সঙ্গে ছিল এক দেহ এক

আত্মা, আমার কল্যাণ ছাড়া জীবনে যার কোন কামনা নেই, স্বর্গাদপি গরীয়সী সেই মাকে বিসর্জ্জন দেব?

মেদিনী। তা তুমি পারবে না স্বামি। মাকে নিয়ে তুমি সুখে থাক, তোমার সব আপদ বালাই নিয়ে আমিই প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ভগবান তোমায় সুমতি দিন।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

বনবীর। মেদিনি, মেদিনি, ফেরাও মা ফেরাও। বাতিগুলো নিভে যাচ্ছে, স্তম্ভগুলো ভেঙ্গে পড়ছে, সর্ব্বস্ব নিয়ে চলে গেল মা।

শীতল। কিছুই নিয়ে যেতে দেব না। আমি যখন আছি, তখন তোমার সব আছে।

[বনবীরের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কমলমীর—প্রাসাদ।

মহানাদ ও উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। তারপর দাদামশায়, তারপর?

মহানাদ। সরে যাও দাদা, এখন আমার সময় নেই, পূজোর বেলা হল।

উদয়। পূজো পরে করলেও ঠাকুর রাগ করবে না।

মহানাদ। তাত বটেই। মাটির ঠাকুর উপবাসী থাক, আর রক্ত-মাংসের ঠাকুরকে নিয়ে আমি বিভোর হয়ে থাকি। কেন গো, তুমি আমার কে?

উদয়। কেউ নই যদি তবে আমায় এক মুহূর্ত্ত না দেখে তুমি থাকতে পার না কেন?

মহানাদ। ওই অহঙ্কার নিয়েই তুমি গেলে। তুমি মনে কচ্ছ, তোমাকে ছাড়া আমার দিন চলে না। চলে হে চলে, কারও জন্যে কারও আটকায় না। একটা নাতী ছিল, তোমার মতই দেখতে। বেঁচে থাকলে সে আজ তোমার মতই হত। একদিন মার সঙ্গে বনলক্ষ্মীর পূজো দিতে গেল, ফিরে যখন এল, তখন দেহে প্রাণ নেই। একটা বিষাক্ত সাপ তার জীবনীশক্তি হরণ করে নিয়ে গেছে।

উদয়। বাঁচাতে পারলে না?

মহানাদ। পাঁচ বছর বুকে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। তারপর তুমি এলে, বুকটা জুড়িয়ে গেল। এই বা কদিনের সুখ? একদিন তুমিও চলে যাবে, আবার নেমে আসবে প্রাসাদ জুড়ে ঘন অন্ধকার।

উদয়। তুমি ভেবো না দাদামশায়। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

মহানাদ। কেন তুমি এখানে পড়ে থাকবে? চিতোরের সিংহাসন তোমায় ডাকছে; আজ হক, কাল হক, এ ঘর ছেড়ে তোমাকে চলে যেতেই হবে। তুমিই হবে চিতোরের রাণা।

উদয়। রাণা হয়ে যদি তোমাকে ছেড়ে যেতে হয়, তাহলে আমি রাণা হতে চাই না।

মহানাদ। আমরা যে চাই ভাই। জানিস দাদু জানিস, তোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তোর ধাত্রী কি অসাধ্য সাধন করেছে? সে যখন শুনলে বনবীর তোকে হত্যা করতে আসছে, তখন তোর পোশাক নিজের ছেলেকে পরিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখল, আর

তোকে ঝাড়ুদারের ঝুড়িতে পাতাচাপা দিয়ে প্রাসাদের বাইরে পাঠিয়ে দিলে।

উদয়। আমার কিছুই মনে নেই। তারপর?

মহানাদ। তারপর তরবারি খুলে বনবীর এসে যখন জিজ্ঞাসা করলে,—উদয় কোথায়, তখন সেই রাক্ষসী নিজের ছেলেকে দেখিয়ে দিলে। বনবীর সেই ঘুমন্ত শিশুর বুকে তরবারি বিঁধিয়ে দিলে, আর তার মা পাষাণে বুক বেঁধে চেয়ে চেয়ে দেখলে।

উদয়। এ কি সত্য? এ তুমি কার কাছে শুনলে?

মহানাদ। গিরিধারী বলে গেছে। দেবতার কল্যাণে দধীচি নিজের অস্থিপঞ্জর দান করে অমর হয়ে গেছেন, আর এই নারী প্রভুপুত্রের জন্যে প্রাণের চেয়েও প্রিয় সন্তানকে ডালি দিয়েছে। কত আশা তার, তুমি বসবে চিতোরের সিংহাসনে, সে চেয়ে চেয়ে দেখবে। বুকের রক্ত ঢেলে যে চারাগাছকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে, সে আজ অক্ষয় বটে পরিণত হয়েছে।

উদয়। আমি তার স্বপ্ন সফল করব দাদামশায়। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে প্রাণ যে চাইছে না।

মহানাদ। ছেড়ে যেতে হবে না দাদু। আমি তোমার অঙ্গে অঙ্গে মিশে থাকব। মরার পরেও ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরব। ওঠ ঘুমন্ত সূর্য্য, মাথা তোল লাঞ্ছিত মেবারীর পরিত্রাতা, জেগে ওঠ ভৈরব গর্জ্জনে সিংহশাবক। বিলাস ব্যসন তোমার জন্যে নয়। ধুলোখেলার দিন শেষ হয়েছে, এবার আরম্ভ হক তোমার জয়যাত্রা।

উদয়। এ কি, কে ডাকছে আমায় দাদামশায়?

মহানাদ। ডাকছে চিতোরের গণদেবতা।

গীতকণ্ঠে সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। গীত।

ঘরের ছেলে, আয় রে ঘরে আয়!
ডাকছে তোরে গৃহদেবী আপন ঘরের আঙিনায়।
আর কতদিন ঘুমের ঘোরে
আপন ভুলে থাকবি ওরে,
ভাসছে আপন ঘরের মানুষ অকূল দুঃখ দরিয়ায়!
সিংহ যে তুই, মেষের মত
করবি কেন মাথা নত,
সাজবি কবে রণসাজে, লগ্ন যে ফুরিয়ে যায়!
আয় রে ঘরে আয়। [অন্তর্দ্ধান]

উদয়। ডাকছে, চিতোর আমায় ডাকছে। কেমন করে যাব আমি? আমার সৈন্য কই, অস্ত্র কই?

বিনায়কের প্রবেশ।

বিনায়ক। সব আছে রাজকুমার, সব আছে তোমার, তুমি দেখতে পাচ্ছ না। তোমার সৈন্যসামন্ত লুকিয়ে আছে রক্তস্নাত নির্য্যাতিত চিতোরের প্রাসাদে, পণ্যশালায়, পর্ণকুটিরে; তোমার অস্ত্র আছে দেশের কামার কুমোর চাষী তাঁতীর ঘরে ঘরে। তোমার দামামা বাজাবে চিতোরের আবালবৃদ্ধবণিতা, তোমার জয়ধ্বনি দেবে গীতা ভাগবত উপনিষদ। আর সময় নেই। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। এই নাও কুমার তোমার পিতা রাণা সঙ্গের পবিত্র তরবারি। এই তরবারি দিয়ে তিনি বহু যুদ্ধ জয়

করেছেন। তুমি এই তরবারি দিয়ে বনবীরের উদ্ধত শির দেহচ্যুত করবে চল।

উদয়। এ তরবারি আমার পিতার? এ তুমি কোথায় পেলে মাতুল? তুমি না চিতোরে গিয়েছিলে? কখন এলে তুমি?

বিনায়ক। এইমাত্র আসছি। ফেববাব পথে বীরা নদীর ধারে তোমার সেই ধাইমার সঙ্গে দেখা।

মহানাদ। পান্নাকে দেখলে বিনায়ক? বেঁচে আছে সে অভাগিনী? কেন তুমি তাকে নিয়ে এলে না বিনায়ক?

বিনায়ক। কি করে আসবে পিতা? বনবীবের মা সেই দাসীটা অষ্টপ্রহর তাকে চোখে চোখে রাখে।

উদয়। কেন? কেন? কি করেছে ধাইমা?

বিনায়ক। করবে আবার কি? সবার মনে সন্দেহ জেগেছে যে তুমি বেঁচে আছ, আর পান্না তোমাব সন্ধান জানে।

মহানাদ। সর্ব্বনাশ! তাহলে এখন কি করবে বিনায়ক?

বিনায়ক। যুদ্ধ করব। সমগ্র মেবার গুপ্তচরে ছেয়ে গেছে। আর সময় নেই পিতা। দাদাকে ডেকে সৈন্য সাজাতে আদেশ দিন। বনবীর আমাদের আক্রমণ করার আগে আমরাই তার বিরুদ্ধে অভিযান করব।

উদয়। তার চেয়ে আর একটা সহজ উপায় আছে মাতুল। দশ বছর আমি তোমাদের স্নেহে অবগাহন করেছি, আমার জন্যে তোমরা অসাধ্য সাধন করেছ; আমি কখনও তোমাদের ভুলব না। আর আমি তোমাদের বিপন্ন করব না। আজই আমি কমলমীর ছেড়ে চলে যাব।

মহানাদ। চলে যাবি! কোথায় যাবি দাদু? কে আছে তোর?

উদয়। তোমাদের আশীর্ব্বাদ আছে, মাথার উপর ভগবান্ আছেন। তুমি ভেবো না, এত ঝড় ঝঞ্ঝায়ও যখন আমি মরি নি, তখন মানুষের হাতে আমি মরব না। মৃত্যুর মাথায় পা তুলে দিয়ে আমি বেঁচে থাকব, চিতোরের সিংহাসন অধিকার করব,—বনবীরকে তার পাপের যোগ্য প্রতিফল দেব।

বিনায়ক। সঞ্জয়!

আশা শা'র প্রবেশ।

আশা। যেতে দাও বিনায়ক। এ ছাড়া উপায় নেই। দশ বছর আমরা ওকে পাখীর মত পালক ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম, কখনও ওকে বুঝতে দিই নি যে আমরা ওর পর। আজ আর কোন উপায় নেই। বনবীরের চর চারিদিকে ওৎ পেতে বসে আছে। বিলম্বে সর্ব্বনাশ হবে। রাজকোষ খুলে দিচ্ছি, যত পার মণিমুক্তো নিয়ে তুমি চলে যাও সঞ্জয়।

উদয়। মণিমুক্তো থাক্, আমি আপনাদের আশীর্ব্বাদ নিয়েই চলে যাচ্ছি।

আশা। তাই যাও বাবা। এ আমার নিষ্ঠুরতা নয়, আমার দুর্ভাগ্য। বিনায়ক, সঞ্জয়কে কমলমীরের সীমানা পার করে দিয়ে এস।

মহানাদ। বটে!

বিনায়ক। আর আসব না দাদা, আমিও ওর সঙ্গে যাব। কোথাও যদি ওর আশ্রয় না জোটে, ওকে নিয়ে আমি গাছতলায় থাকব। তোমার অপরাধের বোঝা হয় ত তাতে কিছু লাঘব হবে।

আশা। কি আমার অপরাধ?

মহানাদ। কি অপরাধ বুঝতে পাচ্ছ না? মানুষ হয়ে জন্মেছ,

আর আশ্রিতকে রক্ষা করতে বিপদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করতে পারবে না?

আশা। বিপদ যতদিন দূরে ছিল, ততদিন ত উপেক্ষা করেছি পিতা। আজ সে শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, আর আমি কি করব?

মহানাদ। মরবে। তোমরা আমার দুটো ছেলে আশ্রিতের রক্ষার জন্যে যদি বনবীরের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ দাও, আমি জানব তোমাদের মা ছিল রত্নগর্ভা।

আশা। এ উচ্ছ্বাসের কথা নয় পিতা। বিনায়ককে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, সবই জানতে পারবেন। চিতোরের সিংহাসনে বনবীর রাণা হয়ে বসেছে। রত্ন সিং দেশ ছেড়ে চলে গেছে, আর সবাই বনবীরের বশ্যতা স্বীকার করেছে। অত বড় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন সামর্থ আমাদের নেই।

উদয়। অবুঝ হয়ো না দাদামশায়, আমি অভিমান নিয়ে যাচ্ছি না। হাসিমুখে আমায় বিদায় দাও।

মহানাদ। চল বিনায়ক, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। প্রাণের ভয়ে ধর্ম্ম যেখানে লাঞ্ছিত, সেখানে আমরা থাকব না।

আশা। পিতা,—

রত্ন সিংহের প্রবেশ।

রত্ন সিং। দুর্গাধিপতি কোথায়, দুর্গাধিপতি?

বিনায়ক। দুর্গাধিপতি আপনার সম্মুখে।

রত্ন সিং। তুমিই আশা শা? তুমি আদেশ দিয়েছ,—কমলমীরের রাজপথে বিদেশীদের দেখলে তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে?

আশা। হ্যাঁ।

রত্ন সিং। তোমার সে আদেশ নগররক্ষীরা কি ভাবে পালন কচ্ছে, সে খবর নিয়েছ?

বিনায়ক। কেন? কেন? কে কি করেছে আপনার?

রত্ন সিং। আমার কিছু করে নি যুবক। এক ভিখারিণী রাজ-পথ দিয়ে যাচ্ছিল, মত্ত প্রহরীরা তার ভিক্ষালব্ধ খাদ্যসামগ্রী রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়েছে। একজন তার হাত ধরতে গিয়েছিল, আমি তার হাতখানা জন্মের মত ভেঙ্গে দিয়েছি।

মহানাদ। হত্যা করলে না কেন?

রত্ন সিং। করব, তার আগে তার মনিবকে খবরটা দিতে এসেছি। দুর্গাধিপতি আশা শা, মহারাণা সঙ্গ তোমাকে কমলমীরের শাসন দণ্ড দিয়ে গিয়েছিলেন কি এমনি করে শাসন করবার জন্য?

আশা। বিনায়ক, এই উদ্ধত বৃদ্ধকে শৃঙ্খলিত কর।

মহানাদ। না, সেই প্রহরীকে ধরে নিয়ে এস। তার বিচার কর।

রত্ন সিং। তার আগে তুমি দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাও অপদার্থ।

উদয়। অনেকক্ষণ তোমার ঔদ্ধত্য সহ্য করেছি বৃদ্ধ। দুর্গাধিপের এ অপমান তাঁর ভাই সইতে পারেন, পিতাও সইতে পারেন, কিন্তু আমি সহ্য করব না। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব। [তরবারি উত্তোলন; রত্ন সিং তরবারি সমেত তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিলেন]

রত্ন সিং। এ কি! এ কার তরবারি? এ যে মহারাণা সঙ্গের সে পবিত্র কৃপাণ! এ তুমি কোথায় পেলে? তুমি কে সুন্দর কিশোর? তরবারি রাখ, বল তুমি কে?

উদয়। আমি দুর্গাধিপ আশা শার ভাগিনেয়।

রত্ন সিং। না—না, তুমি কারও ভাগিনেয় নও। তোমার চোখের

তারা, তোমার মুখের ছবি, তোমার দৃপ্ত ভঙ্গি বলে দিচ্ছে, তুমি আমার ধ্যানের কৌস্তুভ রত্ন। লোকে বলত আমি বিশ্বাস করি নি। আর—

বিনায়ক। কি বলছেন আপনি? আমার কোন সংশয় নেই। আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি।

উদয়। তুমি কি উন্মাদ?

রত্ন সিং। হ্যাঁ গো, তোমার জন্যেই আমি উন্মাদ হয়েছি। কত দুঃখ সয়েছি, কত সূর্য্যতাপ কত শিলাবৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, তবু আমি মরি নি। আমার মন বলছিল, তুমি আছ।

আশা। কে এ বৃদ্ধ?

রত্ন সিং। তোমরা সরে যাও, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। আর আমার কোন অভিযোগও নেই। এস আমাদের ভাঙ্গা ঘরের পূর্ণিমার চাঁদ, কাছে এস, বুকে এস।

মহানাদ। কে আপনি, পরিচয় দিন।

রত্ন সিং। তুমি আশা শার পিতা মহানাদ নও? আমায় চেন না? আমি রাণা সঙ্গের নিত্য সহচর, আমি চন্দাবৎ সর্দ্দার রত্ন সিং।

সকলে। রত্ন সিং!

রত্ন সিং। আর তুমি রাণা সঙ্গের পুত্র উদয়। চল রাণা, চল। মেবার তোমায় ডাকছে। আশা শা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় নেই। মহানাদ, চিতোরের গচ্ছিত সম্পদ চিতোরকে ফিরিয়ে দাও।

মহানাদ। নিয়ে যান চন্দাবৎ সর্দ্দার, মেবারের রাণাকে আপনার হাতেই তুলে দিলাম, আর সঙ্গে দিলাম এই একটা লৌহ মানবকে। যাও বিনায়ক, চিতোরের রাণাকে তার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যদি প্রাণ দিতে হয়, আশা করি তাতে কুণ্ঠিত হবে না।

বিনায়ক। না পিতা, আমি মরব, তবু পিছু হটে আসব না। দাদা,—রাণার কল্যাণে পিতা দিলেন তার ছেলেকে, তুমি কিছু দেবে না ?

আশা। ধাত্রী দিয়েছে পুত্র বলিদান, সর্দ্দার দিয়েছে মান মর্য্যাদা গৃহসম্পদ, পিতা দিলেন নিজের কনিষ্ঠ পুত্রকে যমের মুখে ঠেলে, আর আমিই এ মহাযজ্ঞে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকব ? না বিনায়ক, তোমরা এগিয়ে যাও, সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমি পেছনে আসছি।

[প্রস্থান।

বিনায়ক। ওরে তোরা শঙ্খঘণ্টা বাজা।

রত্ন সিং। ওরে মেবার, তূর্য্যধ্বনি কর্। এস মহারাণা, এস।

[প্রস্থান।

মহানাদ। পুরনারীদের ডাক বিনায়ক। শঙ্খঘণ্টা বাজাতে বল। মহারাণা তার নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছে, তারা সব আশীর্ব্বাদ করবে না ?

বিনায়ক। করবে বই কি পিতা ? আমি সবাইকে ডেকে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

উদয়। দাদামশায়,—

মহানাদ। চোখ্ ছলছল কচ্ছে কেন ভাই ? এত বড় মানুষ তুমি, আমার এ ছোট ঘরে তোমায় কদিন বেঁধে রাখব ? যাও দাদা, নিজের ঘরে যাও। তুমি যেদিন রাণা হবে, সেদিন আমি গিয়ে তোমায় দেখে আসব। আমার আশীর্ব্বাদে দেহ তোমার দুর্ভেদ্য হক, বাহুতে আসুক মত্ত হস্তীর বল। রাণা হয়ে তুমি তোমার ধাইমাকে ভুলো না দাদা।

গীতকণ্ঠে মঙ্গলাচারিণীগণের প্রবেশ।

মঙ্গলাচারিণীগণ। **গীত।**

যেথায় তোমার সোনার আসন তোমায় দিল ডাক,
সেইখানে যাও সিংহশিশু, আমরা বাজাই বিজয় শাঁখ।
শত্রু শোণিত হস্তে মাখি
পরে এস বিজয় রাখী,
আল্পনাটি রাখব আঁকি,
দুখের অতীত মুছে যাক্।

[মঙ্গলাচারিণীগণ উদয়কে চন্দনচর্চ্চিত করিল, শঙ্খ বাজাইল,
মহানাদ তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন।]

[পরে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর—রাজপ্রাসাদ।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। চিতোরের সিংহাসন, কোন্ শিল্পী তোমায় গড়েছিল? তার দীর্ঘনিঃশ্বাস কি তোমার অণু পরমাণুতে মিশে আছে? এত সুন্দর তুমি, আর এমনি অভিশপ্ত? তুমি আমায় সম্মানের উচ্চ শিখরে তুলেছ, তুমিই আমায় নিঃস্ব রিক্ত সর্ব্বস্বান্ত করেছ। আমি তোমায় পদাঘাতে চূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে দেব। কে?

সোমরাজের প্রবেশ।

সোমরাজ। আমি বাবা সোমরাজ বাবা।

বনবীর। কি চাই?

সোমরাজ। তোমার কাছে চাই না; তোমার মা বলেছে,—আমি যা চাইব, তাই দেবে।

বনবীর। তবে আমার কাছে কেন এসেছ?

সোমরাজ। শোন কথা। খবরটা দিতে হবে না?

বনবীর। কি খবর?

সোমরাজ। হয়ে গেল বাবা। এ জন্মে আর তাকে ফিরতে হবে না। এবার ঘটা করে শ্রাদ্ধ শান্তি কর,—গ্রহ বৈগুণ্য কেটে যাবে। এই যে আমি ফর্দ্দ করে এনেছি।

বনবীর। কার শ্রাদ্ধ?

সোমরাজ। আবার কার? তোমার সেই অলক্ষ্মী বউটার।

বনবীর। মেদিনীর শ্রাদ্ধ! তার অর্থ? সে নেই!

সোমরাজ। থাকতে দিলে ত থাকবে? তোমার মা বললে, দেখো ঠাকুর, অলক্ষ্মীটা যেন আর ফিরে না আসতে পারে। আমি গিয়ে দেখলুম বাবা, বীরা নদীর ধার দিয়ে অঝোর ঝরে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে। আর যায় কোথায়? এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলুম নদীর মধ্যে!

বনবীর। ফেলে দিলে!

সোমরাজ। দিলুম না? বর্ষার নদীর পাহাড়ে ঢেউ অমনি এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। দূর থেকে দেখলুম, তীরে আসবার জন্যে প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়ছে। একা একা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলুম, আর ঢিল ছুঁড়তে লাগলুম।

বনবীর। তাহলে তুমি তাকে হত্যা করেছ?

সোমরাজ। আমি ছাড়া বাবা এত বড় কাজ কে করবে বাবা? আর যাদের মাইনে দিয়ে পুষছ, সব সুখের পায়রা, দুঃখের সময় কেউ পেছনে এসে দাঁড়াবে না। এই অলক্ষ্মীটা যদি আর একমাস তোমার ঘরে থাকত, নির্ঘাত তোমাকে বিষ খাইয়ে মারত। একথা তোমার মাও জানত, আমিও জানতুম।

বনবীর। তোমরা সবই জানতে, শুধু জানতে না যে বনবীর পশু নয়, মানুষ। সহায়সম্বলহীনা অসহায় এক নারীকে খরস্রোতা নদীর মধ্যে অতর্কিতে ঠেলে ফেলে দিতে তোমার এতটুকু বাধল না? জলমগ্না নারী প্রাণরক্ষার জন্য আকুলিবিকুলি করেছে, আর তুমি হেসে লুটিয়ে পড়েছ? তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, না চণ্ডালের বংশে তোমার জন্ম হয়েছিল?

সোমরাজ। এ বাবা তুমি কি রহস্য কচ্ছ বাবা ?

বনবীর। তোমার গলায় যজ্ঞসূত্র আছে, না? তুমি চণ্ডাল, এ সূত্র ধারণ করবার কোন অধিকার তোমার নেই। এ যজ্ঞসূত্র আমি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করব। [সোমরাজের গলা হইতে উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিল]

সোমরাজ। ও বাবা, ও বনবীর, আরে তুমি—যাঃ।

বনবীর। মা তোমাকে পুরস্কার দেবেন বলেছেন? তার আগে আমিই তোমাকে আশাতীত পুরস্কার দিচ্ছি। কে আছ এখানে ?

রক্ষীর প্রবেশ।

বনবীর। বাইরে জল্লাদ অপেক্ষা কচ্ছে। এই ব্রহ্ম-চণ্ডালকে তার হাতে সমর্পণ করে বল, আমি আজই এর ছিন্নমুণ্ড দেখতে চাই। রক্ষী সোমরাজের হাত ধরিল]

সোমরাজ। ও বনবীর, ও মহারাণা, শেষকালে তুমি বাবা আমার মাথা নিতে চাও বাবা ?

শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতল। এ সব কি বনবীর ?

সোমরাজ। দেখ মা, দেখ। তোমার কথায় আমি সেই অলক্ষীটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে এসেছি, আর তোমার ছেলে আমারই মাথা নিতে চায় ? আরে, টানছে দেখ। ও শীতলসেনী, ও মহারাণা,—

শীতল। বনবীর !

বনবীর। নিয়ে যাও।

শীতল। আমিই এ ব্রাহ্মণকে এ কাজে পাঠিয়েছিলাম বনবীর।

বনবীর। তারই জন্য আমি পুরস্কার দিচ্ছি মা। রক্ষি,—

রক্ষী। চলে এস ঠাকুর।

সোমরাজ। দোহাই মহারাণা,—দোহাই মহা—হারামজাদি দাসি, তুই মর্, তোর ছেলে মরুক, তোর যে যেখানে আছে, সব মরুক।

[রক্ষী তাহাকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল।

শীতল। এর অর্থ কি বনবীর? তার জন্যে এতই যদি তোমার মমতা, তবে কেন তাকে ত্যাগ করেছিলে? তাকে রেখে আমাকে বিদায় দিলেই ত ভাল হত।

বনবীর। তুমি বিদায় নিলে রাজত্বের মধুচক্র কে ভোগ করবে মা? প্রজাদের তাজা রক্ত দেখে কে মহোল্লাসে অট্টহাস্য করবে? ঐশ্বর্য্য ভোগ কর রাজমাতা, কণ্ঠায় কণ্ঠায় ঐশ্বর্য্য ভোগ কর। সবই ত তোমার অধিকারে ছিল মা, সে দুর্ভাগা নারী একখানা ভাল গহনা পর্য্যন্ত পরে নি। তার একমাত্র সম্পদ ছিল স্বামী, তোমার হাতে তাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে সে এক বস্ত্রে বেরিয়ে গেছে। নিঃস্ব রিক্ত প্রাণটুকু নিয়ে তাকে বাঁচতেও তুমি দিলে না?

শীতল। না, দেব না। সে কি করেছে জান? সন্ন্যাসীর কাছে ভিক্ষে করে তোমার জন্যে যে মাদুলি আমি পেয়েছিলাম, সে মাদুলি সে-ই চুরি করেছে নিজের প্রেমাস্পদের জন্য।

বনবীর। মা, তোমার সব অবিচার আমি সয়েছি, কিন্তু হত্যার পরেও নির্দ্দোষের নামে এ অপবাদ দিলে মাতৃভক্তি আর আমায় বাধা দিতে পারবে না। সে গেছে স্বর্গে, তোমাকেও আমি নরকে পাঠাব।

শীতল। মিথ্যা অপবাদ আমি দিই নি। তোমার চোখ নেই, কিন্তু আমার চোখ আছে।

বনবীর। থাক মা থাক, সব কথা সবার মুখে মানায় না।

শীতল। তার অর্থ?

বনবীর। আর আমার অর্থ নেই মা। আমি কি বলছি জানি না। দয়া করে আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

শীতল। এই ব্রাহ্মণকে তুমি মুক্তি দেবে না? আমাকে এমনি করে তুমি অপমান করবে?

বনবীর। দোষীকে শাস্তি দিলে যদি তোমার অপমান হয়, আমি নিরুপায়।

শীতল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বন্দী করতে তুমি আদেশ দিয়েছ?

বনবীর। বন্দী নয়, হত্যা।

শীতল। হত্যা। কেন, কোন্ অপরাধে?

বনবীর। যে অপরাধে অনেকের প্রাণ গেছে, সেই রাজদ্রোহের অপরাধে। আমার বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহের আয়োজন কচ্ছে, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র তাদের মধ্যে একজন।

শীতল। সাবধান বনবীর, আমার পিতৃকুলের ওই একটা মাত্র শিবরাত্রির সলতে; তার গায়ে তুমি হাত তুলো না।

বনবীর। আজ একথা আমি শুনব কেন মা? তোমার মুখের কথায় কত বংশের শিবরাত্রির সলতে অকালে নিভে গেছে। তখন ত তোমার এতটুকু মমতা দেখি নি। চিতোর রাজবংশের নিষ্পাপ ঘৃতপ্রদীপ উদয়কে হত্যা করতে আমার যখন হাত উঠছিল না, তখন তুমিই ত আমার বুকে সাহস দিয়েছিলে। আজ এত দমে গেলে চলবে কেন মা? অপেক্ষা কর; ভ্রাতুষ্পুত্রকে জীবিত অবস্থায় তুমি দেখতে পাবে না সত্য, কিন্তু মৃতদেহটা তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাবে।

শীতল। এ আমি হতে দেব না। তুমি উন্মাদ হয়েছ, কিন্তু আমি উন্মাদ হই নি। দেখি, মেবার রাজ্যে রাজমাতার কোন অধিকার আছে কি না।

[প্রস্থান।

বনবীর। এরই নাম রাজত্ব! সেই আমি বনবীর, আজ আমি মেবারের মহিমান্বিত রাণা; তবু ত আমার দুটো হাত দশটা হল না। তাল তাল সোণা দিয়ে আমি আজ গেণ্ডুয়া খেলতে পারি, রাজ্যটাকে বাজীকরের খেলনার মত নাচাতে পারি, কিন্তু ঘুমের পাহাড় ভেঙ্গে এক টুকরো ঘুম ত নিয়ে আসতে পারলুম না। হাসির রাজত্ব থেকে একটুখানি হাসি ত ক্রয় করতে পারলুম না।

গীতকণ্ঠে উদাসীর প্রবেশ।

উদাসী। **গীত।**

হায় রে অভাজন!
কাচের লোভে অরূপ রতন জলে দিলি বিসর্জ্জন!
লক্ষ্মী তোরে গেছে ছাড়ি,
নয়নের ঘুম নিল কাড়ি,
জীবন নদে দিতে পাড়ি আসছে পারের নিমন্ত্রণ!
ও অভাগা তোমার তরে
দুঃখে আমার নয়ন ঝরে,
কোন্ অতলে তলিয়ে যেতে সর্ব্বনাশা আয়োজন।

বনবীর। ঠাকুর,—আজ আবার কেন এসেছ? আজ আমার ঘরে তোমায় সেবা করবার কেউ নেই।

উদাসী। করলি কি বাবা? তুচ্ছ রাজত্বের লোভে দুর্ল্লভ মনুষ্যত্ব

বিসর্জ্জন দিলি? অন্ধ মাতৃভক্তির যূপকাষ্ঠে সতীলক্ষ্মী বউটাকে ত্যাগ করলি?

বনবীর। নিদ্রিত শিশুকে যে হত্যা করতে পারে, স্ত্রীকে ত্যাগ করা তার পক্ষে কি এতই কঠিন ঠাকুর?

উদাসী। তবে চোখের জল ফেলছিস কেন?

বনবীর। না-না, কে বললে?

উদাসী। পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ! ভালই যদি বেসেছিলি, কেন তাকে অকূলে ভাসিয়ে দিলি? এত পাপ করেও কি মাকে খুশী করতে পেরেছিস? পারবি না, কুবেরের ঐশ্বর্য্য এনে পায়ে ঢেলে দিলেও ও পোড়ামুখে হাসি ফোটাতে পারবি না। যদি ভাল চাস, চুপি চুপি চলে আয়; নইলে তোর রক্ষে নেই।

[প্রস্থান।

বনবীর। কে ওখানে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে? কে?

পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। আমি দাদা।

বনবীর। কি পুরন্দর? আবার এলে যে? কি চাও? অর্থ নেবে? ভূসম্পদ নেবে? রাজমুকুট নেবে পুরন্দর?

পুরন্দর। না। একবার তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি দাদা। আমায় বিমুখ করো না। চল দাদা চল।

বনবীর। কোথা থেকে আসছ তুমি? কেন এলে আবার?

পুরন্দর। আসতুম না দাদা। চিরদিনের জন্যে চলেই যাচ্ছিলাম। বীরা নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, নদীর খরস্রোতে এক নারী ভেসে যাচ্ছে। কে সে নারী, জান?

বনবীর। জানি, তার নাম মেদিনী। যে তাকে নদীতে ফেলে দিয়েছিল, তার নাম সোমরাজ।

পুরন্দর। সব জান তুমি? তুমিই কি তবে সোমরাজকে পাঠিয়েছিলে? এত নীচ, ইতর, নিকৃষ্ট তুমি? কি বলব তোমাকে? অলক্ষ্মী তোমাকে আশ্রয় করেছে; দানবী মায়া তোমার বিবেক বুদ্ধি গ্রাস করেছে। নইলে বুঝতে, এমন স্ত্রী কেউ কখনও পায় নি। তাকে ত্যাগ করেও তোমার সাধ মেটেনি, পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়ে দিতে তুমি হাত বাড়িয়েছ। তোমাকেও আমি বাঁচতে দেব না।

বনবীর। [নিঃশব্দে নিজের তরবারি পুরন্দরের হাতে তুলিয়া দিল]

পুরন্দর। [তরবারি হাতে লইয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল]

দুর্জ্জয়ের প্রবেশ।

দুর্জ্জয়। মহারাণা!

বনবীর। কি সেনাপতি? এত বিচলিত যে? দুঃসংবাদের আর ত কিছু বাকি নেই।

দুর্জ্জয়। পিতা সসৈন্যে নগর তোরণে উপস্থিত।

বনবীর। নগরবাসীরা শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছে না?

দুর্জ্জয়। আমাদের সৈন্যদলে বিদ্রোহের গন্ধ পাচ্ছি।

বনবীর। পাবে না? তারা যে মানুষ। খুঁজে দেখ, দলপৎ সিংকে আর প্রাসাদে দেখতে পাবে না। তুমি যদি পিতার সঙ্গে গিয়ে যোগ দাও, আমি দুঃখিত হব, কিন্তু অভিযোগ করব না।

দুর্জ্জয়। মহারাণা, আমি সর্দ্দার রত্ন সিংহের পুত্র, ভণ্ডামিও জানি না, বেইমানিও শিখি নি।

বনবীর। তা জানি ভাই, তা জানি। পিতা আমার মহান শত্রু, পুত্র আমার পরম বন্ধু। বাইরে আমার এত আলো, ভেতরে আমার কি নিঃসীম অন্ধকার।

দুর্জ্জয়। আমরা এখন কি করব মহারাণা?

বনবীর। যারা যেতে চায়, তাদের বাধা দিও না। যারা পড়ে থাকবে, তাদের নিয়ে তুমি এগিয়ে যাও।

পুরন্দর। দাদা,—

বনবীর। অস্ত্র ত পেয়েছ পুরন্দর। রত্ন সিংহের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ কর।

পুরন্দর। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আমি আসি নি। তোমার স্ত্রীকে আমি উদ্ধার করেছি।

বনবীর। করেছ!!

পুরন্দর। কিন্তু সবই নিষ্ফল। মরণ পণ করে সে খাদ্যপানীয় ত্যাগ করেছে। নগরের উপকণ্ঠে বাদাম গাছের তলায় এক ভাঙ্গা কুটিরে তাকে রেখে এসেছি। যদি ইচ্ছা হয়, যদি তোমার মধ্যে এতটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তুমি একবার তার কাছে যাও দাদা। তোমার হয়ে আমি যুদ্ধ করব। চল দুর্জ্জয় সিং, চল।

[প্রস্থান।

["নেপথ্যে শঙ্খনাদ ও জয়ধ্বনি—জয় মহারাণা উদয় সিংহের জয়।"]

সকলে। উদয় সিংহ!

গিরিধারীর প্রবেশ।

গিরিধারী। হ্যাঁ গো, উদয় সিং বেঁচে আছে। আ'শা শার ঘরে তাকে রেখে এসেছিলুম। সেখানে সে বেড়ে উঠেছে। আজ আশা

শায় সমস্ত সৈন্য নিয়ে সে তোমার মুণ্ডপাৎ করতে আসছে। খা ব্যাটা খা, জন্মের মত দশ হাত পূরে খা।

বনবীর। আমার কপালে তবে এ কার রক্ত লেগে আছে?

গিরিধারী। পান্নামাসীর ছেলের।

বনবীর। দেখ ত দুর্জ্জয়, পৃথিবীটা ছুটছে না কি? রক্ত—রক্ত —আরও গাঢ়। রক্তকণাগুলো অট্টহাস্য কচ্ছে। সহস্র দামামা আজ একসঙ্গে বেজে উঠছে। বাজা, বাজা, প্রলয়ের দামামা বাজা। মালিক এসেছে, মালিক এসেছে।

গিরিধারী। দাসীটা কই, দাসী? ওরে ও দাসি, ও শেতলা, ও মনসা, শুনে যা শুনে যা,—জয় মহারাণা উদয় সিংহের জয়।

[প্রস্থান।

বনবীর। দুর্জ্জয়!

দুর্জ্জয়। আদেশ করুন মহারাণা।

বনবীর। রাজপুত হলেও তুমি ত মানুষ। বুকে ঝড় বইছে, না? ইচ্ছা হচ্ছে ছুটে গিয়ে পিতার পায়ে লুটিয়ে পড়তে, কেমন, তাই না?

দুর্জ্জয়। আমায় পাগল করবেন না মহারাণা, অনেক কষ্টে আমি মনটাকে বেঁধেছি, আমায় সঙ্কল্পভ্রষ্ট করবেন না।

বনবীর। আমি তোমাকে চিনি দুর্জ্জয়। যত চেষ্টাই তুমি কর, আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। বাণিজ্যের ভরা তরী সাগরে ডুবে গেছে। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে তুমি নিজের প্রাণ কেন দেবে বীর? মেবারের মঙ্গলের জন্য তোমাদের পিতা পুত্রের আরও অনেকদিন বেঁচে থাকা প্রয়োজন। তুমি যাও দুর্জ্জয়, তুমি যাও।

দুর্জ্জয়। না মহারাণা, মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়েই আমি পিতার সম্মুখীন হব।

বনবীর। তার ফল অনিবার্য্য মৃত্যু।

দুর্জ্জয়। রাজপুত মরতে ভয় পায় না।

বনবীর। কথা শোন দুর্জ্জয়। উদয়কে ডেকে নিয়ে এস। আমি নিজের হাতে তাকে রাজমুকুট পরিয়ে দেব।

দুর্জ্জয়। তা হয় না মহারাণা। আমি সেনানায়ক, বিনাযুদ্ধে আপনাকে আমি পরাজয় স্বীকার করতে দেব না। আমি মরে গেলে আপনার যা ইচ্ছা করবেন; তার আগে নয়।

বনবীর। দশ বছর পরে আমার হাসি পাচ্ছে দুর্জ্জয়। বলবার সুযোগ আর হয়ত পাব না। আমায় ভুল বুঝো না বন্ধু। আমি যা করেছি, সে আমি করি নি, করেছে আমার দুর্ভাগ্য। আমি মানুষ হতে চেয়েছিলাম, সংসার আমায় মানুষ হতে দেয় নি।

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। জয় মহারাণা বনবীরের জয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

নেপথ্যে গোলাগুলির শব্দ।

পান্নার প্রবেশ।

পান্না। উদয়, উদয়, কোথায় উদয়, কোন্‌দিকে?

শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতল। এই যে ধাত্রি, উদয়কে দেখতে এসেছিস্?

পান্না। হ্যাঁ দাসি, তোর যমকে দেখতে এসেছি।

শীতল। খবরদার ধাত্রি, মনে রাখিস আমি রাজমাতা।

পান্না। তুই মনে রাখিস, আমি উদয়ের মা। রাজমাতা! তুই দাসী, তুই রূপের পসারিণী, তুই গণিকা। সরে যা, তোর ছায়াটা আমার গায়ে লাগছে।

শীতল। আমি তোকে গলা টিপে মারব। বল্, কোথা থেকে এল উদয়, কোথায় তুই তাকে সরিয়ে দিয়েছিলি? দশ বছর আমার অন্ন জলে দেহ পুষ্ট করে তুই আমাদেরই সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছিস্।

পান্না। তোর অন্নজল দাসি? তুই কে? অন্নজল উদয় সিংহের; তোরা মায়ে পোয়ে কণ্ঠায় কণ্ঠায় তা গোগ্রাসে গিলেছিস্, আর তারই প্রাণ নেবার জন্যে ষড়যন্ত্র করেছিস্। আজ প্রাণ দিয়ে সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

শীতল। তার আগেই উদয় সিং মরবে। তুই ভেবেছিস্ তাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজমাতা হয়ে সুখের স্রোতে ভাসবি। তা হবে না ধাত্রি। যাকে তুই রাণা হবার জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছিস্, আজই তার শেষ দিন।

[প্রস্থান।

পান্না। উদয়, উদয়,—

গিরিধারীর প্রবেশ।

গিরিধারী। দূর আবাগীর বেটি। মরতে এসেছ? চারিদিক থেকে গোলাগুলি ছুটে আসছে, আর তুমি উদয় উদয় বলে চেঁচিয়ে মরছ? বেরিয়ে এস বলছি।

পান্না। দাঁড়াও, দাঁড়াও, যাচ্ছি। গিরিধারি, একবার আমায় সে মুখখানা দেখাতে পার? দশ বছর আমি ধ্যান করেছি; এত কাছে এসেছে, তবু আমি একবার দেখতে পাব না?

গিরিধারী। দেখবার জায়গা কি এখানে? একটা গুলি যদি ছুটে আসে, মরবে যে।

পান্না। মরব না গিরিধারি। এত দুঃখে যখন মরি নি, তখন যম আমায় স্পর্শ করবে না। দেখ ত গিরিধারি, দেখ ত, ওই যে সুন্দর সুঠাম ছেলেটি তরবারি নিয়ে ছুটছে, ওই কি আমার উদয়?

গিরিধারী। আমি কি তাকে দশ বচ্ছর দেখেছি যে তোমায় চিনিয়ে দেব?

পান্না। চল গিরিধারি, চল। তোমার সে মুখখানা দেখতে ইচ্ছে কচ্ছে না?

গিরিধারী। করলে কি করব? এই কি দেখার সোমায়? যেদিন সিংহাসনে বসবে, সেদিন আশ মিটিয়ে দুজনায় দেখব।

পান্না। আমার যে এক পল কাটে না বাবা। না জানি দেখতে কত সুন্দর হয়েছে। ওই যাচ্ছে বুঝি—উদয়, উদয়,—

গিরিধারী। আরে দূর, ও ত একটা সৈন্য। চল বাড়ী চল, নইলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাব। পাগলের বেহদ্দ! সে এসেছে যুদ্ধু করতে, আর উনি এল তাকে আদর করতে। বুকটা কি আমারই ফেটে যাচ্ছে না? করব কি? একটা ত সোমায় অসোমায় আছে। চল মাসি, চল লক্ষ্মি মা, পাগল হলে কি চলে?

পান্না। ওই দিকে একবার চেয়ে দেখ ত গিরিধারি।

গিরিধারী। দেখেছি। বেশী বকলে মারব মাথায় পাথর ছুঁড়ে।

পান্না। কত দেরী, ওরে আরও কত দেরী? আমার যে দিন কাটে না। আয় বাবা, আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিনায়ক ও পুরন্দরের প্রবেশ।

বিনায়ক। তুমি আবার মরতে এলে কেন পুরন্দর?

পুরন্দর। মরতে যখন হবেই, শত্রুর হাতে না মরে বন্ধুর হাতেই মরি।

বিনায়ক। মরবে কেন পুরন্দর? তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। বনবীর তোমাকে যা দিয়েছে, উদয় সিংহের কাছে তার চতুর্গুণ পাবে।

পুরন্দর। বনবীর আমাকে কিছুই দেয় নি বিনায়ক। তবু অসময়ে আমার এই ভাগ্যবিড়ম্বিত ভাইকে আমি ত্যাগ করব না। মরার আমার বড় প্রয়োজন বন্ধু। দেহে যতটুকু রক্ত আছে, সব আমার এই দুঃখী ভাইয়ের জন্যে ঢেলে দিয়ে যাব; আমার মৃত্যুতে যেন তার অশান্ত মন শান্ত হয়।

বিনায়ক। পুরন্দর!

পুরন্দর। বিনায়ক!

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দলপৎ ও দুর্জ্জয়ের প্রবেশ।

দলপৎ। ফিরে এস দুর্জ্জয়, ফিরে এস। এ সুযোগ হেলায় হারিও না। তোমাদের অধিকাংশ সৈন্য বিদ্রোহী, নগরবাসীরা সবাই হাতিয়ার নিয়ে উদয়ের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্যে বেরিয়ে এসেছে। জয় তোমাদের হবে না।

দুর্জ্জয়। সে কথা আমার চেয়ে বেশী কে জানে মাতুল?

দলপৎ। তবে কেন তুমি এ জলমগ্ন তরণীকে তীরে নিয়ে যাবার জন্য বৃথা চেষ্টা কচ্ছ?

দুর্জ্জয়। রাজপুত হয়ে একথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? তরবারি স্পর্শ করে যার সৈনাপত্য গ্রহণ করেছি আমি, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করব না।

দলপৎ। তবে মৃত্যুই তোমার বিধিলিপি।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। চমৎকার! ঘরে ঘরে মঙ্গল শঙ্খনাদ, মুখে মুখে উদয়ের জয়ধ্বনি। তবু আমি মেবারের মহারাণা। মুষ্টিমেয় সৈন্যদল শত্রুর গুলির মুখে তৃণের মত উড়ে যাচ্ছে। আর কদিন? দুদিনের রাজত্ব তাসের ঘরের মত ছড়িয়ে পড়ল! [নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় মহারাণা উদয় সিংহের জয়"] জয় মহারাণা উদয় সিংহের জয়। তাই ত, এ আমি কি কচ্ছি? আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?

উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। অভিবাদন মহারাণা।

বনবীর। কে তুমি সুদর্শন? মর্ত্তের মানুষ, না স্বর্গের দেবতা?

উদয়। মর্ত্তের মানুষ। আমি তোমার পরম শত্রু।

বনবীর। শত্রু তুমি কারও নও। তুমি জগতের শাশ্বত বন্ধু। কোথা থেকে এসেছ? কার পুত্র তুমি? কি নাম তোমার?

উদয়। আমার নাম উদয় সিংহ।

বনবীর। তুমি উদয়! আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ? না-না, যুদ্ধে কাজ নেই। চুপি চুপি আমার সঙ্গে এস। আমি নিজের হাতে তোমার মাথায় রাজমুকুট তুলে দেব। আমার মা যেন জানতে না পায়।

উদয়। উদয় সিংহ ভিক্ষুক নয়। তরবারির জোরেই সে সিংহাসন অধিকার করবে, তোমার দান সে অঞ্জলি পূরে নেবে না দাসীপুত্র।

বনবীর। ওঃ—সংসারটা এত নিষ্ঠুর! এরা আমায় ভাল হতে দেবে না। [উভয়ের যুদ্ধ, উদয়ের তরবারি হস্তচ্যুত হইল]

শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতল। যমালয়ের পথ দেখ্ শিশু শয়তান। [মুক্ত ছুরিকা লইয়া ছুটিয়া গেল]

বনবীর। মা,—[ছুরি কাড়িয়া নিল]

শীতল। দে বনবীর ছুরিটা। ওরে, এ সুযোগ হেলায় হারাস নে।

বনবীর। তা হয় না মা। নিরস্ত্রকে হত্যা করতে আমিও আর পারব না, তোমাকেও আর দেব না। অস্ত্র তুলে নাও উদয়।

শীতল। বনবীর, কথা শোন্।

বনবীর। না। তোমার কথা শুনে সর্ব্বহারা হয়েছি আমি, আর আমি তোমার কোন কথা শুনব না। নিরস্ত্রকে যদি তুমি আবার আঘাত করতে হাত তোল, আমি মাতৃহত্যাই করব।

শীতল। রক্তের দোষ, আমি কি করব? মাতাল লম্পট দুশ্চরিত্র পিতা যার, তার পক্ষে এই সম্ভব। আমি আর কি করব? এ তোর জন্মের অভিশাপ। [প্রস্থান।

উদয়। এত মহান্ তুমি, তবে শিশুকে হত্যা করলে কেন?

বনবীর। আমি করি নি, ওরে আমি করি নি ; হত্যা করেছে আমার অদৃষ্ট। [উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

রত্ন সিং ও দুর্জ্জয়ের প্রবেশ।

রত্ন সিং। দেশদ্রোহি, কুলাঙ্গার, বনবীরের পক্ষে অস্ত্রধারণ করতে লজ্জা হল না তোমার ?

দুর্জ্জয়। এই শিক্ষাই যে আপনার কাছে পেয়েছি পিতা। ভগবান্‌কে সাক্ষী করে যার হাত থেকে তরবারি নিয়েছি, রাজপুত হয়ে অসময়ে তাকে ত্যাগ করব কেমন করে ?

রত্ন সিং। যেমন করে দলপৎ সিং ত্যাগ করেছে।

দুর্জ্জয়। দলপৎ সিং রাজপুত কুলাঙ্গার।

রত্ন সিং। আর তুমি রাজপুত কুলপ্রদীপ! আমি এ প্রদীপ ফুৎকারে নিভিয়ে দেব।

দুর্জ্জয়। মরব আমি জানি, তবু মনে সান্ত্বনা থাকবে যে রাণার দেওয়া তরবারিকে আমি কলঙ্কিত করি নি। [প্রণাম]

রত্ন সিং। রাণা, বনবীর রাণা! অস্ত্র নাও কুলাঙ্গার। দুর্জ্জয় সিং আর রত্ন সিং দুজন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে না। [উভয়ের যুদ্ধ, দুর্জ্জয় সিংহের পতন] দুর্জ্জয়!

দুর্জ্জয়। পিতা,—চন্দাবৎ সর্দ্দারের রক্ত আমি কলঙ্কিত করি নি। আশীর্ব্বাদ করুন, আবার যেন আসি চারণ সঙ্গীত মুখরিত দেশ-প্রেমিকের পুণ্যতীর্থ মেবারের এই কঙ্কর মৃত্তিকায়।

রত্ন সিং। যাও পুত্র অমরধামে, তোমার সব অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম।

[রত্ন সিংহের সাহায্যে দুর্জ্জয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুটীর।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। মেদিনি, মেদিনি, আমি এসেছি। কথা কও, কাছে এস। মেদিনি,—

মেদিনীর প্রবেশ।

মেদিনী। কে ডাকছে? কে? তুমি! সত্যই তুমি এসেছ?

বনবীর। এসেছি মেদিনি, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার পাশেই আজ ফিরে এসেছি। চল কোথায় নিয়ে যাবে।

মেদিনী। আমি জানি, তুমি না এসে পার না। আসবার সময় বলে এসেছিলাম,—যদি আমি মনে প্রাণে সতী হয়ে থাকি, তাহলে আবার তোমাকে আমি পাব। সে সাধ আমার পূর্ণ হয়েছে; তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে আজ আমার দুঃখ নেই।

বনবীর। মরবে কেন মেদিনি? চল মেবার ছেড়ে দূরে চলে গিয়ে আমরা নূতন করে জীবন আরম্ভ করি।

মেদিনী। তাই চল। মাকে ডেকে নিয়ে এস।

শীতলসেনীর প্রবেশ, তার ছিন্ন বসন, রক্তাক্ত ললাট, কালীমাখা মুখ—দেখিলে ঘৃণা হয়।

শীতল। এই ছেলেটা, উদয়কে দেখেছিস, রাণা সঙ্গের ছেলে **উদয়কে দেখেছিস্?**

বনবীর। কে? কে?

মেদিনী। এ কি—মা?

শীতল। দূর দূর, ছোটলোকের ছেলেমেয়ে 'মা' বলে কাছে আসছে দেখ। ছুঁস নি বলছি। মা বললেই হল? আমি রাজ-মাতা, তা জানিস্?

বনবীর। দেখ মেদিনি, লোভের এই পরিণাম। একদিন যার মুখের কথায় প্রজাদের মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়ত, যার ভয়ে সমগ্র মেবার কম্পমান ছিল, আজ সে চেনে না তার পুত্রের মুখ, যে পুত্রের জন্য সে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারত।

মেদিনী। ওগো, এ আর আমি সইতে পাচ্ছি না। কে মেরেছে মা তোমায়, কে করেছে এত নির্য্যাতন?

শীতল। ওই হতভাগা ছেলেগুলো। বলে শেতলা যাচ্ছে, ধর ধর; মাথায় পাথর ছুঁড়ে মেরেছে, নতুন কাপড় টানাটানি করে ছিঁড়ে দিয়েছে। আবার বলে 'দাসী'। কত বড় বুকের পাটা! যাচ্ছি আমার ছেলের কাছে। একটা একটা করে সবার গর্দ্দান নেব, তবে আমার নাম—কি নাম গো?

মেদিনী। তোমার নাম মা।

শীতল। ধেৎ,—মা, কার মা?

বনবীর। আমার মা।

মেদিনী। আমারও মা।

শীতল। আপন ছেলে পর হয়ে গেল, আর পরের ছেলেমেয়ে বলছে 'মা'। এই—এই ছেলেটা, কার ছেলে তুই?

বনবীর। ভাল করে চেয়ে দেখ মা, আমি তোমারই ছেলে।

শীতল। উদয়কে দেখেছিস্? ছেলেটাকে দশবার কেটে দুখানা

ক'রেছি, দশবারই বেঁচে উঠল? এবার ছাইয়ের উপর রেখে বলি দেব। কোন্‌দিকে গেল বল ত, কোনদিকে গেল?

মেদিনী। যেও না মা, যেও না। কোথায় যাবে? চল,—এ দেশ ছেড়ে আমরা দূরে চলে যাই।

বনবীর। ভয় কি তোমার? আমি সৈন্যচালনা করতে জানি, হল্‌কর্ষণ করতে জানি, দোকানদারি করতে জানি। নাই বা হলাম আমি মেবারের রাণা। তোমাদের ভরণপোষণ করতে আমার কোন অসুবিধে হবে না। লোকালয় থেকে বহু দূরে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর যেখানে নেই, সেখানে পর্ণকুটীর বেঁধে আমরা বাস করব। কেউ আমাদের মুখের আহার চোখের ঘুম হরণ করবে না। যুদ্ধে হেরেছি বলে আমার কোন দুঃখ নেই; দুঃখ হচ্ছে তোমার এ উদ্‌ভ্রান্ত মূর্ত্তি দেখে।

মেদিনী। মা, মাগো।

শীতল। তবে রে ছেটলোকের মেয়ে, হাজারবার বলছি আমি রাজমাতা, তবু তুই আমায় মা বলবিই বলবি? মর মর, উচ্ছন্ন যা। [পাথর কুড়াইয়া মারিবার উপক্রম]

বনবীর। আমাকে মার মা, আমাকে মার। [পদধারণ]

শীতল। কে? উদয়? পায়ে পড়ছিস্? ক্ষমা? তোকে ক্ষমা করব রক্তবীজ? তুই আমায় স্বর্গ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিস, তোকে আমি যমালয়ে পাঠাব। [ছুরিকা উত্তোলন]

মেদিনী। মা! [বাধা দিতে গিয়া আহত হইয়া পড়িয়া গেল]

বনবীর। কি করলে মা? কি করলে তুমি?

শীতল। উদয় মরেছে, আমার বুক জুড়িয়েছে। আর কেউ

আমাকে রাজমাতার আসন থেকে ঠেলে ফেলে দেবে না। ওরে তোরা জয়ঢাক বাজা, তোরা শঙ্খধ্বনি কর্।

[প্রস্থান।

বনবীর। মেদিনি! আমার জন্যে তুমি এমনি করে প্রাণ দিলে?

মেদিনী। তোমার জন্যে প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেলাম, আমি কলঙ্কিনী নই। সন্ন্যাসীর দেওয়া মাদুলি আমিই চুরি করে নিয়ে উদয়কে দিয়েছিলাম। সন্ন্যাসী বলেছিল,—রাজা হলে তোমার সর্ব্বনাশ হবে। কত দেবতার কাছে মানত করেছি, কেউ শুনল না; কত তোমায় অনুরোধ করেছি, তুমি শুনেও শুনতে পাও নি। তোমার সব অমঙ্গল আঁচলে বেঁধে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। তুমি চলে যাও, দূরে অনেক দূরে। আঃ—

আহত পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। দাদা—দাদা—

বনবীর। কে পুরন্দর? কি বলছ? যুদ্ধ শেষ?

পুরন্দর। যুদ্ধ শেষ। উদয় সিংহ প্রাসাদ অধিকার করতে গেছে। আশা শা তোমায় বন্দী করতে আসছে। পালাও, দাদা পালাও।

বনবীর। পালিয়ে কোথায় যাব? কেন যাব? চেয়ে দেখ পুরন্দর, আমার জন্য মেদিনী বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে।

পুরন্দর। বউরাণি!

মেদিনী। পুরন্দর, আমি যাচ্ছি, তোমার দাদাকে নিয়ে চলে যাও। ওঁর হাতে শৃঙ্খল যেন আমায় দেখতে না হয়। ওগো,

তুমি কেন এখনও দাঁড়িয়ে আছ? আমার জন্যে নিজের সর্ব্বনাশ করো না। তুমি বাণা বিক্রমজিৎকে হত্যা করেছ, ওরা তোমাকে বাঁচতে দেবে না। যাও যাও।

বনবীর। তুমি টলছ কেন পুরন্দর?

পুবন্দব। আমার বুকটা দুভাগ হয়ে গেছে দাদা। মৃত্যুর পদ-শব্দ কাণের কাছে শুনতে পাচ্ছি। তোমাকে সংবাদ দেবার জন্যে অনেক কষ্টে ছুটে এসেছি দাদা। আমাব এত চেষ্টা নিষ্ফল করো না।

মেদিনী। পুরন্দর,—

পুরন্দর। ওঠ বৌরাণি। সংসার আমাদের বাঁচতে দিলে না। কোন অপরাধ করি নি আমরা, তবু সংসার আমাদের মাথায় কলঙ্কের পসরা তুলে দিলে। চল যাই সেই বিশ্ববিচারকের বিচার-শালায়। জিজ্ঞাসা করব সেই নিষ্ঠুরকে কেন তিনি তোমাকে এত গুণগরিমায় বিভূষিত করে পাঠিয়েছিলেন, আর কেনই বা এমনি কবে অকালে টেনে নিলেন?

মেদিনী। আমি এখানে থাকলে তুমি যেতে পারবে না। আমি চলে যাচ্ছি। তুমি চলে যাও; ওগো, তুমি চলে যাও। কেঁদো না। এ জন্মে অনেক সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল। পর জন্মে আবার যেন তোমাকে পাই। বিদায়, বিদায়।

[প্রস্থান।

বনবীর। মেদিনি, পুরন্দর! সব আলো নিভে গেল, সব আলো নিভে গেল! যার উচ্চাশার বেদীমূলে নিজেকে নিঃশেষ করেছিলাম, যার নিঃশ্বাসে হাজার হাজার মানুষ দগ্ধ হয়ে গেল, সেও আজ উন্মাদ। হে বিচারক, এমনি করেই তুমি জগতের জীবকে

চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দাও কোন পাপ বৃথা যায় না; তবু মানুষ বোঝে না, তবু তার চোখ খোলে না। শুধু একটা কথা বুঝতে দিলে না ভগবান্। কি পাপ করেছিল এই অভাগিনী নারী, যার জন্য জীবন ভরে সে শুধু দিয়েই গেল, কিছুই নিয়ে গেল না।

আশা শা'র প্রবেশ।

আশা। এই যে মহারাণা; অধীনের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

বনবীর। আশা শা, একদিন এই বনবীরের ভয়ে তোমার মত জন্তু জানোয়ারের দল মূষিকের বিবরে লুকিয়ে থাকত। আজ দিন পেয়েছ, তাই মাথা তুলে আমার সম্মুখে এসে তুমি দাঁড়িয়েছ।

আশা। অস্ত্র নাও দাসীপুত্র।

বনবীর। হীন বৈশ্য, তোমার মত মূষিককে বধ করতে আমার অস্ত্রের প্রয়োজন হত না, মুষ্ট্যাঘাতেই তোমাকে আমি চূর্ণ করতে পারতুম। কি বলব? যাকে সুখী করবার জন্য কোন পাপকে আমি পাপ বলে মনে করিনি, আমার সে মা আজ উন্মাদিনী, পতিগতপ্রাণা স্ত্রী আমারই অবিচারে মরণাপন্ন, যে ভাই এত আঘাত সহ্য করেও অসময়ে আমায় ত্যাগ করে নি, সেও আজ দুর্জ্জয় অভিমানে বিদায় নিচ্ছে। আজ আমার শত্রু কেউ নেই; যে আমায় মৃত্যু দিতে পারে, সেই আমার বন্ধু।

আশা। মরবে কেন? নিদ্রিত শিশুর হৃৎপিণ্ড উপড়ে নেবে না? প্রজাদের রক্তে স্নান করবে না? আমার ভাইকে তুমি যমালয়ে পাঠিয়েছ, আমাকে মৃত্যু দেবে না? অস্ত্র নাও দাসীপুত্র, অস্ত্র নাও। হয় আমাকে তুমি বধ কর, না হয় আমি তোমাকে কুকুরের মত হত্যা করব।

বনবীর। কর হত্যা, বাধা দেব না আশা শা। কিন্তু এখানে নয়। তারা দেখতে পাবে, ডুকরে কেঁদে উঠবে। যে প্রাসাদের মধ্যে আমি অসংখ্য প্রজার রক্তে স্নান করেছি, আমাকে সেইখানে নিয়ে চল।

আশা। তাই চল পশু। তোমাকে শৃঙ্খলিত করে রাজসভায় নিয়ে যাই, তারপর তারপর।

[বনবীরকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

দরবার কক্ষ।

নেপথ্যে শঙ্খনাদ, উলুধ্বনি ও জয়ধ্বনি—
"জয় মহারাণা উদয়সিংহের জয়।"

পান্নার প্রবেশ।

পান্না। কই রে, কই, আমার উদয় কই?

গিরিধারীর প্রবেশ।

গিরিধারী। থামো। উদয় কই? উদয় কই? তর সয় না। হাই আসছে, চোখে দেখতে পাচ্ছ না?

পান্না। আমি যে চোখে ঝাপসা দেখছি গিরিধারি। রাণীমার কথা মনে করে কেবলি চোখে জল আসছে।

গিরিধারী। হেই, চোখের জল ফেলবে না বলছি। চোখ উপড়ে ফেলে দেব। জল ত আমার চোখেও আসছে। তা বলে কি আমি কাঁদব না কি? কেন? কিসের জন্যে? রাণীমা স্বর্গে গেছে, তার জন্যে কান্না কিসের? আজ আমার দাদুভাই নিজের ঘরে এসে সিংহাসনে বসবে, মাথায় মুকুট পরবে, আজ আনন্দের দিনে তোমার চোখের জল পড়ছে? মরণ হয় না তোমার?

পান্না। তোমার চোখেও ত জল গিরিধারি।

গিরিধারী। মিছে কথা বলো না—ওঃ ভারী আমার। মরে গেল গেলই। কত করে বললুম,—তুমি মরো না রাণীমা। তুমি না থাকলে তোমার ব্যাটাকে রক্ষে করার সাধ্যি কারও নেই। তবু জাঁক করে গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিলে। নইলে কি বুনোবীর রাণা হতে পারত, না তোমার ছেলে অপঘাতে মরত?

পান্না। চুপ কর গিরিধারি; ও কথা আজ আর তুলো না। এখনও সে যায় নি, আমার কাছে কাছে ছায়ার মত ফিরছে। ভাইয়ের জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে, তার জীবন সার্থক হয়েছে। তার জন্যে নিঃশ্বাস ফেলো না গিরিধারি। সে দুঃখ পাবে।

গিরিধারী। হাই আসছে। দেখ মাসি দেখ, কি সুন্দর দেখেছ? পূর্ণিমের চাঁদ যেন ভূঁয়ে নেমে এসেছে। আমি সরে যাই, কি জানি ছায়াটা গায়ে লাগে যদি।

[নেপথ্যে—জয়ধ্বনি ও শঙ্খনাদ।]

দলপৎ ও উদয়ের প্রবেশ।

দলপৎ। এস কুমার উদয় সিংহ, যারা তোমার ঘর থেকে তোমাকে নির্ব্বাসিত করেছিল, তোমার আত্মীয় স্বজনকে যারা জল্লাদের মত হত্যা করেছে, আজ তারা পরাজিত পলায়িত হত বিধ্বস্ত। দীর্ঘ দশ বছর অজ্ঞাত বাসের পর তোমার ঘরে তুমি ফিরে এসেছ। দুর্ভাগ্য আমাদের, তোমাকে অভ্যর্থনা করতে রাজবংশের কেউ জীবিত নেই। আছি আমি আর রত্ন সিং, আর আছে তোমার জীবনদাত্রী আপন হতে আপনারজন ধাত্রী পান্না, আর ধরিত্রীর মহান্ অন্ত্যজ সন্তান এক ছোটলোক ঝাড়ুদার।

উদয়। শক্তাবৎ সর্দ্দার, কই আমার ধাইমা কই?

দলপৎ। কাছে এস উদয়ের মা।

পান্না। তুমিই আমার উদয়?

উদয়। তুমিই আমার মা?

পান্না। এত সুন্দর তুমি। কাছে এস, বুকে এস আমার! আমি ভাবতে পারি নি বাবা যে আবার তোমায় দেখতে পাব। আমার এত দুঃখ, তবু এত সুখ! আমাকে তুমি এতদিন ভুলে যাও নি ত বাবা?

উদয়। কি করে ভুলব মা? আমার জন্যে তুমি নিজের সন্তানকে বলি দিয়েছ আর আমি তোমাকে ভুলে যাব? এত অকৃতজ্ঞ আমি নই। তুমি কে আমায় ঘুরে ঘুরে দেখছ? তুমি কি আমার গিরিধারী দাদা?

গিরিধারী। এ হেঃ হেঃ, ছুঁয়ে দিলে যে? লোকে বলবে কি? আরে সর সর, আমি যে ছোটলোক ঝাড়ুদার। ও মাসি, তোমার ছেলেটা কি পাগল?

উদয়। পাগল আমি নই। পাগল তুমি, আর তোমার মাসি। পাগল না হলে কি পরের ছেলের জন্য নিজের ছেলেকে কেউ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়? পাগল না হলে কি কেউ রাজরোষ উপেক্ষা করে নিশীথ রাত্রে পরের ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য ছুটে যায়? তুমি যদি ছোটলোক, তবে ভদ্রলোক কে? কাছে এস দাদা, আমাকে জড়িয়ে ধর।

গিরিধারী। ও মাসি, ও সর্দ্দারজি, আরে কি কচ্ছে দেখ। গেল, জাতটা গেল।

দলপৎ। তোমাকে আলিঙ্গন করলে জাত যায় না গিরিধারি, আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যুগের পর যুগ চলে যাবে, মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র মিত্রের দল বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাবে; কিন্তু ভারতের মানুষ কখনও ভুলবে না তোমাকে আর ধাত্রী পান্নাকে। কি আর বলব তোমাদের? যুগে যুগে তোমরা এস এই ভারতের মাটিতে, ভারতের আত্মসর্ব্বস্ব স্বার্থান্ধ মানুষগুলোকে এমনি ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে গরীয়ান মহীয়ান করে তুলো।

মুকুট হস্তে রত্ন সিংহের প্রবেশ।

রত্ন সিং। কুমার উদয় সিংহ, বহু দুঃখ সহ্য করে বহু প্রাণ বলি

দিয়ে তোমার পৈতৃক সিংহাসন আজ আমরা নিষ্কণ্টক করেছি। আর আমার সময় নেই। বসো তুমি সিংহাসনে। তোমার মাথায় রাজমুকুট তুলে দিয়ে আমি আজই কাশীধামে যাত্রা করব।

দলপৎ। বসো উদয় সিংহ, সিংহাসনে বসে পাপিষ্ঠ বনবীরের বিচার কর। [উদয়কে সিংহাসনে বসাইলেন,—রত্ন সিংহ তাহার মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন। নেপথ্যে, শঙ্খনাদ।]

আশা শা'র সহিত আহত বনবীরের প্রবেশ।

রত্ন সিং। [আশা শা তাহাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলিয়া দিল] আঃ, কর কি আশা শা? [বনবীরকে তুলিল]

পান্না। কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব দুর্গাধিপ? আপনারই জন্য মহারাণা সঙ্গের বংশ নিঃশেষ হয়ে যায় নি। আপনারই জন্য দ্বার হতে দ্বারান্তরে বিতাড়িত লাঞ্ছিত রাজকুমার আজ চিতোরের মহারাণা।

আশা। আমার জন্য নয় মা, আমার জন্য নয়। জগৎ জানে উদয়ের জীবনদাত্রী তার ধাত্রীমাতা পান্নাবাঈ। মহামান্য চন্দাবৎ সর্দ্দার,—নবীন রাণার ললাটে রাজটিকা পরিয়ে দিন। দেখে নয়ন সার্থক করি।

রত্ন সিং। যিনি উদয়ের জীবন দান করেছেন, এ সম্মান তারই প্রাপ্য। কিন্তু কি দিয়ে রাজটিকা পরাবে মা? রাজবংশের রক্ত যে চাই। রাজবংশের কেউ ত জীবিত নেই।

বনবীর। আমি দেব রক্ত যদি অনুমতি হয়। আমার মধ্যে আছে রাজবংশের রক্ত। আমার রক্তে রাণার ললাটে রাজটিকা পরিয়ে দিন চন্দাবৎ সর্দ্দার। এস ধাত্রি পান্নাবাঈ, এস মহীয়সি মা, একদিন তোমার চোখের উপর তোমার ঘুমন্ত পুত্রের রক্তে আমি

অবগাহন করেছিলাম; আজ আমার রক্তে তুমি তোমার পুত্রের অভিষেক কর। কত রক্ত চাই, নিয়ে যাও। [শৃঙ্খলিত হস্তে ললাটে করাঘাত; ললাট রক্তে রঞ্জিত হইল।]

সকলে। বনবীর!

আশা। হত্যা কর রাণা, এই পশু ঘুমন্ত অবস্থায় তোমাকে হত্যা করতে হাত বাড়িয়েছিল।

বনবীর। সত্য।

দলপৎ। অসংখ্য প্রজার রক্তে এই দুর্ব্বৃত্ত দশ বছর অবগাহন করেছে।

বনবীর। অস্বীকার করি না।

গিরিধারী। মাসীর ছেলেটাকে পশুর মত খুন করেছে।

বনবীর। মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি।

পান্না। তোমার ঘর থেকে তোমাকে নির্ব্বাসিত করে রেখেছিল এই নরঘাতক।

বনবীর। মিছে কথা নয়।

সকলে। বিচার কর রাণা।

উদয়। নিশ্চয়ই বিচার করব। ভূতপূর্ব্ব রাণার কিছু বলবার আছে?

বনবীর। না মহারাণা। আমার সাধ্বী স্ত্রী আজ আমার পার্শ্বে নেই, আমার রামের লক্ষ্মণ মৃত্যুর কোলে নীরব, মা আমার উন্মাদিনী, এ জীবনের আর কোন অর্থ নেই। তুমি আমায় মৃত্যু দাও রাণা, আমায় মেদিনীর কাছে যেতে দাও। আর আমার কোন কামনা নেই।

উদয়। দাদা!

বনবীর। ভাই,—মরার আগে শুধু একটা কথা বলে যাচ্ছি, বিশ্বাস করো। যত আঘাত আমি তোমাদের দিয়েছি, তার চতুর্গুণ

আঘাত পেয়েছি আমি নিজে। যা করেছি সে আমি করি নি, করেছে আমার দুরদৃষ্ট। দাও মহারাণা, মৃত্যু দাও।

উদয়। মৃত্যু নয় দাদা, আমি দিলাম তোমায় মুক্তি।

বনবীর। মুক্তি! ওঃ—

রত্ন সিং। রাজপুত কুলের কাঞ্চন তুমি, এ তোমারই উপযুক্ত বিচার রাণা। আমার তরবারিখানা তোমায় দিয়ে যাচ্ছি বনবীর। যদি পার, এই তরবারি দিয়ে তুমি উদয়ের রাজ্য রক্ষা করো। চল পান্না, আর এখানে নয়, আজ আমাদের ছুটি। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার পদতলে আমরা দুই পুত্রহারা পিতামাতা এবার থেকে সমগ্র জগতের কল্যাণে সাধনা করব।

পান্না। তাই চলুন বাবা।

উদয়। আমাকে ফেলে কোথায় যাবে মা?

পান্না। কোথাও যাব না বাবা। তুমি আমার বরোদ্ভূত সন্তান; দূরে থেকেও আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব, তোমার চোখের তারায়, তোমার বক্ষের স্পন্দনে, তোমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে আমি জড়িয়ে থাকব উদয়। তুমি দীর্ঘজীবী হও, তুমি কীর্ত্তিমান হও, দুঃখ দীর্ণ চিতোরবাসীদের তুমি আপন বলে গ্রহণ কর। [গায়ে হাত বুলাইয়া দিল]

রত্ন সিং। সুখে থাক মেবার, পৃথিবী শীতল হক, মানুষ মানুষ হক।

[পান্নার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

বনবীর। [নিজের ললাটের রক্তে উদয়কে রাজটিকা পরাইয়া দিল] জয় মহারাণা উদয় সিংহের জয়।

অন্যান্য সকলে। জয় মহারাণা উদয় সিংহের জয়।

যবনিকা।